CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-271 ■ 11 July, 2025 ■ আগরতলা ১১ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ২৬ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন মামলায় শুনানি

স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট তিন নথি বিবেচনার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ।। ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী মামলায় স্থগিতাদেশ দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। তবে, আধার কার্ড, এপিক এবং রেশন কার্ড প্রয়োজনীয় নথি কি না, তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পিত 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আদালত নির্বাচন কমিশনকে কঠোর প্রশ্ন করেছে এবং তার সময়সীমা, প্রক্রিয়া এবং প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এক গুরুত্বপূর্ণ শুনানিতে বিচারপতিরা নির্বাচন কমিশনের এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে নিজেদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিয়েছেন।

বিহার ভোটার তালিকার 'বিশেষ সংশোধন' প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, "আপনার প্রচেষ্টা সমস্যার সৃষ্টি করছে না, সমস্যা হচ্ছে সময়। এত বিশাল জনগণের (আট কোটি মানুষ) উপর এই 'ইনটেনসিভ রিভিউ' কার্যক্রম চালানো কি সম্ভব? এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে নির্বাচনের তাগিদও তো রয়েছে, এইভাবে সময়সীমা পূর্ণ হওয়া কি সম্ভব?" আদালত আরও জানায়, "এটি একটি বড় এবং গুরুতর কাজ, এবং আমাদের গভীর সন্দেহ আছে যে এই কাজটি সফলভাবে করা সম্ভব হবে কিনা।"

শীর্ষ আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে, এই ধরনের বৃহত্তম জনগণের রিভিউ প্রক্রিয়ায় যদি কোনও ব্যক্তির নাম বাদ পড়ে, তবে তাকে ভোট দেওয়ার আগে আদালতে আপিল করার সুযোগ থাকতে হবে। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া বলেন, "যদি কেউ নির্বাচন থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তাকে ভোট দেওয়ার আগে আপিল করার সুযোগ থাকবে না।" তিনি আরও বলেন, "যেহেতু আদালত একবার ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার পরে তা নিয়ে কোনো বিচার করবে না, তাই একটি বঞ্চিত ব্যক্তি নির্বাচনের আগে তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আইনিভাবে প্রক্রিয়া অনুসরণ করার সুযোগ পাবে না।"

এছাড়া, আদালত নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন তুলেছে যে কেন তারা আধার কার্ডকে ভোটার তালিকার পুনঃসংশোধনে গ্রহণ করছে না। আদালত মনে করে যে, আধার একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। "আপনি যদি একে আইডেন্টিটি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করছেন, তাহলে আধার কেন বাদ পড়ছে?" আদালত নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্ন করে।

এদিন সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখেছে। প্রথমত, আদালত জানতে চেয়েছে, "বিশেষ ইনটেনসিভ পুনঃসংশোধন" প্রক্রিয়া চালানোর জন্য নির্বাচন কমিশনের আইনগত অধিকার কোথায়? দ্বিতীয়ত, আদালত প্রক্রিয়ার বৈধতা এবং এটি কীভাবে আসন্ন নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা ব্যাখ্যা করতে কমিশনকে বলেছে। তৃতীয়ত, কেন এই পুনঃসংশোধন প্রক্রিয়া নির্বাচনের আগে শুরু করা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত। এসব প্রশ্নের মাধ্যমে আদালত কমিশনকে তাদের কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি, সময়সীমা এবং নির্বাচনের সঙ্গে এর সম্পর্ক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে বলেছে।

বিহার ভোটার তালিকার এই 'বিশেষ পুনঃসংশোধন' প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও তীব্র হয়েছে। বিরোধী দলগুলি বিশেষত কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগকে সমালোচনা করেছে। তাদের দাবি, এই প্রক্রিয়া ভোটারদের একটি বৃহৎ অংশকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে চলছে, যা নির্বাচনের ফলাফলে শাসক জোটের পক্ষ থেকে সুবিধা দিতে পারে। বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করছে যে, দরিদ্র, অভিবাসী শ্রমিক এবং দুর্বল জনগণের অংশকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

সিনিয়র আইনজীবী ভিন্দা গ্রোভার, যিনি পিটিশনারদের পক্ষ থেকে আদালতে যুক্তি দেন, বলেছেন, "এটি একটি সাধারণ প্রক্রিয়া নয় এটি বিশেষভাবে দরিদ্র, শ্রমিক এবং নির্দিষ্ট জনগণের অংশকে বাদ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট যে, এটা সরকারের শাসক জোটের ভোট ব্যাংককে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

নির্বাচন কমিশন এর উত্তরে বলেছে, পুনঃসংশোধন প্রক্রিয়া আইনিভাবে সঠিক এবং জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজনীয়। কমিশন দাবি করেছে যে, বিহারে ১.১ কোটি মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এবং প্রায় ৭০ লাখ মানুষ অভিবাসী হয়ে গেছে, তাই এই প্রক্রিয়া জরুরি ছিল।

এছাড়া, নির্বাচন কমিশন বলেছে যে, যাদের নাম বাদ যাবে তাদের সংশোধিত তালিকায় পুনরায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আপিল করার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে আদালত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন তুলেছে, "নির্বাচনের আগে বঞ্চিত ব্যক্তির কাছে কি যথাযথ সময় থাকবে তাদের আপিল করার?"

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ অভিবাসী

জনস্বার্থ মামলা খারিজ উচ্চ আদালতে আবেদনকারীদের অপেক্ষা করার পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। অবৈধ অভিবাসী ইস্যুতে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করলো উচ্চ আদালত। সময়ের আগে এই মামলা করা হয়েছে। তাই, আবেদনকারীদের আপাতত অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে আদালত। প্রয়োজনে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে দুই থেকে তিন মাস পরে পুনরায় আবেদনকারীদের আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য বলেছে উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং এবং বিচারপতি বিশ্বজিৎ পালিতের সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মতো প্রতিবেশী দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একটি জনস্বার্থ মামলা খারিজ করেছে।

আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বরিষ্ঠ আইনজীবী মনীশ গোস্বামী বলেন, যে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক ডঃ বিজয় দেববর্মা এবং তিপ্রা স্টুডেন্টস ফেডারেশন (টিএসএফ) এর সাথে যুক্ত ছাত্রনেতা জন দেববর্মা এই এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন। আবেদনে অনুপ্রবেশের ঘটনা বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে এবং কেন্দ্রের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে রাজ্যকে বাধ্য করার জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।

২০২৫ সালের মে মাসে জারি করা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের (এমএইচএ) একটি বিজ্ঞপ্তির উদ্ধৃতি দিয়ে আইনজীবী বলেন, কেন্দ্র অবৈধ অভিবাসীদের মোকাবেলার জন্য চারটি পদক্ষেপের পদ্ধতির রূপরেখা দিয়েছে সনাক্তকরণ, বিচার, আটক এবং নির্বাসন। আদালতকে ত্রিপুরা সরকারকে বিদেশী ট্রাইব্যুনাল এবং ডিটেনশন ক্যাম্প সহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের নির্দেশ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, আবেদনকারীরা গত ২৪ জুন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশাবলি দ্রুত বাস্তবায়নে রাজ্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি তুলে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশাবলী কীভাবে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে তা স্পষ্ট করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল।আইনজীবী মণীশ গোস্বামী উল্লেখ করেন, অসমই একমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য যেখানে অবৈধ অভিবাসীদের মোকাবেলার জন্য কার্যকর পরিকাঠামো রয়েছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার স্বার্থে ত্রিপুরাতেও অনুরূপ ব্যবস্থার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আবেদনকারীরা। তিনি জানান, উচ্চ আদালত ওই আবেদন খারিজ করেছে এবং আবেদনকারীদের রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। আদালত মনে করেছে, বিষয়টি তাড়াহুড়ো করে উত্থাপন করা হয়েছে। আদালত আবেদনকারীদের দুই থেকে তিন মাস অপেক্ষা করতে বলেছে এবং যদি কোনও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে পুনরায় আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

বিদ্যুতের ছোবলে গবাদি পশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। বিদ্যুতের ছোবলে এক গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়া পতন এলাকায় ৫ নং ওয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুতের ট্রান্সমিটারে সংস্পর্শে গিয়ে গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। গাভীর মালিক তাহিদ মিয়া জানিয়েছেন, এই ট্রান্সমিটারের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারনে গর্ভবতী গাভীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এতে তার আনুমানিক ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে। তাই এলাকার মানুষের দাবি অবিলম্বে এই অসহায় কৃষককে দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। পাশাপাশি এই ট্রান্সমিটারের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা হোক যাতে করে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

পাষণ্ড মামির হাতে খুন ১২ বছরের ভাগিনা বিষমিশ্রিত ঠান্ডা পানীয় পান করিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জুলাই ।। আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়ায় ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ও রোমহর্ষক ঘটনা। ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে ইঁদুর মারার বিষ মিশিয়ে ১২ বছরের এক শিশুকে হত্যা করলো তারই মামি। ঘটনায় জড়িয়ে রয়েছে পারিবারিক কলহ, নিষিদ্ধ সম্পর্ক এবং পূর্বপরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত শনিবার সকালে আলিফ হোসেন (১২), পিতা শেখ ফরিদ, বাড়ি আশাবাড়ি ৫ নং ওয়ার্ড, বেড়াতে যায় রহিমপুরে তার নানার বাড়ি ফিরোজ মিয়ার কাছে। প্রচণ্ড গরমের কারণে ঠান্ডা কিছু পান করতে চাইলে, তার মামি জান্নাত আক্তার একটি ঠান্ডা পানীয় দেন, যা আগে থেকেই ফ্রিজে রাখা ছিল।

অভিযোগ, জান্নাত আক্তার সেই পানীয়র মধ্যে ইঁদুর মারার বিষ মিশিয়ে রেখেছিলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্বশুর-শাশুড়িকে হত্যা করা। প্রথমে শ্বশুর ফিরোজ মিয়া ওই পানীয় খান, কিন্তু পুরোটা না খেয়ে বাকি অংশ নাতি আলিফকে দিয়ে দেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই আলিফের পেটে ব্যথা ও বমি শুরু হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও ছেলেটিকে হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। অবশেষে সন্ধ্যায় খবর পেয়ে তার বাবা এসে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে একদিন চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হলে তাকে হাঁপানিয়া হাসপাতাল হয়ে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তদন্তে চিকিৎসকরা পানীয়র মধ্যে বিষাক্ত পদার্থের প্রমাণ পান। পাঁচ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে বৃহস্পতিবার সকালে জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যু হয় শিশুটির। এ ঘটনায় গোটা বক্সনগর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া ও তীব্র ক্ষোভ।

অপরদিকে, মামি জান্নাত আক্তার ঘটনা ঘটানোর পরপরই পুটিয়াস্থিত পিত্রালয়ে পালিয়ে যান এবং সেখান থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, চার মাস আগে জান্নাত আক্তারের বিয়ে হয় ফিরোজ মিয়ার ছেলে রুহুল আমিনের সঙ্গে। তবে ওই বিয়েতে রাজি ছিলেন না জান্নাত, কারণ তার আগে থেকেই মোল্লার চৌমুনী এলাকার এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

এ নিয়ে বিয়ের পর থেকেই তার মধ্যে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে বারবার ঝগড়া লেগে থাকত।আরেকবারও শশুর শাশুড়ি কে বিষ পান করিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেন বলে খবর। পরিবারের দাবি, এই নিষ্ঠুর হত্যার জন্য দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিজ ঘরে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জুলাই ।। নিজ ঘর থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত কলসিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গিয়েছে, ওই এলাজার অনিল দাসের পুত্র রিপন দাস(৩৭) তার নিজে ঘরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। ওই সময় তার স্ত্রী ঘরে ছিল না এবং পুত্র সন্তান স্কুলে গিয়েছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, সে সবসময় মদমত্ত অবস্থায় থাকে। তার স্ত্রী ফাঁসিতে ঝুলতে দেখে চিৎকার চেঁচামেচি করার ফলে গ্রামবাসী এসে দেখতে পান এই দৃশ্য। সাথে সাথে কলমচৌড়া থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। কলমচৌড়া থানা পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বক্সনগর

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভালবাসার টানে এপারে এসে ধৃত বাংলাদেশি যুবতী, আটক প্রেমিকও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ভালোবাসার টানে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে চলে আসলেন এক যুবতী। এদিকে ব্যাঙ্গালোরের এক যুবক ও প্রেমিকাকে নিতে সীমান্ত এলাকায় চলে আসে। সীমান্ত পেরোতেই পুলিশের হাতে ধরা পড়েন দুই প্রেমিক প্রেমিকা। জানা যায় বাংলাদেশের বগুড়া জেলার পালসা গ্রামের গুলজার শেখের কন্যার সাথে সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ হয় ব্যাঙ্গালোর বিদার এলাকার শ্রী শ্রাবনের ছেলে দত্ত যাদবের। তাদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুজনের মধ্যে ঠিক হয় প্রেমিকা, তার প্রেমিকের জন্য ভারতে চলে আসবে। কিন্তু অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লো প্রেমিকা।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী রতন নাথের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অশালীন ও মানহানিকর মন্তব্য, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। রাজ্যের বিদ্যুৎ ও কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অশালীন ও মানহানিকর মন্তব্য করার পাশাপাশি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক মহিলার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় পশ্চিম ত্রিপুরার সিধাই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মোহনপুরের বাসিন্দা জয়ন্ত দেবনাথ। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত মহিলা জোহরা বেগম , গোমতী জেলার উদয়পুরের রাজধরনগর, জামজুরি এলাকার বাসিন্দা। ৮ জুলাই ২০২৫ তারিখে একটি প্রকাশ্য সমাবেশে তিনি মন্ত্রী রতন লাল নাথের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় বক্তব্য দেন এবং জনসমক্ষে মন্ত্রীর প্রাণনাশের হুমকি দেন।

এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ' সিপিআইএম ত্রিপুরা' নামক একটি ফেসবুক পেজ থেকে আপলোড করা হয়, যার শিরোনাম ছিল — "মন্ত্রী রতন ও বিজেপি"র উপর সাধারণ জনগণের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।'

ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু ফেইসবুক ব্যবহারকারী এটি শেয়ার করেন। যার ফলে মন্ত্রীর সামাজিক মর্য্যাদা ও ভাবমূর্তিতে আঘাত লেগেছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগকারী জয়ন্ত দেবনাথ, যিনি নিজে মোহনপুর ২নং বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার এবং বহু বছর ধরে রতন লাল নাথের একজন সমর্থক, তিনি বলেন এই ধরনের আক্রমণ ও মিথ্যা অপপ্রচার শুধু একজন জননেতার নয়, গোটা সমাজের বিরুদ্ধেই বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা। অভিযোগপত্রে এফআইআরের জন্য তিনটি ধারার আওতায় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে - জনসাধারণের মানহানি, অপরাধমূলক হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন, সমাজে বিভেদ ও ভুল তথ্য প্রচার। অভিযোগপত্রের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও পোস্টের স্ক্রিনশটও সংযুক্ত করা হয়েছে। এখন দেখার, প্রশাসন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কি ব্যবস্থা গ্রহন করে।

ডেন্টাল কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ২০০ কোটি টাকার কাজ চলছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। রাজ্য সরকার আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজকে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পঠনপাঠন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চায়। এই কলেজ রাজ্যকে আগামীদিনে শিক্ষা হাব বানানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের কনফারেন্স হলে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ ও আই.জি.এম. হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির গভর্নিং বডির সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, খুব কম সময়ের মধ্যে সরকার এই কলেজের পঠনপাঠন শুরু করতে সক্ষম হয়েছে। ডেন্টাল কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ২০০ কোটি টাকার কাজ চলছে। ডেন্টাল কলেজের হোস্টেল সহ বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা, কলেজের নতুন ভবনগুলি নির্মাণের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা সহ হাসপাতাল পরিসর সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উপর সভায় মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়াও তিনি ডেন্টাল কলেজের পঠনপাঠন পরিকাঠামোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক মনিটরিং ব্যবস্থা বজায় রাখতে পরামর্শ দেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী রোগী কল্যাণ সমিতির বিভিন্ন কাজের খোঁজখবর নেন। আই.জি.এম. হাসপাতালে আসা রোগীদের সঠিক পরিষেবা প্রদান এবং রোগীদের আত্মীয় স্বজনদের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব সহ দেখতে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চলতি বছরে প্রাক-বর্ষা মৌসুমে রাজ্যে গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিক, আবহাওয়া দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। চলতি বছরের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত প্রাক-বর্ষা মৌসুমে ত্রিপুরার সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ছিল প্রায় স্বাভাবিক। আগরতলায় মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে স্বাভাবিকের থেকে তাপমাত্রা ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে কৈলাসহরে ওই সময়ে তাপমাত্রার ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর থেকে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

মৌসম বিভাগ জানিয়েছে, চলতি বছরে ১০ মে মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা আগরতলায় ৩৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কৈলাসহরে ৩৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল। তাছাড়া,আগরতলায় মার্চ ও এপ্রিল মাসে গড় ন্যূনতম তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, তবে মে মাসে তা প্রায় স্বাভাবিক। কৈলাসহরে পুরো মৌসুমেই ন্যূনতম তাপমাত্রা ছিল প্রায় স্বাভাবিক।

আরও জানিয়েছে, এই মৌসুমে রাজ্যে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নাইশিংপাড়ায় বিষপানে শিশুকন্যার মৃত্যু, অভিযুক্ত এক নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জুলাই।। উত্তর জেলার নাইশিংপাড়ায় ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। খেলার ছলে প্রতিবেশী এক ১০ বছরের নাবালকের দেওয়া বিষমিশ্রিত পানীয় পান করে মৃত্যু হয়েছে পাঁচবছর বয়সী এক শিশুকন্যার। মৃতার নাম রুংনাংতি রিয়াং, সে কেজি টু শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

শিশুটির পিতা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে স্কুল থেকে ফিরে রুংনাংতি বাড়ির উঠোনে বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিল। সেই সময় তার বাবা-মা কেউই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না। অভিযোগ, ওই সময় প্রতিবেশী নাবালক জুস খাওয়ানোর নাম করে রুংনাংতি সহ কয়েকজন শিশুকে বিষমিশ্রিত কিছু পান করায়। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা।

এক শিশুর মা বিষয়টি জানতে পেরে জুসটি নিজে পান করে দেখেন, এবং তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ চারজনকে প্রথমে কাঞ্চনপুর এবং পরে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা রুংনাংতির

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি অঞ্চলে রেল পরিসেবা আংশিক স্বাভাবিক

যাত্রী সামলাতে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা

মালিগাঁও, ১০ জুলাই ।। এখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি অঞ্চলে রেল পরিসেবা। তবে, আংশিক স্বাভাবিক হওয়ায় যাত্রী সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিশেষ ট্রেনচালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, অতিরিক্ত যাত্রীচাপ সামাল দিতে একমুখী বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় আজ ১০ জুলাই চলবে দুইটি বিশেষ ট্রেন। ট্রেন নম্বর ০৫৬১৬ (শিলচর—গুয়াহাটি) এবং ট্রেন নম্বর ০৫৬১৯ (গুয়াহাটি—আগরতলা) চলবে।

তিনি জানান, ট্রেন নম্বর ০৫৬১৬ (শিলচর—গুয়াহাটি) শিলচর স্টেশন থেকে দুপুর ১২ টায় ছাড়বে এবং রাত ১১:৩০ টায় গন্তব্য গুড়াহাটিতে পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ট্রেন নম্বর ০৫৬১৯ (গুয়াহাটি—আগরতলা) গুয়াহাটি থেকে দুপুর ১২ টায় যাত্রা শুরু করে পরদিন ভোর ৩:৩০ মিনিটে আগরতলায় পৌঁছাবে। এই বিশেষ ট্রেন দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলোতে যাত্রী ওঠানামার জন্য নির্ধারিত বিরতি থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে রেল কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, লামডিং ডিভিশনের মুপা-দিহাখো স্টেশনের মাঝখানে (কেএম-৫১/১-২) প্রবল ভূমিধসের ফলে লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১১ জুলাই, ২০২৫ ইং
২৬ আষাঢ়, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

গুরু পূর্ণিমা অন্ধকার হইতে আলোর দিশা দেখায়

গুরু পূর্ণিমা হইলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, যাহা মুলত হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মাবলম্বীরা পালন করে। এটি শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। "গুরু" শব্দের অর্থ "অন্ধকার দূরকারী", অর্থাৎ যিনি অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞান ও আলোর পথে নিয়া যান।গুরু পূর্ণিমা প্রতি বছর আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হয়। এই তিথিকে আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা ব্যাস পূর্ণিমাও বলা হয়। ২০২৫ সালে গুরু পূর্ণিমা ১০ই জুলাই, বৃহস্পতিবার পালিত হয়। গুরু পূর্ণিমার পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম অনুসারে, এই আষাঢ় পূর্ণিমা তিথিতেই মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম হইয়াছিল। মহর্ষি বেদব্যাসকে আদিগুরু বলা হয়, যিনি বেদকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেন (ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ) এবং মহাভারত, ১৮টি মহাপুরাণ ও ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। তাই এই দিনটিকে ব্যাস পূর্ণিমা হিসেবেও পালন করা হয়। মনে করা হয়, তিনি এই দিনেই তাঁহার শিষ্যদের ভাগবত পুরাণের জ্ঞান দান করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এই দিনটি অত্যন্ত পবিত্র। বলা হয়, গৌতম বুদ্ধ আষাঢ় পূর্ণিমার দিনেই উত্তরপ্রদেশের সারনাথে তাঁহার প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন তাঁহার পাঁচ শিষ্যকে। এই শিষ্যগণও পরবর্তীকালে বুদ্ধত্ব লাভ করেন।যোগিক ও তান্ত্রিক রীতি অনুসারে, এই দিনেই মহাদেব শিব "আদি-যোগী" থেকে "আদি-গুরু"তে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রথম সাত শিষ্যকে (সপ্তর্ষি) মহাজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন।ভারতীয় সমাজে গুরুর স্থান ঈশ্বরের থেকেও উঁচুতে। গুরু পূর্ণিমা হইলো গুরু-শিষ্য পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দিন। গুরু আমাদের আত্ম উপলব্ধি করিতে সাহায্য করেন এবং জীবনের সঠিক পথ দেখান।গুরু পূর্ণিমা বিভিন্ন উপায়ে পালন করা হয়। এই দিনে শিষ্যরা তাহাদের গুরুদের বাড়িতে গিয়া তাঁহাদের পূজা করেন, উপহার দেন এবং তাঁহাদের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ নেন। যদি সরাসরি গুরুর সাথে দেখা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ফোনে কথা বলিয়াও আশীর্বাদ নেওয়া যায় অনেকে গুরু পূর্ণিমার ভোরে গঙ্গাস্নান বা পবিত্র নদীতে স্নান করেন। এরূপ ধ্যান ও জপ করা হয়। ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ, বিশেষ করিয়া বেদব্যাসের রচনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়।এই দিনে দরিদ্র ও অভাবী মানুষের সেবা করাকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলিয়া মনে করা হয়।অনেকে গুরু মন্ত্র জপ করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হন।গুরু পূর্ণিমাকে যে কোনো নতুন শুভ কাজ শুরু করিবার জন্য উপযুক্ত দিন বলিয়া মনে করা হয়।গুরু পূর্ণিমা হইলো আত্ম উপলব্ধি এবং জ্ঞানের প্রতি সম্মান জানানোর এক পবিত্র দিন। এটি আমাদের জীবনে শিক্ষকদের গুরুত্ব এবং তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

সরকারের লক্ষ্য ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় জিএআর ৫০% উন্নীত করা: ধর্মেন্দ্র প্রধান

কেভাদিয়া, ১০ জুলাই :কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ গুজরাটের কেভাদিয়ায় অনুষ্ঠিত দুই দিনের ভাইস চ্যান্সেলরদের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন যে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (নেপ ২০২০)-এর "পঞ্চ সংকল্প" বা পাঁচটি মূল উদ্দেশ্যকে ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য পথনির্দেশক নীতিতে রূপান্তর করা হবে। এই পঞ্চ সংকল্প হলো: নেক্সট-জেন উদীয়মান শিক্ষা, বহুবিধ শিক্ষা, উদ্ভাবনী শিক্ষা, সমন্বিত বা সামগ্রিক শিক্ষা এবং ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঐতিহ্য। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হলো নেপ ২০২০-এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা এবং "বিকশিত ভারত ২০৪৭"-এর লক্ষ্য অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা নির্ধারণ করা।

মন্ত্রী জানান, সরকারের লক্ষ্য ২০৩৫ সালের মধ্যে উচ্চশিক্ষায় গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও ৫০ শতাংশে উন্নীত করা। এর জন্য পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ, ডিজিটাল অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বহুবিধ বিষয়ে শিক্ষার প্রসার অপরিহার্য। তিনি উল্লেখ করেন যে ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ছাত্রভর্তির হার ৩৫ বেড়েছে, নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে এবং পিএইচডি স্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ১৩৬ বৃদ্ধি পেয়েছে। তফসিলি উপজাতি ও তফসিলি জাতির শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে ১০ ও ৮ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে ভারতে ১২০০-এরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪৬,০০০-এরও বেশি কলেজ রয়েছে, যা একে বিশ্বের বৃহত্তম উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার একটি করে তুলেছে।

সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে তারা তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে নেপ ২০২০-এর পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য একটি কৌশলগত রূপরেখা প্রস্তুত করে। এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে: বহুবিধ বিষয়ের সমন্বিত, ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেম-এর মূল ধারায় অন্তর্ভুক্তি, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা, স্কিলিং ও আপস্কিলিং প্রক্রিয়ার উন্নয়ন, এবং উদ্ভাবনী ক্যাম্পাস উদ্যোগ। তিনি "ট্রিবেণী সঙ্গম"-এর ধারণা ব্যাখ্যা করেন অতীতকে উদযাপন, বর্তমানকে সঠিকভাবে উপস্থাপন এবং ভবিষ্যৎকে রূপদানএই ত্রয়ী লক্ষ্যকে সামনে রেখে নীতি প্রয়োগের ওপর জোর দেন।

ড. হর্ষমুখ আদিয়া, চ্যান্সেলর, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ গুজরাট, কর্মযোগের ছয় মূলনীতি তুলে ধরেন এবং ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেমের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষা সচিব ড. বিনীত জোশী বলেন, নেপ ২০২০ একটি উচ্চাভিলাষী, কিন্তু অর্জনযোগ্য রূপরেখা প্রদান করেছে, যার ভিত্তি হলো প্রবেশযোগ্যতা, সাম্য, গুণগত মান, সাশ্রয়ীতা এবং জবাবদিহিতা। অতিরিক্ত সচিব ড. সুনীল বার্নওয়ালও নেপের পাঁচটি ভিত্তির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যবস্থায় "সামর্থ" প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার, "স্বয়ম" ও "স্বয়ম প্লাস"-এর মাধ্যমে ডিজিটাল শিক্ষা বিস্তার, ভাষাভিত্তিক শিক্ষা ও ভারতীয় ভাষা গ্রন্থ প্রকল্প, গবেষণা ও উদ্ভাবন , "স্টাডি ইন ইন্ডিয়া" প্রোগ্রামসহ আন্তর্জাতিকীকরণ, শিক্ষক উন্নয়ন (মালব্য মিশন), এবং এফওয়াইউপি ও এনএইচইকিউএফ/এনসিআরএফ বাস্তবায়ন প্রভৃতি।

এই সম্মেলনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনইউ, আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, হেমবতী নন্দন বহুগুণা গড়ওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ রাজস্থান, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ কাশ্মীর, বিশ্বভারতী, ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু নামী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল উচ্চশিক্ষায় "স্ট্র্যাটেজিক অ্যালাইনমেন্ট", পারস্পরিক শিখন ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। আলোচনার ফলাফল নেপ ২০২০-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের রোডম্যাপ নির্ধারণে সহায়ক হবে এবং "বিক্সিত ভারত ২০৪৭" অর্জনে উচ্চশিক্ষার ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করবে।

হেনরি মিলারের সঙ্গে জর্জ অরওয়েল

মধুসূদন মিহির চক্রবর্তী

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান স্পেনকে গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত করে। এই সংঘাত বামপন্থী রিপাবলিকান সরকারকে জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট-সমর্থিত জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার এবং ইতালিতে মুসোলিনি ক্ষমতায় অরোহণের পর বিশ্বজুড়ে স্বৈরাচার-বিরোধীরা আশঙ্কা করেছিলেন যে পরবর্তী পতন হতে পারে স্পেনের, আর তা হলেই ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যত হুমকির মুখে পড়বে।

যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো বিশ্বশক্তিসমূহ স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে, তখন ৫২টি দেশ থেকে ৩৫,০০০ জনেরও বেশি ফ্যাসিবাদবিরোধী স্বেচ্ছাসেবক স্পেনের জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। নাৎসি জার্মানির ইহুদি উদ্বাস্তু, তরুণ জর্জ অরওয়েলের মতো আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবী এবং আদর্শিক শত্রুনাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কমিউনিস্টদের তারা অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৪ তারিখে স্পেন ভ্রমণের নথিপত্র সংগ্রহ করতে অরওয়েল প্যারিসে থামেন এবং হেনরি মিলারের সাথে দেখা করেন। হেনরি মিলার (১৮৯১-১৯৮০) চল্লিশ বছর বয়সে নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্রান্সে এসেছিলেন লেখক হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তার বাবা হাইনরিখ মিলার আর মা লুইজা মারি ছিলেন লুথেরিয়ান প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান, তারা জার্মানি থেকে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। বাবা-মা আর বোন লরেটার সঙ্গে হেনরি মিলার নিউ ইয়র্কের গরীব ব্রুকলিন পাড়ায় বড় হয়েছেন। প্যারিসে কুড়ি শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই লেখক, জর্জ অরওয়েল এবং হেনরি মিলারের ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের বিষয়টি উভয় লেখকের গবেষক এবং ভক্তদের একসাথে কৌতূহলী ও বিভ্রান্ত করেছে। মিলারের যতটুকু পরিচিতি তৈরি হয়েছিল সেটি তার রচনার বিষয়বস্তুর কারণে নয়, হয়েছিল ট্রপিক অব ক্যান্সার গ্রন্থটি ঘিরে কেলেঙ্কারির জন্য। অরওয়েল তার "ডাউন অ্যান্ড আউট ইন প্যারিস অ্যান্ড লন্ডন" গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন এবং কিছু উপন্যাস যা অল্পসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছেছিল। ১৯৩৬ সালে তিনি স্পেনের ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়ার পথে তিনি প্যারিসের মধ্য দিয়ে পাড়ি দেন। তিনি যদি সেই লড়াইয়ে নিহত হতেন তাহলে আমরা কখনই 'এনিমেল ফার্ম' বা 'নাইনটিন এইটি ফোর' এর মতো উপন্যাস পেতাম না। মিলারের জীবনীকার মেরি ভি ডিয়ারবোর্নের সাহায্যে এই সাক্ষাতের বিবরণটি আমরা পাই।

১৯৩৬ সালের বড়দিনের ঠিক আগে জর্জ অরওয়েল জেনারেল ফ্রাঙ্কোর স্বৈরাচারী বিদ্রোহবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষকে সমর্থন দিতে স্পেনে রওনা হন। এটি ছিল একটি মারাত্মক অভিজ্ঞতা যা তিনি পরে তার হোমেজ টু কাতালোনিয়া গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। সেখানে যাওয়ার পথে তিনি তার পরিচিত শহর প্যারিসে থামেন। আট বছর আগে সেখানে তিনি বসবাস করেছিলেন যখন তিনি তখনও এরিক আর্থার ব্লেয়ার ছিলেন। প্যারিসের অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ রয়েছে তার প্রথম গ্রন্থ "ডাউন অ্যান্ড আউট ইন প্যারিস এবং লন্ডন" গ্রন্থে। অরওয়েল স্পেন ভ্রমণের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথি সংগ্রহ করার পাশাপাশি প্রবাসী আমেরিকান লেখক হেনরি মিলারের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন যিনি ১৯৩০ সাল থেকে প্যারিসে বসবাস করছিলেন। মিলারের "ট্রপিক অফ ক্যানসার" গ্রন্থের চোরাইপথে আসা একটি পাচারকৃত অনুলিপি পাঠ করেন অরওয়েল। পড়ে খুশি হয়ে আগের বছর একটি নতুন ইংরেজি সাপ্তাহিক সাময়িকীতে গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনি একটি পর্যালোচনা লিখেছিলেন। যখন "ট্রপিক অফ ক্যানসার" পরবর্তী সমানভাবে বিতর্কিত "ব্ল্যাক স্প্রিং" গ্রন্থটি ১৯৩৬ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়, তখন অরওয়েল নিউ ইংলিশ উইকলি সাময়িকীতে এই গ্রন্থটিরও একটি পর্যালোচনা লিখেছেন। তিনি গ্রন্থটির শক্তি, সাধারণ মানুষের উপর এর ফোকাস এবং এর খোলামেলা যৌনতা প্রসঙ্গে প্রশংসা করেছিলেন। এর মধ্য দিয়েই দুই লেখকের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের সূত্রপাত হয়। যদিও অরওয়েল এবং মিলার সেদিন একে অপরের সান্নিধ্যে মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় কাটিয়েছেন কারণ অরওয়েলকে স্পেন সীমান্তে পৌঁছে একটি মধ্যরাতের একটি রেলগাড়ীতে উঠতে হয়েছিল। মুখোমুখি এই সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয়টি আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি ঘটনা হয়ে রয়েছে। এখানে দুজন তুলনামূলকভাবে অখ্যাত লেখকই ১৯৫০ সালে (অরওয়েলের মৃত্যুর সমসাময়িক কালে) শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং স্বতন্ত্র কণ্ঠে পরিণত হয়েছিলেন। মিলারের বন্ধু এবং বিয়ের বরযাত্রী আলফ্রেড পার্লেস (ওরফে "জোয়") সেদিনের সেই সাক্ষাতের একমাত্র প্রথম হুবহু বিবরণটি লিখেছেন। বহু বছর পরে লেখা ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত তার একটি দীর্ঘ স্মৃতিকথা "মাই ফ্রেন্ড হেনরি মিলার" গ্রন্থের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত অন্তর্বর্তী হিসেবে লেখাটি স্থান পেয়েছিল।

অরওয়েল এবং মিলার এরমধ্যে বয়সের পার্থক্যটি লক্ষণীয় ছিল: অরওয়েলের বয়স ছিল তেত্রিশ আর মিলারের ছিল পয়তাল্লিশ বছর। যদিও প্রথমোক্ত জনকে দুজনের মধ্যে বয়স্ক, আরও "প্রাপ্তবয়স্ক" বলে মনে হয়েছিল। এছাড়া তাদের শারীরিক গঠনের বিষয়টিও ভিন্ন ছিল। অরওয়েল ছিলেন ছিপছিপে লম্বা, প্রায় কৃশকায় চেহারার এবং ইতোমধ্যেই ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত। তিনি ছিলেন একজন ইটন-শিক্ষিত ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীর আচার-ব্যবহার ও কেতাসমৃদ্ধ মানুষ। অন্যদিকে, মিলার ছিলেন একজন পেশিবহুল, উচ্ছ্বসিত, দুর্বিনীত ও কাঠখোট্টা আমেরিকান যিনি কোনোক্রমে উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছিলেন এবং কখনও কলেজে পা রাখেননি। প্যারিসের ভিলা সেউরাতে তার জীবন যাপনে আপেক্ষিক দারিদ্র্য সত্ত্বেও তিনি সুস্থ, হৃষ্টপুষ্ট এবং শক্তিশালী ছিলেন। তাদের উভয়ের লেখার ধরনও ছিল আলাদা। অরওয়েলের গদ্য ছিল পাহাড় থেকে নেমে আসা জলস্রোতের মতো তীব্র, সুনির্দিষ্ট এবং অপ্রতিরোধ্য। আর অন্যদিকে মিলারের লেখাগুলো সারা পৃষ্ঠায় ভালো লাগুক আর নাই লাগুক উচ্ছৃঙ্খলভাবে বর্ণনাত্মক, তার কথা বলার ধরণের মতোই। অর্থাৎ কিছুটা গূঢ় রহস্যময় আধিভৌতিক বিষয় নিয়ে স্বগতোক্তির পর তিক্তভাবে সভ্যতা ও বেশিরভাগ মানব উদ্যোগের নির্বুদ্ধিতার নিন্দা, পরম শান্তিবাদ, বিশ্বজনীন প্রেম, মানববিদ্বেষ এবং ধ্বংসবাদের মধ্যে দোদুল্যমান। রাজনীতি বিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে, অরওয়েল ছিলেন একজন আদর্শবাদী এবং একজন বিতর্কবাদী। তিনি ছিলেন ভাষার মাধ্যমে একটি উন্নত বিশ্ব তৈরি করার বা অন্তত ফ্যাসিবাদ ও সর্বগ্রাসীবাদকে অস্বীকার করার বিষয়ে স্বপ্নচারী। মিলার ছিলেন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, এমনকি রাজনীতি সম্পর্কেও হাস্যকর সারল্যে পূর্ণ এবং বিশ্বকে কীভাবে পরিচালনা করা উচিত সে বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দিবাস্বপ্নের মতো। একই সময়ে তিনি তার বন্ধু লরেন্স ডুরেলকে লিখেছেন, মিলার বলেছিলেন যে তিনি জার্মানির ক্রমবর্ধমান নাৎসি হুমকির "সম্পূর্ণ অভিশপ্ত সমস্যা" সমাধান করে দিতে পারেন, যদি তাকে হিটলারের একাকী সান্নিধ্যে থাকার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হয়। তিনি কেবল বুড়ো অ্যাডলফকে হাসাতে চান।

অরওয়েলের বারো বছরের জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব সম্পর্কে পয়তাল্লিশ বছর বয়সী মিলারের উপলব্ধি ছিল শিশুদের মতোআমুদে, বিস্মৃতিপ্রবণ এবং আত্মকেন্দ্রিক। চার বছর পরে প্রকাশিত "ইনসাইড দ্য হোয়েল" প্রবন্ধে অরওয়েল লিখেছেন, 'মিলার সম্পর্কে যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি কৌতূহলী করে তুলেছিল তা হলো তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে কোনোরকম আগ্রহ অনুভব করেননি। তিনি আমাকে বেশ জোরগলায় বলেছিলেন যে সেই মুহূর্তে স্পেনে যাওয়া একটি ডাহা মূর্খের কাজগণতন্ত্র রক্ষায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ইত্যাদি সম্পর্কে আমার ধারণাসমূহ তার দৃষ্টিতে একদম অনর্থক ছিল।' মিলারের বন্ধু আলফ্রেড পার্লেস, অনেক বছর পর লেখা তার বিশ্লেষণে উভয় পক্ষের প্রতি আরও উদার ছিলেন: 'তাদের ছিল পূর্ব এবং পশ্চিমের মতো পার্থক্য...মিলার ছিলেন দুর্বল এবং নৈরাজ্যকর। বিশ্ব থেকে বৃহত্তর কিছুই তিনি আশা করতেন না। অরওয়েল ছিলেন কঠোর, স্থিতিস্থাপক এবং রাজনৈতিক মানসিকতার অধিকারী। তিনি সর্বদা বিশ্বকে উন্নত ও মানবিক করার পথে সচেষ্ট ছিলেন।'

সুতরাং এক বিবেচনায় আমাদের কাছে জর্জ অরওয়েল ছিলেন নিজেকে অস্বীকারকারী কৃচ্ছ্রতাসাধনকারী ব্যক্তি যিনি কোনো সঠিক উদ্দেশ্যের তরে নিজ জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রত্যয়ী। আর অন্যদিকে হেনরি মিলার, যার (পুরোপুরি সঠিক নয়) চরিত্রটি ছিল মদ, নারী, গান এবং উত্তম ভোজনের তরে নিবেদিত একজন আনন্দবাদী দার্শনিকের মতো, তাও আবার অন্য কোনো গৌরীসেনের টাকায়। নিশ্চিত ভাবে বলা যায় তারা উভয়েই এমন দ্বান্দ্বিকতাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, শতাব্দীর অবশিষ্টাংশ জুড়ে তাদের বিষয়ে আলোচনা চলমান ছিলব্যক্তি স্বাধীনতা বনাম সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ, বিশ্বে নিযুক্তি বনাম এটি থেকে বিচ্ছিন্নতা।

অরওয়েলের আদর্শবাদ এবং "অপ্রীতিকর ঘটনাগুলির মুখোমুখি হওয়ার শক্তি" সঠিক ছিল কারণ অরওয়েল গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করতে স্পেনের পথে বা সম্ভাব্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি মিলারকে তার পরিকল্পনার কথা বলেন, তখন মুহূর্তেই মার্কিন কথাসাহিত্যিকের প্রথম প্ররোচনা ছিল অরওয়েলের যুদ্ধগমন আটকানোর চেষ্টা করা। মিলারের কাছে অরওয়েলের উদ্দেশ্য ছিল একদম অর্থহীন। অরওয়েলের প্রথম জীবনীকার বার্নার্ড ক্রিক দৃশ্যটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: 'তারা স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মিলারের কাছে এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কিছু ছিল। জনসাধারণের বাধ্যবাধকতা, দায়িত্ব এবং সভ্যতার বিষয়ে খামখেয়ালী বিশ্বাসকে প্রতিহত করা যেকোনো ক্ষেত্রে, অরওয়েলের মতো সাহসী বালক স্কাউটরা এর জন্য যা কিছু করেছিল তার চেয়ে খারাপ দিকে নিয়ে যেতে বিপজ্জনক ছিলঅরওয়েলের কাছে, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র একই রেখায় ধাবমান এবং অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি শিল্পীর স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তাদের বৈঠকের বিবরণ অনুসারে পার্লেসের ভাষ্য, অরওয়েল মিলারকে বলেছিলেন যে বার্মায় (যখন তিনি এরিক ব্লেয়ার ছিলেন) ব্রিটিশ ইম্পেরিয়াল পুলিশের সদস্য হিসাবে পাঁচ বছর অতিবাহিত করার জন্য তিনি এখনও দোষী বোধ করেন। শুনে মিলার আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, 'এত কিছু সহ্য করার পরেও অরওয়েল কি নিজেকে আরও শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

অরওয়েল, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে 'যেখানে সমগ্র জনগণের অধিকার এবং অস্তিত্ব ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, সেখানে আত্মত্যাগের চিন্তা এড়ানো যায় না। তিনি তার বিশ্বাসের কথা এতটাই আন্তরিকভাবে এবং নম্রভাবে বলেন যে মিলার এরপর আর কোনো তর্ক করা থেকে বিরত হন এবং অবিলম্বে তাকে আশীর্বাদ দান করেন। মিলার অসুস্থ অরওয়েলকে একটি কর্ডরয় জ্যাকেটও দিলেন। তিনি এটিকে "প্রজাতন্ত্রের জন্য তার অবদান" বলে অভিহিত করেন। রসিকতা করে তিনি অরওয়েলকে সতর্ক করেন যে জ্যাকেটটি "বুলেট প্রুফ নয় তবে এটি আপনাকে উষ্ণ রাখবে।" (এই কথাটি ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ অরওয়েল স্পেনে একজন স্নাইপারের বুলেটে বিদ্ধ হয়ে প্রায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন)। কয়েক বছর পরে, অরওয়েল যখন ফুসফুসের অসুস্থতার জন্য লন্ডনের একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন মিলার তাঁকে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় একটি চিঠি লেখেন : 'আপনার অসুস্থতার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখবোধ তাড়িত হয়ে এই চিঠি লিখতে বসলাম। সত্যিই কঠিন ভাগ্য নিয়ে আপনি বেঁচে আছেন বলে মনে হচ্ছে। তবুও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখতে পারলে আপনি সবকিছু এমনকি যেকোনো রোগ থেকে বেঁচে থাকবেনএমনকি প্লেগ থেকেও! এই মুহূর্তে সম্ভবত আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন বহিরাগত আদর্শের বিষয়ে ভাবনা ও দুশ্চিন্তা বন্ধ করুন। একজন মানুষের পক্ষে এতোকিছু নিয়ে ভাবা অসম্ভব। আপনি পুরো বিশ্বের দায়িত্ব কাঁধে নিতে পারবেন না...কিছুই করতে পারবেন না! শুরুর দিকে এটা খুব কঠিন মনে হলেওতারপর এটি অবিশ্বাস্য মনে হতে থাকবে। নিজের সম্পর্কে সত্য জানতে পারলে আপনি নিজের মাধ্যমেই বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে শুরু করে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি বিষয় জানতে পারবেন। এটা ভুলে যাবেন না।" সম্ভবত অরওয়েল এবং মিলার ১৯৩৬ সালের এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের চেয়েও পরস্পরের হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি ছিলেন।

স্পেনের সেকেন্ড রিপাবলিককে পরিষেবা দেওয়ার জন্য অরওয়েল ১৯৩৬ সালের বক্সিং ডে'তে বার্সেলোনায় পৌছেন। ৩০ ডিসেম্বরে তিনি ওয়ার্কার্স পার্টি অব মার্কস্টি ইউনিফিকেশন বা 'পাউম' মিলিশিয়া বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি পাউম ইউনিটে অবস্থান করেন। স্পেনে তিনি জীবনের মৌলিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণের মুখোমুখি হন। এখানেই তিনি স্বচক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা ও রক্ত-তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করেন। দু-একবার তার নিজের ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে স্নাইপারের বুলেটে তিনি গুলিবিদ্ধ হন, এর আগেও তিনি একবার তিনি রক্তাক্ত হন। শেষমেশ নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে স্পেন থেকে স্ত্রী আইলিনকে নিয়ে পালিয়ে আসেন।

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম

বরুণ দাস

সেই কতোকাল আগে উচ্চারণ সে করেছিলেন এক মানবতাবাদি। কবি: "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, কবির সেই অমোঘ উচ্চারণে আমরা কেউ-ই কর্ণপাত করার কোনও প্রয়োজন বোধই করিনি। যদি সামান্যতম প্রয়োজন বোধ করতাম তো আমাদের সমাজ আরও সুন্দর, আরও সমৃদ্ধ, আরও উন্নত, আরও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত-এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

আমরা চৈতন্যদেবের কথায়ও কোনও কর্ণপাত করিনি। তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। অবতার- জ্ঞানে পুজো করি। তাঁকে নিয়ে, তাঁর গণ- আন্দোলন নিয়ে জ্ঞানগর্ভআলোচনাও করি; কিন্তু তাঁকে আমাদের যাপনচিত্রে মান্যতা দেওয়ার কথা কখনও ভাবিনি। আমরা কাজি নজরুল ইসলামকে - নিয়ে মাতামাতি করি। ঘটা করে তাঁর জন্মদিন ও মৃত্যুদিন উদযাপন করি, গলায় মালা পরাই কিন্তু তাঁর কথায়ও আমরা আস্থা রাখিনি।

এমন উজ্জ্বল উদাহরণ হয়তো আরও অনেক আছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেক মনীষী-মহাপুরুষই যুগে যুগে মনুষ্যত্ব ও মানবতার সপক্ষে সওয়াল করে গেছেন। বিভেদ ভুলে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতির পক্ষে কথা বলে গেছেন। এঁদের নামের তালিকা বাড়িয়ে লাভনেই। প্রিয়পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে। এই নিবন্ধের লক্ষ্যও তা নয়। কাজেই যেকথা বলা প্রয়োজন তাতে মনোনিবেশ করাই বরং শ্রেয়। জাতি-ধর্ম নির্বিবেশে প্রকৃত ধার্মিকেরাও। মিলনের কথা, সম্প্রীতির কথা, ভালোবাসার কথা, মানুষে মানুষে সহমর্মিতার কথা বলে থাকেন। যাঁরা মনুষ্যত্ব ও মানবিকতাকে যাপনচিত্রের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে মনে করেন। গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাস থেকেই তাঁরা বিভেদ। বিয়েষ নয়, পারস্পারিক সম্ভাবের কথা বলেন। এমনকি, অনেক নাস্তিক ও জাতি-ধর্ম নির্বিবেশে পারস্পারিক সম্ভাবের কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথা উল্লেখ করা হয়তো তেমন অপ্রাসংগিক হবেনা। তা প্রায় বছর পঞ্চাশেক আগের কথা। আমাদের গ্রামের বাড়িতে প্রতিদিন বিকেলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আশপাশের গ্রাম থেকে অনেকেই জড়ো হতেন। এই লেখকের শিক্ষাজীবী পিতৃদেব সমাজসেবিও ছিলেন। আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফলে আইনি বিষয়ে অনেকে - প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতেন পরোপকারি পিতৃদেবের কাছ থেকে।

অনেকেই কমবেশি জানেন, গ্রাম-গঞ্জে জমিজমা সংক্রান্তবিষয়ে অনেকশরিকি বিবাদ লেগেই থাকে। গরিব গ্রামবাসীদের পক্ষে আইনজীবীর কাছে ছুটে যাওয়া সেসময়ে মোটেই সহজ ছিল না। তাছাড়া সে সময়ে গ্রামে কোনও আইনজীবীও ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন তাঁরা শহরের দিকে। ফলে আইনি বিবাদে পিতৃদেবের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়াটাই সকলে শ্রেয় মনে করতেন। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত গড়াত সে বৈঠক।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অগ্রণি মানুষের সঙ্গে এই বৈকালিক বৈঠকে পাশের গ্রাম থেকে একজন বয়স্ক হাজি সাহেবও আসতেন। তাঁর নামটা আজ আর স্মরণে নেই। তিনি কথা কম বলতেন; কিন্তু মন দিয়ে সব আলোচনা শুনতেন। তারপর বৈঠক শেষে উঠে পড়তেন। ধর্মীয় আলোচনাও যে হতো না, তা নয়। বিশেষ করে রামায়ণ-মহাভারতের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাও করতেন পিতৃদেব। গীতা-পুরান-উপনিষদ নিয়েও। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা ধর্মীয় আলোচনায় কখনও বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। এমনকি, পবিত্র কোরানের বিষয় নিয়েও আলোচনা চলতো। জাতি-ধর্ম নির্বিবেশে সহনশীলতার অনন্য নজির রেখেছিলেন গ্রামের মানুষেরা। আমরা সবাই হাজি সাহেবকে খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। সেসময়ে সুদূর মক্কা থেকে হজ করে আসা কম হ্যাপার ব্যাপার ছিল না। তাই সমাজে হাজি সাহেবদের কদর ও সম্মান দুই-ই ছিল অনেক বেশি।

আগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সামাজিক বন্ধন বেশ অটুট ছিল। সাম্প্রদায়িক ঠোকাঠুকি যে একেবারেই হতো না। তা নয়। তবে সর্বত্র তা তেমন বড়ো আকার ধারণ করেনি কখনও। আজকের মতো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিভেদ মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়নি। অনেক সময় আবার একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও বেশ ঠোকাঠুকি হতো। ওই ঠোকাঠুকি থেকে খুনোখুনি পর্যন্ত। দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিজমা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, পবিত্র কোরান তথা ইসলামধর্ম মতে, মূর্তিপুজো গুনাহ বা পাপ। অথচ গ্রামের দুর্গোৎসব কিম্বা কালীপুজোয় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই উৎসবের আনন্দে অংশ নিতেন। তাঁরা ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বা কড়া অনুশাসন নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাতেন না। তাঁদের মাথায় কেউ তা ঢোকানোর অপ-চেষ্টাও বোধহয় সেভাবে করেননি। সেকালে ধর্মের চেয়েও পারস্পারিক সম্ভাবটাই ছিল অনেক বড়ো। পবিত্র কোরানের কথা ও কাহিনি গ্রামের গরিব মুসলমানেরা লোকমুখে শুনেছেন বটে। কিন্তু অনেকেই হয়তো ওই ধর্মগ্রন্থটি জীবনে একবার চোখেও দেখেননি। সারাগ্রাম খুঁজেও একখন্ড কোরান মিলতো কিনা সন্দেহ। একমাত্র আলেম-মৌলভি ছাড়া গ্রামে আরবি বা উর্দু জানা লোক কোথায়? মৌলভিরা যা বোঝাতেন, তাই সরল মনের মুসলমান মানুষেরা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন। এভাবেই অনেক প্রক্ষিপ্তকথা ঢুকে পড়তো। প্রায় সব গ্রাম-গঞ্জেই একে অপরের বিপদে-আপদে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তেন। জাতপাত বিচার করতেন না। সামাজিকপরিবেশটাই ছিল তখন বেশ অন্যরকম। কবির কথায়, "আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদ করে তারা। কিন্তু ভ্রষ্ট রাজনীতির উত্থান সবকিছুকে বদলে দিয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ-বিদ্বেষ এনে দিয়েছে। বিশেষ করে ভোটের কুটিল ও নোংরা রাজনীতির বিষফল এই অনাকাঙ্ক্ষিত বিভেদ-বিদ্বেষ।

বলতে কোনও দ্বিধা নেই, আমরা যতোই দুর্গোৎসবকে "বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব" বলে প্রমাণ করার ঔঅপ চেষ্টা করি না কেন, এপাড় ওপাড় দুই বাংলা মিলিয়ে বাঙালিদের একটা মোটা অংশই তো সম্প্রদায়গত ভাবে মুসলমান। সুতরাং দুর্গোৎসবকে কখনই বাঙালির উৎসব বলাটা বোধহয় ঠিক নয়। ভাবলে অবাক লাগে, আজও অনেক শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি বাংলা ভাষাভাষি মুসলমানদের বাঙালি মনে করেন না। তাদের কাছে, মুসলমান মানেই অবাড়ালি। সমস্ত বাংলা ভাষাভাষি মানুষই যে বাঙালি- তা এদের শিক্ষিত-মস্তিষ্কে ঢোকেনা। অথচ এরাই আবার অনেক বড়ো বড়ো বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেন। বিশ্বের তাবড় তাবড় বিষয় জানেন। না জানলেও জানার ভান করেন। জানেন না শুধু নিজেদের ভিতরের সহজ-সরল কথাটি। এই উদাসীনতা, এই নির্লিপ্ততা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু মেনে নিতে হয়। নেকে ভুল যেমন মাদ্রাসা সম্বন্ধেও অনেকে ভুল জানেন। মাদ্রাসার সঙ্গে প্রাচীন টোলের মিল খুঁজে বেড়ান। মাদ্রাসা শব্দটির অর্থ যে স্কুল বা বিদ্যায়তন- তাও অনেকে জানেন না। ৩ভাগে বিভক্ত মাদ্রাসার একটা ভাগ যে রাজ্যের স্কুলশিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত এবং সেখানে বোর্ড অনুমোদিত পাঠ্যসূচি অনুসরণ করেই পড়ানো হয়- তাও জানেন না। না জেনে, না বুঝেই অনেকে নানা বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেন। যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। ওইসব মাদ্রাসায় যে অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরাও পড়াশোনা করে এবং সেখানে শিক্ষাদানের সঙ্গেও যে অনেক অ-আসলে জানার চেষ্টাও করেন না। মুসলমান শিক্ষক- শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন তাও বোধহয় অনেকের অজানা। আমরা একটা নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সত্যিকথা বলতে কি, জানার চেষ্টাটাই বোধহয় আমাদের হারিয়ে গেছে। নিজেদেরকে বন্দি করে রেখেছি। যেখান থেকে বেরনোর মাধ্য থাকলেও সাধ নেই। আমাদের ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিবেশিদের উৎসব-অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও আমরা প্রার কিছুই জানিনা, জানার চেষ্টাও করি না। কারণ জানার আগ্রহই তো নেই। ঈদের যে রকমভেদ ঔঈদ-উদ-জোহা ও ঈদ-উল-ফিতর) আছে তা জানিনা। ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম কিম্বা মহরম সম্বন্ধেও কোনও ধারণা নেই। মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যান্য পার্বণ সম্বন্ধেও একেবারেই আজ। এই অজ্ঞতাই আমাদেরকে পরস্পর পরস্পরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, একে অপরের থেকে দূরে থাকার দরুন নানাবিধ বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবোঝি তৈরি হয় পরস্পরের মধ্যে। এই বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবোঝি থেকে ক্রমশঃ বিভেদ-বিদ্বেষ জন্ম নেয়। অনেকে অবশ্য এও বলেন, যে, উনিশ শতকের রেনেসাঁস থেকে বাঙালি মুসলমানেরা নিরাপদ দূরত্বে ছিলেন, তার কোনও সুফল গ্রহণ করতে পারেননি। একথার যথার্থতা হয়তো কোনওভাবে অস্বীকার করাও যায় না। কিন্তু যারা ওই নবজাগরণের সুফল গ্রহণ করেছেন, চেটেপুটে খেয়েছেন, তারাও ঔবাঙালি হিন্দুসমাজঞ্চ কেন আজও উদ্যর মনের অধিকারি হতে পারেননি। এমন সঙ্গত প্রশ্নও তো করা যেতে পারে। আসলে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষই নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারেননি। "ধর্মীয় অনুশাসন" কে ধ্রুবসত্য মেনে চলতে অভ্যস্থ মানুষ তার প্রিয় প্রতিবেশীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। একে অস্বীকার করি কিভাবে? দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেও আমাদের মধ্যে কোনও রকম আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে দেয়নি। সবটাই যেন প্রক্ষিপ্ত মনে। হয়। আমাদের মুখের ভাষা এক। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রায় এক। বেশভূষা আর খাওয়া-দাওয়াও প্রায় এক। অথচ একে অপরকে জানা-বোঝার চেষ্টা করি না। "ওরা তো অন্য সম্প্রদায়ের ওদের নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কি আছে? এমন একটা উদাসীনতা কাজ করে আমাদের মধ্যে। এই উদাসীনতা, এই নির্লিপ্ততার মূলে বোধহয় পরিচয়হীনতা। একে অপরকে না জানলে দূরত্ব ঘুচবে কিভাবে? এভাবেই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে উঠেছে। সেই প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা দু-চারজন শিল্পী- সাহিত্যিক- বুদ্ধিজীবী- মনীষী করলেও তাতে এযাবৎ কাজের কাজ কিছু হয়নি। সমাজের ব্যাপক মানুষের কাছে সেই প্রয়োজনীয় বাতাটুকু ঠিকভাবে পৌঁছয়নি। ফলে আমাদের ভিতরকার অন্ধকার ঘোচেনি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

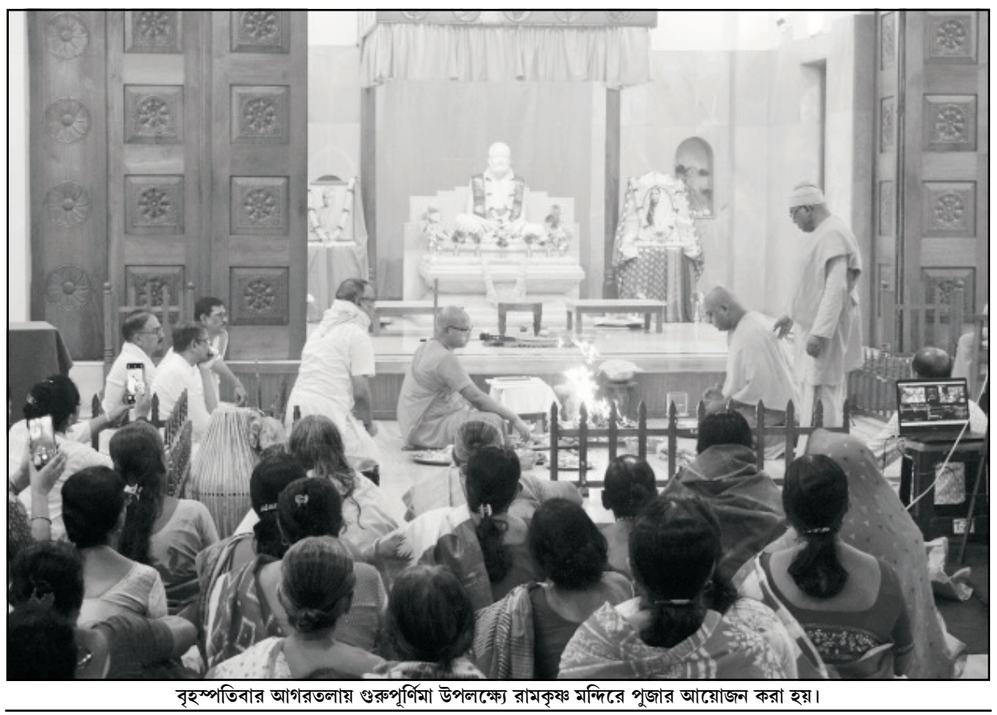

বৃহস্পতিবার আগরতলায় গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মন্দিরে পুজার আয়োজন করা হয়।

গুরু পূর্ণিমা: মানবতাকে আলোকিত করার আলো

অর্জুন রাম মেঘওয়াল
কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
এবং সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী,
ভারত সরকার

মূল্যবোধ, জ্ঞান এবং কালজয়ী শিক্ষায় সমৃদ্ধ হল ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এর বৈচিত্র্যময় এবং বিশ্বজনীন মাত্রা সম্মিলিত চেতনা উদযাপনে কোন কসরত রাখে না, যা এর বহু উৎসবের মাধ্যমে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এই উৎসবগুলি নিছক কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নয় - এগুলি প্রকৃতির ছন্দের সাথে আমাদের সংযোগের একটি প্রাণবন্ত প্রতিফলন, যা বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সমর্থিত। গুরু পূর্ণিমা এমন একটি বিশেষ উপলক্ষকেও চিহ্নিত করে যা আমাদের থেমে যাওয়ার, প্রতিফলিত হওয়ার, কী ঘটেছে তা অন্তর্নিহিত করার মুহূর্তকে তুলে ধরে। এটি আমাদের জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করে যে কী পরিবর্তন হয়েছে? আমরা কী এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি, এবং কী পিছনে ফেলে এসেছি? ব্যক্তিগত ক্ষমতা এবং সম্মিলিত ক্ষমতায় আমরা কতদূর ভ্রমণ করেছি? এই সমস্ত পশ্চাদপদ এবং অগ্রসর চিন্তাভাবনার মধ্যে, যাত্রায় কে সবচেয়ে গভীর ভূমিকা পালন করেছিল? জীবনের নড়বড়ে, কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল এবং অস্থির পথে কে আমাদের আঙুল ধরেছিল? এই মুহূর্তগুলিতেই গুরু বা পথপ্রদর্শক শক্তির ভূমিকা - তা সে ব্যক্তি, নীতি, অথবা অভ্যন্তরীণ কম্পাসই হোক না কেন - আমাদের যাত্রায় সবচেয়ে গভীর উপস্থিতি হিসেবে আবির্ভূত হয়। সময়-পরীক্ষিত মৌলিক বিষয়গুলি কী কী, যা আমাদেরকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভ্রমণকারী হয়ে উঠতে লালন-পালন করছে। আমাদের অস্তিত্বের সমস্ত বৈচিত্র্যময় মাত্রার মধ্যে, প্রায়শই অদৃশ্য বা দৃশ্যমান, বাস্তব বা অস্পষ্ট শক্তি - তা সে একজন পরামর্শদাতার হাত, একজন ঐশ্বরিক চিন্তা, একজন মায়ের যত্ন, একজন শিক্ষকের কথা, অথবা একজন বন্ধুর বিশ্বাস - আমাদের পথপ্রদর্শক আলো হয়ে ওঠে। অতএব, গুরু পূর্ণিমা হল প্রতিটি উপাদানকে সম্মান করার একটি পবিত্র সুযোগ, যা আমাদের পথ দেখায়, আমাদের গঠন করে এবং বিকাশের পথে আমাদের সাথে নিয়ে চলে।

গুরু পূর্ণিমা ব্যক্তিজীবন এবং সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুদের ভূমিকা স্বীকার করার এক চিরন্তন ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করে। আষাঢ় মাসের এই পূর্ণিমার গভীর আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক এবং ঋতুগত তাৎপর্য রয়েছে, কারণ এটি সেই দিনটিকে চিহ্নিত করে যখন ভগবান শিব (আদিগুরু) সপ্তঋষিদের যোগের জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। এটি মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মবার্ষিকীকেও স্মরণ করে। এছাড়াও, এটি চতুর্মাসের সূচনা করে, বর্ষাকালে চার মাসের পবিত্র সময় যখন সাধু এবং সন্ন্যাসীরা এক জায়গায় থাকেন এবং তাদের শিষ্যদের শিক্ষা দেন। এই আষাঢ় পূর্ণিমার শক্তি অভ্যন্তরীণ রূপান্তরকে সমর্থন করে বলে বিশ্বাস করা হয়। এটি আমাদের মধ্যে মঙ্গলের আলো প্রজ্বলিতকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার একটি উৎসব। গুরু হাত ধরে, লালন-পালন করেন এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হন এবং আমাদের ক্ষমতায়নের জন্য শক্তি অর্জন করতে সক্ষম করেন।

সংস্কৃত ভাষায় 'গুরু' শব্দটি ''গু'' (অন্ধকার) এবং ''রু'' (অন্ধকার দূরীকরণ) এর সংমিশ্রণ, যার অর্থ যিনি অন্ধকার দূর করেন। প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যে, গুরু-শিষ্য পরম্পরা (শিক্ষক-শিষ্য বংশ) ছিল শিক্ষার ভিত্তি। চিন্তাশীলতার পরিপূরক ছিল এবং নীতিশাস্ত্র দ্বারা নীতিগত দ্বিধা সমাধান করা হয়েছিল। এটি কর্মের মাধ্যমে মূল্যবোধ বোঝানোর ক্রমাগত প্রক্রিয়া, যা চরিত্র গঠনের দিকে পরিচালিত করে। গুরুর তাৎপর্য এবং মাহাত্ম্য কেবল শব্দ দিয়ে ধরা যায় না। একজন গুরু কেবল একজন শিক্ষক নন; তাদের উপস্থিতি একটি জীবন্ত শক্তি, একটি অনুভূতি, শক্তি, দিকনির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণার একটি ধ্রুবক উৎস। পূর্ণিমা যেমন সম্পূর্ণতা, পবিত্রতা এবং আলোকসজ্জার প্রতীক, তেমনি গুরুও একই মাহাত্ম্য প্রতিফলিত করেন - তিনি জ্ঞানে সম্পূর্ণ, উদ্দেশ্যের মধ্যে বিশুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণ আলোর উৎস।

বিখ্যাত সাধক কবির সুন্দরভাবে গুরুকে (শিক্ষক) কুমহার (কুমার) এবং শিষ্যকে (শিষ্য) একটি বেকড মাটির পাত্রের সাথে তুলনা করেছেন।

'গুরু কুমার শিষ কুম্ভাই,
গৌড়হিগড়হিকাদেখোট,
অন্তরহাৎসাহার দে, বাহর্মেরছোট।'

ঠিক যেমন একজন কুম্ভকার এক হাত দিয়ে পাত্রের ভেতরে আলতো করে ধরে রাখেন, আর অন্য হাত দিয়ে বাইরে থেকে পাত্রকে শক্ত করে আকৃতি দেন। ঠিক তেমনি, একজন প্রকৃত গুরু কঠোরতা, চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরে থেকে শিষ্যকে শাসন করেন, সংশোধন করেন এবং পরিমার্জন করেন। একই সাথে, গুরু প্রেম, করুণা এবং বোধগম্যতার মাধ্যমে শিষ্যকে অভ্যন্তরীণভাবে সমর্থন করেন এবং শক্তিশালী করেন।

গুরু হলেন লুকানো এবং অপ্রকাশিত সম্পদের এক আধারতাঁদের আশীর্বাদ নীরব অথচ গভীরভাবে রূপান্তরকারী, মঙ্গল ও সত্যের মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করে। রামায়ণে বিশ্বামিত্র এবং ভগবান রাম, গুরু রবিদাস ও মীরা বাই, রামানন্দ ও কবীর, গুরু নানক দেব জি এবং ভক্তি আন্দোলনের সময় পরবর্তী শিখ গুরুদের মধ্যে যে বন্ধন ছিল তা ভারতীয় সভ্যতায় আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক বিনিময়ের স্থায়ী উত্তরাধিকারের উদাহরণ। এই পবিত্র সম্পর্কগুলি সমাজকে একটি নৈতিক কাঠামো প্রদান করে এবং এর অভ্যন্তরীণ বিবর্তনকে লালন করে। আধুনিক যুগে, সমর্থ গুরু রামদাস এবং ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ, স্বামী বীরজানন্দ সরস্বতী এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বামী বিবেকানন্দকে একজন আধ্যাত্মিক ক্ষমতাধারীতে রূপান্তরিত করেছিলেন যিনি পরবর্তীতে ভারতীয় দর্শনকে পশ্চিমে নিয়ে গিয়েছিলেন। একইভাবে, মহাবতারবাবাজি, লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীযুক্তেশ্বর এবং পরমহংস যোগানন্দের ঐশ্বরিক বংশধারা বিশ্বব্যাপী সাধকদের পথপ্রদর্শন এবং অনুপ্রাণিত করে চলেছে। তাদের শিক্ষা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শক্তিশালী করেছে এবং বিদেশে দেবত্বকে জাগ্রত করেছে। বিশ্বজুড়ে, ভক্তি, আত্মসমর্পণ বা ঐশ্বরিকের সাথে ব্যক্তিগত বন্ধন প্রকাশ করা একটি সাধারণ ঐতিহ্য। পশ্চিমা প্রার্থনা শৈলীতে, 'ওহ মাই গুরু' বাক্যাংশটি গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগের প্রতীক হিসাবে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

জৈবিকভাবে, পিতামাতার দাম্পত্য সাহচর্য থেকে জন্মের পরপরই মানবদেহের বিকাশ ঘটে। প্রথম গুরু হিসেবে মাতা শিশুকে এই নতুন জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং জীবনের প্রথম ধাপগুলি পরিচালনা করেন। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় - কান, ত্বক, চোখ, জিহ্বা, নাক - বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয় ইনপুট গ্রহণ করে, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় - হাত, পা, বাক, মলদ্বার, যৌনাঙ্গ - শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং চারটি অভ্যন্তরীণ যন্ত্র - মানুষ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এ চিত্ত - চিন্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিচয় এবং স্মৃতে নিয়ন্ত্রণ করেন। মূলত, জ্ঞানেন্দ্রিয়রা ইন্দ্রিয় ইনপুট গ্রহণ করে, মানুষ তা প্রক্রিয়াজাত করে, বুদ্ধি সিদ্ধান্ত নেয়, অহঙ্কার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্তিগতকৃত করে, কর্মেন্দ্রিয়রা কর্ম সম্পাদন করে এবং চিত্ত তা স্মৃতি হিসেবে লিপিবদ্ধ করে। গুরু সাধককে জ্ঞান প্রদান করেন, অন্যদিকে সদগুরু জ্ঞান লালন করেন। তাদের নির্দেশনা অন্তরের অদৃশ্য জটিলতার মধ্যেও সদ্গুণ জাগিয়ে তোলে।

পাকা ফল, যা একজন ব্যক্তির মতো, গুরুর জ্ঞান, পরিবারের সমর্থন এবং সমাজের মূল্যবোধ দ্বারা সিক্ত, তার মতোই শক্তিশালী শিকড়ের মতো। ব্যক্তিদের গৃহীত পদক্ষেপগুলি এই অন্তর্নিহিত ঘটনারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। পূর্ণিমার বিশেষ উপলক্ষ্য এই সমস্ত মাত্রাগুলির আত্মসমালোচনার আরেকটি মুহূর্ত। এটি একটি স্বর্গীয় ঘটনার চেয়েও অনেক বেশি - এটি একটি আধ্যাত্মিক আয়না, একটি সাংস্কৃতিক উদযাপন, একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা এবং পুনর্নবীকরণ, প্রতিফলন এবং কৃতজ্ঞতার জন্য একটি গভীর প্রতীকী মুহূর্ত। এর তাৎপর্য ধর্ম, শাখা এবং শতাব্দী জুড়ে বিস্তৃত - যা আমাদের প্রকৃতির ছন্দ এবং আমাদের ভিতরের চক্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। পূর্ণিমা পূর্ণতা এবং জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে - এমন একটি সময় যখন অভ্যন্তরীণ সত্ত্বা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়, অনেকটা চাঁদের মতো যা সূর্যের আলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করে। যোগী এবং সাধুরা প্রায়শই পূর্ণিমাকে গভীর ধ্যান, জপ, উপবাস এবং ঐশ্বরিক শক্তির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি আদর্শ সময় বলে মনে করেন।

গুরু পূর্ণিমা হলো শিক্ষা, প্রজ্ঞা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি উদযাপন। তথ্য, বিভ্রান্তি, তুলনা, প্রতিযোগিতায় ভরা এই যুগে - তা সে আধ্যাত্মিক গুরু হোক বা কোচ, শিক্ষক, অভিভাবক, এমনকি একজন ডিজিটাল পরামর্শদাতা - একজন প্রকৃত শিক্ষকের পথপ্রদর্শক উপস্থিতি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের বাইরেও চলে যায়। একবিংশ শতাব্দীর অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র, যেখানে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান মাত্রায়, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা, মাদক পাচার, সাইবার যুদ্ধ, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা যুবসমাজকে তাড়া করছে, সেখানে গুরু পূর্ণিমার সারমর্ম সমগ্র বিশ্বের জন্য গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। নীতিগত দ্বিধা, ভুল এবং সঠিক কর্মের পার্থক্য করতে অক্ষমতা উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ এবং সাম্প্রতিক শিরোনামের মাধ্যমে এটি সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছে। গুরুর কেবল ছায়াই একজনকে অন্যায়ের পথ থেকে বিরত রাখার যথেষ্ট সম্ভাবনা রাখে। ডিজিটাল যুগে প্রবেশের সাথে সাথে, গুরু পূর্ণিমার চিরন্তন বার্তা আমাদের জ্ঞান অন্বেষণ করতে, অভ্যন্তরীণ নির্দেশনা পুনরাবিষ্কার করতে, আমাদের পরামর্শদাতাদের সম্মান করতে এবং অন্যদের জন্য আলোর উৎস হতে উৎসাহিত করে। এটি মূল্যবোধ-চালিত মানবতা গড়ে তোলার জন্য কেবল একটি অর্থবহ পদক্ষেপ হবে।

মাছচাষে 'নীল বিপ্লব'-এর যোদ্ধাদের সম্মান জানাতে জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন হবে ভুবনেশ্বরে

ভুবনেশ্বর, ১০ জুলাই : মৎস্যখাতে অসামান্য অবদান রাখা দেশজুড়ে লাখো মৎস্যচাষিদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ১০ জুলাই ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হবে জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস ২০২৫। এই উপলক্ষে এক বৃহৎ আয়োজনের আয়োজন করা হয়েছে আইসিএআর—সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফ্রেশওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার, ভুবনেশ্বর—এ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও ডেইরি দফতরের মন্ত্রী ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকের মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিংহ, এছাড়াও থাকবেন প্রো. এস.পি. সিং বাঘেল, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং জর্জ কুরিয়েন, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। উপস্থিত থাকবেন ওড়িশার মৎস্য মন্ত্রী গোকুলানন্দ মালিক।

এই দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্য হল ১৯৫৭ সালের ১০ জুলাই তারিখে ভারতীয় প্রধান কার্প প্রজাতির হাইপোফাইজেশন প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন ঘটানোর কৃতিত্বপ্রাপ্ত প্রফেসর ডঃ হীরালাল চৌধুরী এবং ডঃ কে. এইচ. আলিকুনহি-র ঐতিহাসিক সাফল্যকে স্মরণ করা। সেই সময়কার সেই বৈজ্ঞানিক মাইলফলক আজকের ভারতের অন্তঃস্থ জলজ চাষ তথা ইনল্যান্ড অ্যাকোয়াকালচারে বিপ্লব এনেছে। জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস শুধুমাত্র বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কৃতিত্বকেই নয়, বরং দেশের কোটি কোটি মাছচাষি, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাদের অশেষ পরিশ্রম এবং উৎসর্গকেও স্বীকৃতি দেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। মৎস্য খাত এখন শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, বরং গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও রপ্তানিতে ভারতের এক বড় শক্তি।২০১৫ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৮,৫৭২ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছে মৎস্য খাতে, যার ফলস্বরূপ ভারতীয় মৎস্য উৎপাদন ২০১৩-১৪ সালের ৯৫.৭৯ লক্ষ টন থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ১৯৫ লক্ষ টনে পৌঁছেছে, যা ১০৪ বৃদ্ধি।বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইনল্যান্ড ফিশারিজ ও অ্যাকোয়াকালচারে ১৪০ বৃদ্ধি ঘটেছে। এই উন্নয়ন প্রমাণ করে দেশের জলসম্পদের দক্ষ ব্যবহার ও সরকারের কৌশলগত পদক্ষেপ কতটা কারাকর। শুধু তাই নয়, ভারতের সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানি ৬০,৫০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে, এবং চিংড়ি উৎপাদনে ২৭০ বৃদ্ধি পেয়েছে গত দশকে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে এবং দেশের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ঘটেছে।

ভারতের বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে উত্থান হতে হবে বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের সঙ্গেও: উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই: ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর আজ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেম-এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, "ভারতকে একটি বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বেরও উত্থান ঘটাতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরূপ একটি উত্থান যদি এই সঙ্গে না থাকে, তবে তা টেকসই হবে না এবং তা আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও হবে না। একটি জাতির শক্তি তার চিন্তার মৌলিকতায়, তার মূল্যবোধের চিরন্তনত্বে এবং তার বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের স্থিতিস্থাপকতায় নিহিত। এই ধরনের নরম শক্তি বিশ্বে দীর্ঘকালীন প্রভাব রাখে।"

ভারতের পরিচয় এবং তার বৈশ্বিক অবস্থান সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি তুলে ধরে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, "ভারত কেবল একটি রাজনৈতিক গঠন নয়, এটি একটি সভ্যতার ধারাবাহিকতাএকটি সচেতনতার, অনুসন্ধানের এবং শিখনের অবিরাম প্রবাহ, যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেম কোনো আধুনিক রাজনৈতিক ধারণা নয়, বরং একটি প্রাচীন ও গভীর ঐতিহ্য।"

শ্রী ধনখর ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেমের প্রতি ঐতিহাসিক অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার ব্যাপারে আলোচনা করে বলেন, "দেশী জ্ঞান সিস্টেমকে প্রাচীন অতীতের অবশেষ হিসেবে ত্যাগ করা হয়েছিল, এটি কোনো ভুল ব্যাখ্যা ছিল না, বরং একটি পরিকল্পিত অপব্যাখ্যা ছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের ঐতিহ্য এবং শিক্ষা সংস্কৃতিকে মুছে ফেলা এবং ধ্বংস করা। এমনকি স্বাধীনতার পরেও এই ভুল ধারণা এবং বাছাই করা স্মৃতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "পাশ্চাত্য চিন্তাধারাগুলোকে সর্বজনীন সত্য হিসেবে প্রচার করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল মিথ্যা এবং অবাস্তবকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা। ভারতীয় চিন্তার মৌলিক বিষয়গুলো, আমাদের ঐতিহ্য, ধর্ম এবং দর্শনকে অবজ্ঞা করা হয়েছিল। এই সংকট আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে এক গভীর বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।"

ভারতের জ্ঞান সিস্টেমের অবক্ষয়ের পেছনে যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কাজ করেছে, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে শ্রী ধনখর বলেন, ''ইসলামিক আক্রমণের সময় ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেমের প্রথম বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। সেসময়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ছিল অবজ্ঞা এবং ধ্বংস। এর পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য বদলে গিয়েছিল, এবং শাসকদের প্রয়োজন মেটাতে পাটিগণিত বা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য 'কলার্ক' ও 'ইয়োমেন' তৈরির দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়। ভারতীয় চিন্তা এবং দর্শনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। ''

তিনি আরও বলেন, "আমরা চিন্তা করা, গবেষণা করা, লেখা এবং দর্শনশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করা ছেড়ে দিয়ে মুখস্থ করা এবং পুনরাবৃত্তি করা শুরু করেছিলাম। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রেডগুলো বিশ্লেষণ এবং সৃজনশীল চিন্তা প্রতিস্থাপন করেছিল। এটি একটি গভীর শিক্ষাগত সংকট সৃষ্টি করেছিল।" ভারতীয় বিদ্যা পরম্পরা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার অগ্রগতি শুরু হওয়ার অনেক আগে, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইতোমধ্যেই বিশাল বুদ্ধির কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমাশিলা, বল্লভী, এবং উদন্তপুরী এইসব ছিল জ্ঞানের বিশ্বমানক কেন্দ্র, যেখানে পৃথিবীজুড়ে শিক্ষার্থীরা আসত। সেখানে প্রতিটি জ্ঞানের শাখা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞাপন, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ধর্ম সম্পর্কে গভীর আলোচনা হতো। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছিল জ্ঞানের বিশাল সমুদ্রে পরিণত।"

তিনি বলেন, ''ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল বৈশ্বিক শিক্ষা কেন্দ্র, যেখানে কোরিয়া, চীন, তিব্বত, এবং পার্সিয়াসহ অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা আসতেন। এসব বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এমন স্থান যেখানে বিশ্বের বুদ্ধি ভারতীয় চিন্তার সাথে মিলিত হয়ে অমূল্য জ্ঞান সৃষ্টি করেছিল।"

ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেমের পূর্ণ বিকাশের জন্য কিছু মৌলিক পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, "একটি প্রকৃত ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেমের গবেষণা পরিবেশ তৈরি করতে হলে, লিখিত গ্রন্থ এবং জীবিত অভিজ্ঞতার সম্মান এবং গ্রহণ করা উচিত। গবেষকদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামগুলি তৈরি করা উচিত যাতে তারা ভারতের জ্ঞান পরম্পরার সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং এটি করার জন্য তাদের এমন গবেষণা কৌশলগুলির দক্ষতা থাকতে হবে যা দর্শন, কম্পিউটেশনাল বিশ্লেষণ, ইথনোগ্রাফি এবং তুলনামূলক গবেষণা একত্রিত করে।"

উপ-রাষ্ট্রপতি ধনখর বলেন, "ভারতীয় গ্রন্থাগারগুলির ডিজিটাল রূপান্তরের কাজ অত্যন্ত জরুরি। এটি সঙ্কৃত, তামিল, পালি, প্রাকৃত এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় ভাষায় সংরক্ষিত হতে হবে। পাশাপাশি, এই সংরক্ষণকৃত জ্ঞান বিশ্বব্যাপী গবেষকদের জন্য সহজলভ্য হওয়া উচিত।"এছাড়াও তিনি এই মুহূর্তে আধ্যাত্মিকতা এবং উদ্ভাবনের সম্পর্কের মধ্যে মেলবন্ধন তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "প্রাচীন জ্ঞান উদ্ভাবনকে বাধা দেয় না, বরং এটি উদ্ভাবনকে অনুপ্রাণিত করে। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংযোগ খুঁজে বের করা প্রয়োজন। পৃথিবীর মহাজাগতিক সম্পর্ক, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং জনস্বাস্থ্য নীতির মতো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে ভারতীয় জ্ঞান সিস্টেমের প্রাসঙ্গিকতা অব্যাহত রয়েছে।"

এদিনের সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সার্বানন্দ সোনোয়াল, জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সান্তীশ্রী ধুলিপুড়ি পন্ডিত, আইকেএসএইচএ এর পরিচালক অধ্যাপক এম.এস. চৈত্র, প্রজ্ঞা প্রবাহ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO:- 54/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 04/07/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original equipment Manufacturer (OEM) of Otis elevator make lift/ Original Equipment Manufacturer (OEM) authorised service provider or the firm having licence/authorization issued by Government for maintenance of lifts or any reputed firm having specified experience in maintenance of lift for following work:

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	BID FEES	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	Repairing testing & trail run of 01(one) no 10 Passenger (680Kg)capacity Otis make G+3 level passenger Machine Room lift at Bir Bikram Memorial College, Agartala , West Tripura DNIeT No: 38 /EE/DNIeT/MECH-DIVN/AGT/2025-26.	Rs 16,36,542.00	Rs 32,731.00	Rs 1,000.00	90(Ninety) days	Up to 15.00 Hrs on 18/07/2025.	At 15.30 Hrs on 18/07/2025.

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-1376/25

Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala

Short Notice Inviting Quotation

Sealed quotations are hereby invited for Supplying of Uninterrupted Power Supply (UPS) (Ref. NIQ No.F.4(89)/DSTE/DBT/L-1/828; Dated: 09/07/2025). For detail of the quotation please visit the website of Directorate of Biotechnology, Tripura. (dbt.tripura.gov.in)
ICA/C-1379/25

(A.Sengupta)
Joint Director & HOO
Directorate of Biotechnology
Govt. of Tripura

ADMISSION NOTIFICATION FOR DIPLOMA ENGINEERING PROGRAMME THROUGH LATERAL ENTRY TO 3rd SEMESTER FOR ITI PASS OUT STUDENTS

In suppression of earlier order No. F.2(4)-GDP/UDP/Estt/Admission/2024/7553 dated- 05.07.2025, issued from this establishment regarding Lateral Entry and as per instruction given by the Central Selection Committee-2025, all eligible candidates who received "Seat Allotment Letter" for Lateral Entry to 3rd semester through Counseling from DEEET-2025 by CSC-2025 are hereby informed to download the Diploma Admission Form, Fee Challan along with the list of required documents & detailed notification etc. from the Institute website https://www.gdp.ac.in. Candidates may download the admission form, fill up the same properly and bring the same along with necessary enclosures during the admission day.

Candidates are advised to report to the Admission Cell at the Institute on any working day between 14.07.2025, 15.07.2025 & 16.07.2025 from 11:00 AM to 3:00 PM positively for taking admission. Candidates must report with all Original Documents and Certificates for Verification during Admission.

List of Documents to be enclosed with the Admission form:

1) Seat Allotment letter from Central Selection Committee-2025/DEEET-2025.
2) Self-attested photocopy of admit card of Madhyamik or Equivalent Examination issued by the Board as proof of age.
3) Self-attested photocopy of mark sheet of Madhyamik or Equivalent Examination.
4) Self-attested photocopy of PRTC from Competent Authority.
5) Self-attested photocopy of SC/ST/PH/OBC certificate (if applicable) from appropriate authority.
6) Original Migration Certificate for the candidates outside TBSE..
7) Original Character-cum-School leaving certificate from the Head Master of the School where last studied.
8) 3 nos. recent stamp size photograph (1 no. to be affixed with the application form).
9) Medical fitness certificate (available with the Admission form) to be duly filled in by authorized Government Medical Officer.
10) Admission Fee is to be paid through challan (available at the Institute website with admission form) at the account of Gomati District Polytechnic at Tripura Gramin Bank. Institute part of the Challan has to be submitted at the Institute after fee deposition during admission.
11) Self-attested photocopy of Aadhaar Card.

ICA D 564/25

(DINESH KUMAR JAMATIA)
Principal-in-charge & H.O Gomati District
Polytechnic Fulkumari,
Udaipur, Gomati Tripura

বৃহস্পতিবার আগরতলায় কর্পোরেটদের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নটে শাকের নয়টি গুণ

শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর এবং উপযোগী সব তত্ত্ব পাওয়ার জন্যে এবং ভিটামিন সি এর জন্যে সবুজ শাক খাওয়া খুবই জরুরি। প্রায় সব শাকেই অ্যালকলি ক্ষারজ বা ক্ষার পদার্থ বেশি। সবুজ শাকের মধ্যে নটে শাকের আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ শাক এবং দামেও সস্তা।

বাজারে সাধারণত দু ধরনের নটে শাক পাওয়া যায়। সবুজ নটে ও লাল নটে। আর এক রকমের নটে শাক হল কাঁটা নটে। নটে শাকের শিকড় ও পাতা নানা রোগে ওষুধ হিসেবেও খাওয়া হয়।

সবুজ নটে শাকের চেয়ে লাল নটে শাকই বেশি উপকারী নটে শাক হিন্দিতে যার নাম চৌলাই গরমকালে আর বর্ষাকালেই অধিক জন্মায়। গরমকালে আর বর্ষাকালের বদহজম বা হজমের গোলমাল থেকে নটে শাক শরীরকে মুক্ত রাখে।

এই দুই কেতুতেই এই শাকের ফলন ও হয় খুব এবং বাঙালি বাড়িতে ওই শাকের ভাজা ও চচ্চড়ি খাওয়াও হয় খুব। এই শাক সহজে হজম হয় অর্থাৎ লঘু পাক ও হালকা আহার। নটে শাক ভাজায় আছে অনেক গুণ।

কাজেই গরমকালে ও বর্ষাকালে নটে শাক ভাজা তো শরীরের পক্ষে ভালো কাজ করে। নটে শাকের কচি পাতা খেলে (ভাজা বা চচ্চড়ি হিসেবে কিংবা সেদ্ধ করে অল্প তেল লবন দিয়ে মেখে ভাতে হিসেবে, বড়ি বেগুন মুল্লো দিয়ে ঘন্ট রান্না করে) মল পরিষ্কার হয়, গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখে, রক্তের দোষ দূর করে অর্থাৎ রক্ত পরিষ্কার করে এবং পথ্য হিসেবে উপকারী।

আর একটি নতুন পদ্ধতিতে নটে শাক খেয়ে দেখতে পারেন। নটে শাক অল্প তেলে নেড়েচেড়ে নিয়ে, পানি ও পরিমাণ মতো লবন মিশিয়ে সেদ্ধ করে নিন। নামাবার আগে কাঁচা আমের কুচি বা একটু ঘোল মিশিয়ে দিন। খেতে ভালই লাগবে শরীরের পক্ষেও ভাল।

সুস্থ থাকতে নটে শাক:

১. রক্তের দোষ দূর করতে:- যদি শরীর গরম হওয়ার দরুণ বা যে কোনো কারণে রক্তের দোষ ঘটে এবং সেই কারণে চুলকুনি হয় তাহলে নিয়মিত নটে শাক ভাজা খেলে উপকার পাওয়া যায়। কুষ্ঠ রোগ, শরীর জ্বালা, লিভার ও পিত্তের অসুখেও নটে শক উপকার দেয়।

২. গ্রীষ্মকালীন রোগ সারাতে: গরমকালের নিয়মিত নটে শাক ভাজা খেলে অনেক রোগ সারে যায়। এছাড়া যাঁরা অসুস্থ তাঁদেরও নটে শাক খাওয়ানো যেতে পারে কারণ নটে শাক খেলে কোনো অপকার হবে না। যদি সম্ভব হয় গরমকালে ও বর্ষাকালে অর্থাৎ নটে শাক যখন বাজারে প্রচুর পাওয়া যায় ও দামে সস্তা প্রতিদিন নিয়ম করে ভাতের সঙ্গে নটে শাক ভাজা, চচ্চড়ি, ভাতে বা ঘন্ট খান অনেক রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। এই সব গুণের জন্যেই তো নটে শাককে বিষয় বলা হয়। তা ছাড়া সব রকম বিষের ক্রিয়া নাশের পক্ষেই নটে শাক হল সবচেয়ে সুলভ, সস্তা, সহজ ও অব্যর্থ ওষুধ।

৩. নারীস্বাস্থ্য বিষয়ক:- নটে শাক খুব উপকারী। অনেক রোগেরই সুলভ, সস্তা, সহজ ও ঘরোয়া ওষুধ। যন্ত্রণাদায়ক প্রমেহ, যৌনব্যাধি ও প্রস্রাবের অসুখ শরীর যদি ফুলে ওঠে এবং ব্যথা করে সেই যন্ত্রণাও নটে শাক খেলে শান্ত হয়।

৪. বুকের দুধ বাড়ায়:-যে সব মায়েরা বাচ্চাদের দুধ খাওয়ান তাঁরাও নটে শাক ভাজা খেলে সুফল পাবেন কারণ নটে শাক স্তন্যদুগ্ধব।

৫. আয়ুর্বেদের মতে:- নটে শাকের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই। সব রকমের বিষ, সব রকম ধাতব বিষ দূর করতে নটে শাক ব্যবহার করা হয়। এই সব বিষ থেকে উৎপন্ন রক্তের দোষে নটে শাক উপকারী। এছাড়াও চোখে সমস্যা, পেটের অসুখ, পুরোনো পেটে অসুখ, পেটে মোচড় দেওয়া, নাক মুখ থেকে রক্তপড়া বা পিত্ত, অশ, কোষ্ঠকাঠিন্য, লিভারের দোষ, পিলে বেড়ে যাওয়া অর পুরোনো জ্বরে নটে শাক খুব কাজ দেয়।

৬. ত্বকের সব অসুখ দূর করে:- ত্বকের রোগ, এমনকি কুষ্ঠরোগ, চর্মরোগেরও নটে শাক খেলে উপশম হয়। নটে শাকের রসে চিনি মিশিয়ে খেলে চুলকুনি সারে, শরীরের গরম হয়। নটে শাক ভাজা বা যে কোনো রকমভাবেই এই শাক নিয়মিত খেলে এসব রোগের কষ্টের হাত থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ৭. মায়েদের জন্য উপকার:- যাঁরা মা হতে চলেছেন, যাঁরা ছোট শিশুর মা, যাঁরা সদ্য মা হয়েছেন সেসব মেয়েরাই নটে শাক খেলে উপকার পাবেন। যাঁরা শরীরের দিক থেকে খুব দুর্বল তাঁদেরও নির্ভয়ে খেতে দেওয়া যেতে পারে।

৮. চোখের সমস্যায়:- চোখের সব অসুখেই নটে শাক উপকারী। চোখ জ্বালা করা, চোখ লাল হওয়া, চোখে পিচুটি জমা, চোখের পাতা পিচুটিতে জুড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি সব অসুখ ও অস্বস্তি দূর করবার জন্যেই নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে নটে শাক খাওয়া উচিত।

৯. শরীর সুস্থ রাখতে:- নটে শাক মধুর, পরিপাকেও মধুর, শরীরের পক্ষে শীতল, খিদে বাড়ায়, মলমূত্রের শুদ্ধি করে। সেইজন্যে রোগী বা সুস্থ সব রকম মানুষরে জন্যেই সমান উপকারী। পিত্তের গরমের জন্যে যে জ্বর তারও উপশম হয় নটে শাক খেলে।

যেসব ভুলে ফ্রিজের বিস্ফোরণ হতে পারে

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে যে যন্ত্রগুলো, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্রিজ।

বাসায় ফ্রিজ থাকা মানে অনেক ধরনের উপকার পাওয়া। বিশেষ করে সবজি, ফলমূল ও খাবার অপচয় রোধ করতে ফ্রিজের কোনো বিকল্প নেই। তাই এখন প্রায় প্রতিটা বাসাতেই ফ্রিজ রয়েছে।

কিন্তু আপনি কি জানেন, এসির পাশাপাশি রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজও বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ধরতে পারে। বর্তমানে এসি, শর্ট সার্কিটসহ ফ্রিজ বিস্ফোরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। যা সংবাদ শিরোনামও হয়। রেফ্রিজারেটর বিস্ফোরণের পেছনে অনেক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হল কম্প্রেসার। ফ্রিজের কম্প্রেসার ঠিকভাবে কাজ করতে না পারলে হঠাৎ আগুন ধরে যেতে পারে ফ্রিজে।

কম্প্রেসার ছাড়াও যেসব ভুলে ফ্রিজে বিস্ফোরণ হতে পারে চলুন সেগুলো জেনে নিই....

১. ভুলভাবে ব্যবহার- ফ্রিজ যদি নতুন হয় তাহলে খুব বেশি ঝুঁকি থাকে না, কিন্তু আপনি যদি ১০-১৫ বছরের পুরোনো ফ্রিজ ব্যবহার করেন তাহলে এ ধরনের বিস্ফোরণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কখনও কখনও যদি রেফ্রিজারেটরটি ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়, তাতে আগুন লাগতে পারতে বা বিস্ফোরণ হতে পারে। ফ্রিজ ব্যবহারের সময় কিছু ভুল এড়িয়ে চলা উচিত, এতে বিস্ফোরণ এড়ানো যায়। ২. পুরোনো ফ্রিজ ফ্রিজে অগ্নিকাণ্ড ও ফেটে যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। আবার কেউ কেউ অসাবধানতাবশত ফ্রিজ ব্যবহার করেন। ফ্রিজটি প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকার কারণে অনেক সময় প্রচণ্ড গরমও হয়ে যায়। ফলে ফ্রিজ পুরনো হলে কম্প্রেসারের ওপর চাপ পড়ে এবং তা পুড়ে বা ফেটে যেতে পারে এবং বিস্ফোরণ হতে পারে। ৩. অতিরিক্ত খাবার রাখা কেউ কেউ ফ্রিজে অতিরিক্ত জিনিসপত্র রাখে, ফলে বাতাস সর্বত্র সঞ্চালিত না হয়। এর ফলে ফ্রিজও গরম হয় এবং জিনিসপত্র নষ্ট করতে পারে। ফ্রিজে বেশি জিনিস থাকলে বিস্ফোরণ হতে পারে। কারণ তখন তাকে ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে হয়। লোডিংয়ের কারণে বিদ্যুৎ বিলও বেশি হয়। বিদ্যুৎ খরচ বেড়ে গেলে শর্ট সার্কিটও হতে পারে।

৪. নিম্নমানের সকেট, প্লাগ ব্যবহার ফ্রিজে নিম্নমানের সকেট, প্লাগ ব্যবহারের কারণে শর্ট সার্কিটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে ঘরে না থাকলে ঘরে থাকা ফ্রিজে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। কিছু কিছু এলাকায় ভোল্টেজের ওঠানামা খুব বেশি থাকে। এমন পরিস্থিতিতে অবশ্যই স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে অন্যথায় ফ্রিজের কম্প্রেসার অতিরিক্ত গরম হয়ে ফেটে যেতে পারে।

৫. কয়েলের যত্ন না নেওয়া ফ্রিজে ব্যবহৃত কুলিং গ্যাস (রেফ্রিজারেন্ট) লিক হয়ে গেলে তা খুবই বিপদজনক, কারণ গ্যাস যদি স্পার্ক বা আগুনের শিখা স্পর্শ করে তাহলে ফ্রিজ বিস্ফোরিত হতে বাধ্য। কিছু মানুষ ফ্রিজের ভেতরে ভিজিয়ে দেয়। এতে অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষতি হতে পারে, যার ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

৬. অপরিষ্কার ফ্রিজ ফ্রিজে শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখুন। ফ্রিজ সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রতি ছয় মাস অন্তর সার্ভিসিং করান। সঠিক বায়ু চলাচলের জন্য ফ্রিজের পেছনে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা উচিত। অপরিষ্কার ফ্রিজে দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৭. ভোল্টেজের ওঠানামা মানের প্লাগ এবং তার কিনুন। ফ্রিজ অনেক পুরাতন হয়ে গেলে, যদি ভোল্টেজের ওঠানামা বেশি হয় তবে স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করুন।

৮. ফ্রিজে স্পার্ক-গন্ধ আপনার ফ্রিজ থেকে কোনো স্পার্ক, গন্ধ, ধোঁয়া বা অদ্ভুত শব্দ বের হয়। তাহলে অবিলম্বে একজন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রিকে কল করুন এবং এটি পরীক্ষা করুন। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে, আপনি যে কোনো বড় দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারেন।

বর্ষায় 'বিষ' এই পাঁচ সবজি

তবে এই ঋতুতে স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কারণ এটি এমন একটি ঋতু যখন কী খাবেন, আর কী খাবেন না, তা ভেবেচিন্তে বেছে নিতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষাকালে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার ওঠানামার কারণে ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। যার ফলে খাবার দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণেই বর্ষায় খাদ্যে বিষক্রিয়া, ডায়রিয়া এবং পেটের নানা রোগের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

পুষ্টিবিদদের মতে, এই ঋতুতে কিছু অত্যন্ত সাধারণ সবজি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। অনেক সময় মানুষ এগুলোকে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকার অংশ ভেবে খেতে থাকেন, কিন্তু বর্ষাকালে এগুলো খাওয়া শরীরের জন্য বিষের সমান হতে পারে।

ভারতীয় পুষ্টিবিদ কিরণ কুকরেজার জানিয়েছেন এমন ৫টি সবজির কথা, যা বর্ষাকালে এড়িয়ে চলা উচিত। না হলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

১. সবুজ শাকসবজি

সবুজ শাকসবজি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। এর অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু বর্ষাকালে পালং শাক এবং মেথির মতো শাকসবজি খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

কারণ শাকসবজি দ্রুত আর্দতা ও ময়লা শোষণ করে। একইসঙ্গে বর্ষাকালে ব্যাকটেরিয়া এবং পোকামাকড়ের ঝুঁকি বেশি থাকে। এই পরিস্থিতিতে, যে যতই ভালোভাবে সবুজ শাকসবজি ধুয়ে ফেলুন না কেন, কিছু কণা তার উপর থেকে যায়। তা খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণ হতে পারে।

২. বেগুন— বেগুন এমন একটি সবজি যা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। বর্ষাকালে বেগুনে প্রায়শই পোকামাকড় আক্রমণ করে। এই পরিস্থিতিতে না দেখে বর্ষাকালে বেগুন খেলে ফোলাভাব, পেট ব্যথা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৩. বাঁধাকপি/ফুলকপি— বর্ষাকালে ফুলকপি এবং বাঁধাকপি খাওয়া উচিত নয়। এই সবজিগুলো ওই সময় আর্দ থাকে। তার ভেতরে পোকামাকড় থাকার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া এতে ব্যাকটেরিয়া লুকিয়ে থাকে। তাই এগুলো খেলে পেটের অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

৪. মাশরুম মাশরুম এমনিতেই আর্দ পরিবেশে জন্মায়। বর্ষাকালে এগুলো দ্রুত নষ্ট হয়। বাজারে পাওয়া মাশরুম যদি সামান্য কালো বা নরম দেখায়, তা হলে সেগুলো কেনা উচিত নয়।

কারণ মাশরুম যদি সামান্য নষ্ট হয় এবং তা খাওয়া হয়, তা হলে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এর সঙ্গে পেটের সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

৫. অঙ্কুরিত আলু অনেকে শুনে অবাক হতে পারেন যে এই তালিকায় আলুও অন্তর্ভুক্ত। যদি আলুতে অঙ্কুরোদগম হয়, তা হলে বর্ষাকালে সেগুলো খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

কারণ, অঙ্কুরিত আলু সোলানিন তৈরি করে। যা এক ধরনের বিষাক্ত যৌগ, এটি খেলে স্বাস্থ্যের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে।

এবার প্রশ্ন হলো, সাধারণ এত সবজি বর্ষাকালে যদি বাদ দিতে হয় খাবারের পাত থেকে তা হলে কোন সবজি খাওয়া উচিত?

পুষ্টিবিদ কিরণ কুকরেজা জানান, বর্ষাকালে লাউ খাওয়া খুবই ভালো। এছাড়াও পটল এবং বিনসও খেতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সবজিগুলোতে আর্দতার পরিমাণ কম থাকে। তাই বর্ষাকালে খাওয়া নিরাপদ।

কাঁচা পেঁপের রসের কি কি উপকার

পেঁপে লোভনীয় একটি ফল। পাকা পেঁপে খেতে যেমন মিষ্টি আর খাবার হজমের দারুণ সাহায্য করে। কিন্তু কাঁচা পেঁপে? বেশিরভাগ মানুষই একে খাবার তালিকায় রাখেন না। আর রাখলেও তা সবজি বা ভাজি হিসেবেই খাওয়া হয়।

কাঁচা পেঁপে স্বাদে একটু তেতো, একটু কষা হলেও হতে পারে। তবে এমনিতে খেতে খারাপ না। কচকচে সবুজাভ এ সবজির রস চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এক ধরনের প্রাকৃতিক ওষুধ, যার উপকারিতা জানলে আপনি অবাক হবেন।

পেঁপের কাঁচা রূপটিও যে কতটা পুষ্টিকর আর কার্যকরী হতে পারে, তা অনেকেই জানেন না। আজ আমরা জানব, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কাঁচা পেঁপের রস রাখলে আপনার শরীরের কীভাবে উপকার পাবে।

হজমে সহায়ক

কাঁচা পেঁপেতে আছে এক শক্তিশালী এনজাইম। পাপাইন নামের এ এনজাইম শরীরে খাবারের প্রোটিন ভাঙতে সাহায্য করে। এই এনজাইমের কারণে ভারী খাবারের পর পেট ভার হওয়া, গ্যাস কিংবা অম্বলের সমস্যা অনেকটাই কমে যায়। নিয়মিত এই রস পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য ও হজমজনিত সমস্যাও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।

কাঁচা পেঁপের রসে যত উপকার

শরীরের ৭ সমস্যার সহজ সমাধান পাবেন এক জিনিসে শরীর ঠান্ডা ও হাইড্রেটেড রাখে কাঁচা পেঁপের রসে প্রায় ৮৮ শতাংশ পানি থাকে। ফলে এটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে এবং ভেতর থেকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। গরমের দিনে এটি প্রাকৃতিক কুল্যান্টের মতো কাজ করে। এ ছাড়া হালকা ডায়ুরেটিক হিসেবেও কাজ করে, অর্থাৎ শরীরের টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে।

ওজন কমাতে সহায়ক

ওজন কমাতে চান? প্রতিদিন এক গ্লাস কাঁচা পেঁপের রস হতে পারে আপনার নতুন বন্ধু। এতে থাকে পর্যাপ্ত ফাইবার ও এনজাইম, যা মেটাবলিজম বাড়াতে সাহায্য করে। কম ক্যালোরির এই রস সকালে খালি পেটে খেলে পেট পরিষ্কার থাকে, শরীর থেকে ক্ষতিকর উপাদান বের হয়ে যায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

ত্বক উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করে

ত্বকে ব্রন, দাগ বা রঙের পার্থক্য দেখা দিলে কাঁচা পেঁপের রস হতে পারে প্রাকৃতিক সমাধান। এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন এ ও সি, যা ত্বকের মরা কোষ সরিয়ে নতুন কোষ তৈরিতে সাহায্য করে। এই রস শরীরের অভ্যন্তর থেকে টক্সিন দূর করে, ফলে ত্বক হয়ে ওঠে উজ্জ্বল, মসৃণ ও প্রাণবন্ত।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে

শরীরকে অসুখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে প্রস্তুত রাখতে কাঁচা পেঁপের রস বিশেষ ভূমিকা রাখে। এতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিনস ও বিভিন্ন খনিজ উপাদান। এ উপাদানগুলো আমাদের ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে। বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সময় এই রস নিয়মিত খেলে ঠান্ডা, জ্বর বা সংক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে। চোখের যত্নে কার্যকর সারাদিন কম্পিউটার বা মোবাইল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কাজ করলে চোখের ওপর চাপ পড়ে। কাঁচা পেঁপেতে থাকা ক্যারোটিনয়েড। ভিটামিন এ তৈরিতে যা সাহায্য করে। এটি চোখের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। গবেষণা বলছে, গাজর বা টমেটোর তুলনায় কাঁচা পেঁপেতে ক্যারোটিনয়েডের পরিমাণ বেশি, ফলে এটি চোখের ক্লান্তি কমায় এবং দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিনের ডায়েটে এ ছোট সংযোজন দিতে পারে বড় উপকার স্বাদে একটু অন্যরকম লাগলেও, পুষ্টিগুণে ভরপুর কাঁচা পেঁপের রস শরীরের ভেতরের যত্ন নেয়। এটি হজম শক্তি বাড়ায়, ত্বক ও চোখের যত্ন নেয় এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। সকালে খালি পেটে এক গ্লাস কাঁচা পেঁপের রস হতে পারে আপনার সুস্থ জীবনের এক নতুন অভ্যাস। চলুন জেনে নেই কীভাবে বানাবেন এই পুষ্টিগুণে ভরপুর খাবার।

কাঁচা পেঁপে : ১ কাপ (ছেলা ও কিউব করে কাটা)

জল : ১ থেকে ১.৫ কাপ (রস পাতলা বা ঘন করার জন্য, আপনার পছন্দ অনুযায়ী) লেবুর রস : ১/২ চা চামচ (স্বাদ ও ভিটামিন সি বাড়ানোর জন্য) মধু বা গুঁড় : ১ চা চামচ (না দিলেও চলে, এটি অপশনাল) আদা : ছোট একটি টুকরো (হজমে সহায়ক ও সুগন্ধ যোগ করতে, এটিও অপশনাল) বিট লবণ বা সাধারণ লবণ : এক চিমটি (অপশনাল)

তৈরির পদ্ধতি কাঁচা পেঁপের রস তৈরি করতে প্রথমেই একটি কাঁচা পেঁপে ভালোভাবে ধুয়ে এর সবুজ খোসা ছড়িয়ে ফেলুন। এরপর মাঝখান থেকে কেটে ভেতরের বীজগুলো ফেলে দিন। এবার ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিন, যাতে পরে ব্লেন্ড করা সহজ হয়।

কাটা পেঁপে, প্রয়োজনমতো পানি, এক-দুই চা চামচ লেবুর রস, একটু মধু (স্বাদ কমানোর জন্য) এবং চাইলে এক টুকরো আদা একসঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করুন যতক্ষণ না রসটি মসৃণ হয়। আপনি যদি একদম পাতলা ও ঝকঝকে রস পছন্দ করেন, তাহলে এটি একটি চালুনি বা পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে পারেন। তবে ফাইবারসহ খেলে তা হজমের জন্য আরও উপকারী।

সবশেষে রসটি একটি গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন। চাইলে কয়েকটি বরফের টুকরো দিয়ে দিন, আর ওপর থেকে এক চিমটি বিট লবণ বা আরও একটু লেবুর রস দিলে স্বাদ হবে আরও তাজা ও সুগন্ধময়। তবে খেয়াল রাখবেন, এটি প্রস্তুত করার পর যত দ্রুত সম্ভব খেয়ে ফেলা জরুরি।

মনে রাখবেন, এ লেখাটি সাধারণ তথ্যভিত্তিক। কোনো স্বাস্থ্য সমস্যা বা দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এবং অবশ্যই নিচের বিষয়গুলো মনে রাখবেন- প্রথমবার খেলে অল্প পরিমাণে শুরু করুন, কারণ কাঁচা পেঁপের এনজাইম শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে যদি অভ্যস্ত না থাকেন। অন্তঃসত্ত্বা নারীদের জন্য কাঁচা পেঁপে নিষেধ, কারণ এটি জরায়ুতে সংকোচন ঘটাতে পারে সকালে খালি পেটে খাওয়া সবচেয়ে উপকারী, বিশেষ করে যদি শরীরকে ডিটক্স করতে চান। কাঁচা পেঁপের রস তাজা খাওয়াই ভালো, কারণ এনজাইম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়।

বাদলা দিনে হেঁশেলে জারি হোক "খিচুড়ি অ্যালার্ট"

খিচুড়ি হল বাঙালির এক ফ্যান্টাসি। এই পদ শুধু রসনার তৃপ্তি নয়, এ হল বাঙালির চিরন্তন ভালোবাসা, বাসনা। চালে-ডালে যে ফুটন্ত রসায়ণ তৈরি হয়, তাতে ফোড়ন পড়ে তৈরি হয় অমৃত। শীত-গ্রীষ্ম, বর্ষা, সহজ রান্নায় খিচুড়ি আমাদের ভরসা। তা সে যে কোনও প্রাদেশিক স্টাইলেই হোক না কেন, খাদ্যরসিক বাঙালি বরাবরই অন্য কোনও প্রদেশের খাবার আপন করে নিতে পারেন। একস্টাইলের খিচুড়ি খেয়ে একঘেয়ে লাগলে এবার বানিয়ে নিন এই দুই ভিন্ন স্বাদের খিচুড়ি।

১ কাপ বাসমতি চাল, ১ কাপ মিহি করে কুচোনো পেঁয়াজ, ১ কাপ অরহর ডাল, ১ টেবিল চামচ ঘি, ৪টি রসুনের কোয়া, ২টি কাঁচা লঙ্কা, ১টি শুকনো লঙ্কা, ২ টেবিল চামচ লেবুর রস, ১/২ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো। প্রণালী চাল এবং অরহর ভালোভাবে ধুয়ে ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। তার পরে চাল এবং ডালের মিশ্রণটি নুন, জল ও গুঁড়ো হলুদ দিয়ে প্রেশার কুকারে সুসিদ্ধ করে নিন। প্রেশার পুরোটা ছেড়ে গেলে কুকারের ঢাকনা খুলে খিচুড়ি সামান্য ঘেঁটে নিন। এবার প্যানে ঘি গরম করে, তাতে শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন। রসুন এবং লঙ্কা পেস্ট করে নিয়ে প্যানে দিন। রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত কষান। এরপরে প্যানে থাকা মশলা খিচুড়ির মধ্যে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন খাটুয়া খিচুড়ি।

উপকরণ মশলা তৈরির জন্য-

২ টেবিল চামচ জিরে, ২ টেবিল চামচ পোস্ত দানা, সাদা তিল, আধ চা চমচ গোটা গোলোমরিচ, মেথি দানা, আধ কাপ গোটা ধনে, ৬টি ছোট এলাচ, ১ চা চামচ তেল, হলুদ গুঁড়ো, ১০-১২টি শুকনো লঙ্কা, লবঙ্গ ৩-৪টি, হিং প্রয়োজনমতো, আধ কাপ শুকনো নারকেলের টুকরো। খিচুড়ির জন্য- আধ কাপ ছোলার ডাল, ২ টেবিল চামচ বিউলির ডাল, ৪ কাপ অড়হর ডাল, এ কাপ চাল, ২-৩টে গাজর (টুকরো করে কেটে নেওয়া) বিনস, ২টি মাঝারি মাপের আলু, প্রয়োজনমতো জল, তেল, হলুদ গুঁড়ো, ৩-৪ টেবিল চামচ ঘি, পেঁয়াজ ১টি, রসুন ২-৩ কোয়া, তেঁতুল ২-৩ চা চামচ প্রণালী প্রথমে সমস্ত গোটা মশলা শুকনো খোলায় ভেজে ঠান্ডা করে গুড়িয়ে নিন। এবার তেল গরম করে নিয়ে তাতে শুকনো লঙ্কা ও শুকনো নারকেল দিয়ে ভাল ভাবে ভেজে নিয়ে সরিয়ে রেখে দিন। এটাকেও গুড়িয়ে নিন। তৈরি হয়ে যাবে আপনার বিসি বেলে বাথের মশলা। এটি রাখুন ঢাকা বন্ধ কৌটোয়। এরপর তেল গরম করে খিচুড়ি তৈরির জন্য চাল, ডাল ও সমস্ত সবজি দিয়ে নুন-হলুদ দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। এবার ৫-৬ কাপ জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে কুকার থেকে বের করুন। এরপর কড়াইতে ঘি ও কাজুবাদাম সামান্য ভেজে নিয়ে তাতে সরষে, কারিপাতা, শুকনো লঙ্কা ও হিং দিয়ে ফোড়ন দিন। ভাজা হয়ে গেলে তাতে দিন টমেটো, ক্যাপসিকাম, কড়াইশুঁটি পড়বে। এরপর তাতে যোগ করুন তেঁতুল ও গুড়। অল্প জল দিয়ে ফুটে উঠলে সিদ্ধ করে রাখা চাল, ডাল ও সবজি তৈরি করা মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এরপর এতে প্রয়োজন মতো জল দিয়ে উপর থেকে বাদাম, ধনেপাতা দিয়ে সাজিয়ে সামান্য ঘি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন ভিন্ন স্বাদের এই দক্ষিণী স্টাইলের খিচুড়ি।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ডিএনএ ক্লাবের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

অস্ট্রেলিয়া, ইউএই, ইএফটিএ দেশ ও যুক্তরাজ্যের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি কৃষির উন্নয়নে সহায়ক: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : সংযুক্ত বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল গতকাল নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ১৬ তম কৃষি নেতৃত্ব সম্মেলনে কৃষি খাতে সরকারের পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, সরকারের উদ্যোগে ২৫ কোটি মাটি স্বাস্থ্য কার্ড কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, যাতে সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় এবং কৃষক ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সহজে কৃষি ঋণ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রী গোয়েল আরও বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার কৃষি খাতকে তার উন্নয়ন পরিকল্পনার শীর্ষে রাখে। পিএম-কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের মাধ্যমে লাখ লাখ কৃষক পরিবারের উপকার হয়েছে। এছাড়া ১,৪০০টি মন্ডি ই-নাম প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, যা দেশের কৃষকদের সরাসরি বাজারের দাম এবং বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দিয়েছে।''

তিনি জানান, ''ফার্টিলাইজার সেক্টরে, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে বড় ধরনের ভর্তুকি প্রদান করছে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময়েও কৃষকদের জন্য সময়মতো সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।''

ভারতের কৃষি খাতের জন্য সরকারের উদ্যোগগুলি তুলে ধরে তিনি বলেন, ''বিশ্বব্যাপী বাজারের অস্থিরতা এবং রপ্তানি প্রবণতার অবনতি সত্ত্বেও ভারতের কৃষি খাত অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে। কৃষি, পশুপালন এবং মৎস্য রপ্তানি প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। কৃষক সম্প্রদায় আমাদের আত্মনির্ভর ভারত গড়তে এবং 'লোকাল গোয়েস গ্লোবাল' দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবে রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।''

শ্রী গোয়েল আরও বলেন, ''ভারতের কৃষকরা বিশ্বব্যাপী বাসমতি চাল, মসলা, তাজা ফল, শাকসবজি, ফুল ও উদ্ভিদ, মৎস্য এবং মুরগির উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া, ইউএই, ইএফটিএ দেশ ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে কৃষি খাতে বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে।''

কৃষির ভবিষ্যত উন্নয়ন নিয়ে তিনি বলেন, ''কৃষি বীজ উৎপাদন, প্রাকৃতিক এবং জৈব কৃষি, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি এবং ড্রিপ সেচে আরও উন্নতি হবে। সরকার ডিজিটাল কৃষির প্রচার করছে, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তি, আবহাওয়া পূর্বাভাস ব্যবস্থা, উল্লম্ব কৃষি এবং এআই-চালিত সরঞ্জামাদি ব্যবহার করবে। এসব প্রযুক্তি কৃষক উৎপাদনকারী সংগঠন এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য সহায়ক হবে।''

মন্ত্রী আরও বলেন, ''ফুড প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে মান বৃদ্ধি, ডিজাইন, ব্র্যান্ডিং এবং প্যাকেজিংয়ের উন্নতি কৃষির অর্থনৈতিক অবদানকে শক্তিশালী করবে। কৃষি, পশুপালন এবং মৎস্য খাতের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও অনুদান গুদামজাতকরণ এবং সঞ্চয় অবকাঠামোকে শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করছে।''

শ্রী গোয়েল আস্থা ব্যক্ত করে বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার ভারতের কৃষকদের নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কৃষি খাত আমাদের 'বিকসিত ভারত' যাত্রার অন্যতম প্রধান ইঞ্জিন।''

এদিকে, শ্রী গোয়েল ভারতের কৃষি খাতের ভবিষ্যত এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কৃষকদের জন্য প্রণোদনা বৃদ্ধি এবং জাতীয় কৃষির পরিবেশকে শক্তিশালী করতে সরকারের পরিকল্পনাগুলি আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

কংগ্রেস এমপি মনিকাম টাগোরের শশী থারুরকে আড়াল ভাবে তীব্র আক্রমণ: "পাখি কি তোতা হয়ে যাচ্ছে?"

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা এবং তিরুভানন্তপুরমের এমপি শশী থারুর সম্প্রতি মালায়ালাম দৈনিক 'দীপিকা'-তে একটি প্রবন্ধে জরুরি অবস্থা সম্পর্কিত তার মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধে, থারুর দাবি করেছেন যে, ভারতীয় ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে শুধু জরুরি অবস্থাকে স্মরণ করা উচিত নয়, বরং এর জটিলতা এবং শিক্ষাগুলি পুরোপুরি বোঝার প্রয়োজন। তবে এই প্রবন্ধের পর কংগ্রেস দলের আরেক এমপি মনিকাম টাগোর তার দলীয় সহকর্মী শশী থারুরের প্রতি এক আড়াল করা তীব্র মন্তব্য করেছেন, যা বিজেপির ন্যারেটিভের প্রতি থারুরের সমর্থন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

টাগোরের এই অপ্রত্যক্ষ আক্রমণ ছিল এক্স (পূর্বে টুইটার) প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করা এক সঙ্কেতমূলক বার্তায়, যেখানে তিনি লেখেন, "যখন একজন সহকর্মী বিজেপির লাইনের পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করেন, তখন মনে হতে শুরু করে পাখি কি তোতা হয়ে যাচ্ছে? পাখিদের মধ্যে মিমিক্রি কিউট, কিন্তু রাজনীতিতে নয়।" যদিও তিনি শশী থারুরের নাম নেননি, তার পোস্টের লক্ষ্য স্পষ্ট ছিল।

শশী থারুর তার প্রবন্ধে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন থেকে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক জারি করা জরুরি অবস্থার সময়কালের অতিশয়তা এবং অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। থারুর উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যবস্থা গুলি শৃঙ্খলা আনার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল, তা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ঠুরতায় পরিণত হয়েছিল।

তিনি লিখেছেন, "ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধী জোর করে স্ত্রীরোগ নিরোধ অভিযান পরিচালনা করেন, যা এক অশুভ উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দরিদ্র গ্রামীণ অঞ্চলে অযৌক্তিক লক্ষ্য পূরণের জন্য সহিংসতা ও বাধ্যবাধকতা ব্যবহার করা হয়েছিল।

দিল্লির মতো শহরগুলোতে বস্তি নির্মূল করে দেয়া হয়েছিল, ফলে হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। তাদের কল্যাণের কথা কোনোদিন ভাবা হয়নি।"

এছাড়াও, থারুর সতর্ক করেন যে, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, মতভেদ দমন এবং সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করার প্রবণতা নতুনভাবে উঠে আসতে পারে। তিনি বলেন, "প্রায়ই, এসব প্রবণতাকে জাতীয় স্বার্থ বা স্থিতিশীলতার নামে দন্ডস্থ করা হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, জরুরি অবস্থা একটি শক্তিশালী সতর্কবার্তা হিসেবে দাঁড়ায়। গণতন্ত্রের রক্ষকরা সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।"

থারুরের এই মন্তব্যগুলো একটি গভীর আলোচনা এবং বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যেখানে জরুরি অবস্থার শর্ত এবং এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা চলমান রয়েছে। অন্যদিকে, মনিকাম টাগোরের আক্রমণ দলের ভেতরে বিভিন্ন মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে, যেখানে কিছু নেতা থারুরের মতামতকে সমর্থন করছেন, আবার কিছু নেতা তার অবস্থান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন।

বিজেপি বাংলায় নতুন সভাপতি ও কৌশল ঘোষণা ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু

কলকাতা, ১০ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নতুন সভাপতি ও নতুন কৌশল ঘোষণা করেছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলটি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার কৌশলগত লক্ষ্য পরিবর্তন করেছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সামিক ভট্টাচার্যকে রাজ্য শাখার সভাপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি আগামী নির্বাচনে বিজেপির লড়াইয়ের নতুন নেতৃত্ব দেবেন। পূর্ববর্তী সময়ে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে তার হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ও ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রচারের জন্য পরিচিত ছিল। তবে, এবার তারা রাজ্যের জনগণের কাছে "বাংলার সাংস্কৃতিক অধঃপতন" নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব বিশেষত অমিত মালভিয়া, যিনি পশ্চিমবঙ্গে দলের মিডিয়া সেলের প্রধান, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করেছেন। মালভিয়া একাধিক ভিডিও প্রকাশ করেছেন, যেগুলিতে তৃণমূল ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তারা কলেজ ক্যাম্পাস ও ছাত্র ইউনিয়ন অফিসগুলোকে যৌন শোষণ ও সিস্টেমেটিক অপব্যবহারের জন্য ব্যবহার করেছে। এসব ভিডিও রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং বিজেপি এই বিষয়টিকে আগামী নির্বাচনের প্রচারের একটি মুখ্য ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। বিজেপি অভিযোগ করেছে, মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার ১৪ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার পর, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিপর্যয় ঘটেছে তা বর্তমান ছাত্রদের জন্য বড় একটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে, রাজ্যের অনেক ছাত্রছাত্রী মুম্বই, বেঙ্গালুরু, এবং ওড়িশার মতো অন্যান্য রাজ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যাচ্ছে। বিজেপির মতে, তারা নিরাপদ এবং মানসম্মত শিক্ষা পরিবেশ খুঁজছেন, যা বাংলায় সেভাবে উপলব্ধ নয়। অমিত মালভিয়া এবং অন্য বিজেপি নেতারা অভিযোগ করেছেন যে মমতা ব্যানার্জির সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে এবং রাজ্য সরকারের অব্যবস্থাপনার কারণে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য রাজ্যে ভালো শিক্ষা গ্রহণের জন্য বাধ্য হচ্ছে। রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও বিজেপি একাধিক বার অভিযোগ তুলেছে। সম্প্রতি সাঁদেশখালি, আরজি কর হাসপাতাল, এবং কলকাতার একটি আইন কলেজে ধর্ষণের ঘটনার পরে বিজেপি মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে যে, রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং যৌন নিপীড়ন বাড়ছে এবং এই বিষয়টি দ্রুত সমাধান করতে হবে। বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম, যেটি প্রাক্তন মুম্বই পুলিশ কমিশনার সত্য পাল সিংহের নেতৃত্বে গঠিত, সেগুলির তদন্তের জন্য একটি বিচারিক কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছে। রাজ্য বিজেপি নেতারা দাবি করেছেন যে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক এবং তা পুনরুদ্ধার করতে মমতা সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিজেপির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, যিনি মমতা ব্যানার্জির প্রাক্তন সহকর্মী ছিলেন, এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন যে তৃণমূল ছাত্রনেতারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ ক্যাম্পাসে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। অধিকারী দাবি করেছেন, এর প্রমাণস্বরূপ ৫০টি আলাদা ছবি প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তৃণমূল ছাত্রনেতাদের ক্ষমতা অপব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন যে ২১ জুলাই, যখন মমতা ব্যানার্জি তার বার্ষিক 'শহীদ দিবস' সমাবেশ করবেন, ঠিক সেই দিনই বিজেপি একটি বিশেষ র‍্যালি করবে, যা মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা তৈরি করবে। এই র‍্যালিকে 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই যাত্রাটি রাজ্যের সমস্ত জেলার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য নতুন আইন ও পদক্ষেপের দাবী উঠবে। বিজেপি যখন এই কন্যা সুরক্ষা যাত্রার পরিকল্পনা করছে, তখন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বিজেপিকে তাদের র‍্যালি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও বিজেপি এই নির্দেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এবং জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে এটি চ্যালেঞ্জ করার ঘোষণা করেছে। বিজেপি নেতারা বলেছেন, তাদের এই যাত্রা কোনোভাবেই রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘন করছে না এবং তারা এই পরিস্থিতিতে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাঁচ দেশের সফর শেষে ভারত ফিরেছেন

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ভারতে ফিরে এসেছেন, পাঁচটি দেশের সফর শেষ করার পর। তাঁর এই সফরের মধ্যে ছিল ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং নামিবিয়া। প্রধানমন্ত্রী এই সফরটি ২ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত সম্পন্ন করেন, এবং তার সফরের একটি বড় অংশ ছিল রিও ডি জেনেইরো, ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত ১৭তম ব্রিকস শিখর সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সফরে ভারতের বৈশ্বিক কূটনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সফরের সময়, তিনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, এবং বিশেষভাবে গ্লোবাল সাউথে ভারতের উপস্থিতি আরও বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের কূটনৈতিক কর্মসূচির বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও একাধিক উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেছে। সফরের মধ্যে বেশ কিছু স্মারক চুক্তি এবং ঘোষণাও করা হয়েছে, যা ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল সফরের সময় বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব, বিনিয়োগের সুযোগ, কৃষি, প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা করেন। আর্জেন্টিনায়, তিনি আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি জাভিয়ের মিইলি সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসেন, যেখানে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করার নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। ব্রাজিল সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত ১৭তম ব্রিকস শিখর সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তিনি বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, এবং নামিবিয়ায় তার সফরের সময় গ্লোবাল সাউথের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। ঘানা সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ৩০ বছরের বেশি সময় পর দেশটির রাজধানী আক্রা সফর করেন। তিনি ঘানার রাষ্ট্রপতি জন মহামার সঙ্গে বৈঠক করেন এবং ঘানার মানুষের জন্য আরও উন্নত অবকাঠামো, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময়, তাকে ঘানার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান, 'অফিসার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অফ ঘানা' প্রদান করা হয়।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদী এই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী এই দেশের সর্বোচ্চ সম্মান, 'অর্ডার অফ দ্য রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো' প্রাপ্ত হন, যা তাকে তার কূটনৈতিক দক্ষতা এবং ভারত-ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সম্পর্কের উন্নয়ন বিষয়ে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য প্রদান করা হয়।

নামিবিয়ায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথম ভারতীয় নেতা হিসেবে দেশটির সংসদে ভাষণ দেন। তাঁকে নামিবিয়া তার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান, 'অর্ডার অফ দ্য মোস্ট অ্যানসিয়েন্ট ওয়েলভিটচিয়া মিরাবিলিস' প্রদান করে। তিনি এই সম্মান গ্রহণ করেন দেশটির রাষ্ট্রপতি নেটুম্বো নান্দি-নদৈতওয়ার কাছ থেকে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ব্রাজিল, নামিবিয়া এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো থেকে তাদের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান লাভ করেছেন। ব্রাজিল তাকে 'গ্র্যান্ড কলার অফ দ্য ন্যাশনাল অর্ডার অফ দ্য সাদার্ন ক্রস', নামিবিয়া 'অর্ডার অফ দ্য মোস্ট অ্যানসিয়েন্ট ওয়েলভিটচিয়া মিরাবিলিস', এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো তাকে 'অর্ডার অফ দ্য রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো' সম্মান দিয়েছে। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর কর্মজীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কেননা মে ২০১৪ থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ২৭টি আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করেছেন। এই সম্মান ভারতীয় কূটনীতির শক্তি এবং বিশ্বে ভারতীয় নেতৃত্বের গুরুত্বের প্রতিফলন।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, এবং নামিবিয়া পার্লামেন্টে ভাষণ দেন, যা ভারতের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি একযোগে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে বিদেশী সংসদে ১৭টি ভাষণ দেন, যেখানে আগের সকল কংগ্রেস প্রধানমন্ত্রী মিলিয়ে মোট ১৭টি ভাষণ দিয়েছেন (মনমোহন সিং — ৭, ইন্দিরা গান্ধী — ৪, জওহরলাল নেহরু — ৩, রাজীব গান্ধী — ২, পিভি নরসিংহ রাও — ১)।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাঁচ দেশের সফর দেশের কূটনীতি, বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং গ্লোবাল সাউথের সঙ্গে সহযোগিতাকে আরও উন্নত করেছে। এই সফর ভারতকে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও শক্তিশালী অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নতুন বাণিজ্যিক সুযোগ, সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং সম্পর্কের শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ভারতের কূটনীতির পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভূমিকা আরও দৃঢ় হয়েছে।

লামডিং-বদরপুর পাহাড়ি

● প্রথম পাতার পর

পার্শবর্তী পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে মাটি, পাথর, বোল্ডারসহ ধস নেমে রেল লাইনের উপর পড়ায় ট্র্যাকের ওপর দিয়ে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে এবং সেখানে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি ও জনবল মোতায়েন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রেল পরিসেবা ওই রুটে স্বাভাবিক করার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা জানিয়েছেন, রুটে রেল পরিসেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হত আরও ২ থেকে ৩ দিন সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে গুয়াহাটি, লামডিং, শিলচর, বদরপুর ও আগরতলা স্টেশনে সহায়তা ডেস্ক চালু রয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রীদের অনুরোধ করেছে যাত্রার আগে সময়সূচি ও ট্রেনের বিশদ তথ্য রেলওয়ের অফিসিয়াল চ্যানেলের মাধ্যমে যাচাই করে নেবেন।

ডেন্টাল কলেজের

● প্রথম পাতার পর

সভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে আয়ুষ্মান ভারত, ন্যাশনাল প্রোটেকশন মিশন, আই.জি.এম. হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভার শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা ডেন্টাল কলেজের ফ্যাকাল্টিদের সাথে এক সৌজন্যমূলক মতবিনিময়ে মিলিত হন। তিনি কলেজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-এর জন্য ফ্যাকাল্টিদের আরও গুরুত্ব সহ কাজ করার উপর জোর দেন। আজকের এই সভায় অন্যান্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সালু রায়, আগরতলা পুরনিগমের সহকারী কমিশনার কিশোর সরকার, পূর্ত দপ্তরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অজিত কুমার দেববর্মা সহ রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য-সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভালবাসার টানে এপারে

● প্রথম পাতার পর

বুধবার দুই জন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ব্যাঙ্গালোর থেকে দত্ত যাদব ছুটে আসে সিপাহীজলা জেলার কোনাবন হরিহরদুলা এলাকায়। অপরদিকে বাংলাদেশের বগুড়া জেলার গুলজার শেখের কন্যাও অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে সিপাহীজলা জেলার কোনাবন হরিহরদুলা এলাকায় চলে আসে। কিন্তু প্রেমিক প্রেমিকা এক সাথে মিলিত হওয়ার পর নজরে আসে সিমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের। সাথে সাথে বিএসএফ তাদেরকে আটক করে। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া কামথানা বিএসএফ ক্যাম্পে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিএসএফ প্রেমিক-প্রেমিকাকে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। দীর্ঘদিন আলাপের পরে প্রেমিক যুগল একসঙ্গে হলেও অবৈধ পারাপারের ফলে পুলিশে হেফাজতে তারা আবারো আলাদা হয়ে গেল। অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের অভিযোগে ওই যুবতীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পাষণ্ড মামির হাতে

● প্রথম পাতার পর

মৃত শিশুর বাবা শেখ ফরিদ এবং নানা ফিরোজ মিয়া বিচার চেয়ে প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন। এদিকে বয়স্ক নানা ফিরোজ মিয়াও অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন জিবিপি হাসপাতালে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সীমান্তবর্তী থানা এবং বিএসএফকে জানানো হয়েছে, যেন অভিযুক্ত মামিকে দ্রুত দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তির মুখোমুখি করা যায়। এই ঘটনায় ন্যায়বিচার দাবি করে গোটা বঞ্চনগরবাসী উত্তাল হয়ে উঠেছে।

নিজ ঘরে যুবকের ঝুলন্ত

● প্রথম পাতার পর

সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পাঠিয়েছে।

রিপন দাসের একটি ১১ বছরের ছেলে রয়েছে। অত্যন্ত অসহায় দরিদ্র পরিবার দিনমজুর যখন যে কাজ পেতো সেই কাজই করত। নেশায় তার জীবনের না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার কারণ।

নাইশিংপাড়ায় বিষপানে

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যু নিশ্চিত করেন। বাকিদের চিকিৎসা চলছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং নাবালক অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

চলতি বছরে প্রাক-বর্ষা

● প্রথম পাতার পর

মোট বৃষ্টিপাত হয়েছে ৫৫৫.২ মিমি, যা স্বাভাবিকের থেকে ১৭ কম। তাছাড়া, আগরতলায় ১৮ দিন বৃষ্টি হয়েছে এবং কৈলাসহরে বৃষ্টির দিন ছিল ২৯ দিন।

বজ্রঝড়ের দিনসংখ্যা ছিল স্বাভাবিকের কাছাকাছি — আগরতলায় ১০ দিন এবং কৈলাসহরে প্রায় স্বাভাবিক।

স্থগিতাদেশ দিল না

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচন কমিশন আধারের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও নিজেদের যুক্তি উপস্থাপন করেছে। কমিশন জানিয়েছে, আধার শুধুমাত্র পরিচয় প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত হলেও এটি নাগরিকত্ব বা বাসস্থান প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে আদালত মনে করে যে, অন্যান্য সরকারী আইডি যেমন কাস্ট সার্টিফিকেট এবং ভেটারান সার্টিফিকেটও আধারের ভিত্তিতে দেওয়া হয়, তবে আধার কেন বাদ পড়ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এই মামলাটি এখনও চলমান এবং আদালত নির্বাচন কমিশনকে উপরের প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা, যা দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে। এর ফলে, বিহারের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময়সূচী এবং নির্বাচনের ভবিষ্যতেও এক নতুন দিশা নির্দেশিত হতে পারে।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় হজ কমিটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশজুড়ে শ্রদ্ধার আবেশ, নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বার্তা, দিল্লিতে ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই : আজ সারা দেশজুড়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আধ্যাত্মিক আবহে পালিত হচ্ছে গুরু পূর্ণিমাএকটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব, যা গুরুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি বিশেষ দিন। আধ্যাত্মিক কিংবা একাডেমিক, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যারা জ্ঞান, দীক্ষা ও মূল্যবোধের আলোয় পথ দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের এই দিনটি পালিত হচ্ছে। গুরু পূর্ণিমা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখসব সম্প্রদায়ের কাছেই এক গুরুত্বপূর্ণ দিন হিসেবে গণ্য হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিশেষ দিনে দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা প্রদান করেছেন। তিনি 'এক্স'-এ লেখেন, "রু পূর্ণিমার বিশেষ উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা।" এই ছোট বার্তার মধ্যেই তিনি গুরুদের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গুরু পূর্ণিমার তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত লেখেন। তিনি বলেন, "ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক কেবলমাত্র শিক্ষার মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি জীবনব্যাপী দিকনির্দেশনা। ইতিহাস সাক্ষী যে আমাদের গুরুগণ নৈতিকতা, জ্ঞান, আচরণ, সংস্কৃতি এবং দেশপ্রেমের বীজ শিষ্যদের মধ্যে রোপণ করেছেন।" তিনি আরও বলেন, "এই দিনে আমি দেশ গঠনে অবদান রাখা সমস্ত শিক্ষককে শ্রদ্ধা জানাই।"

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ গুরু পূর্ণিমার আধ্যাত্মিক দিক তুলে ধরেন তাঁর বার্তায়। তিনি বলেন, "গুরুর কৃপায় শিষ্য অজ্ঞতা থেকে আত্মজ্ঞান, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে যায়।" তিনি আরও লেখেন, "এই পবিত্র দিনে আমরা সেই সকল মহান গুরুদের স্মরণ করি, যাঁরা শিষ্যের জীবনে সেবা, সত্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে জীবন গঠনের দীক্ষা দিয়ে থাকেন।"

তিনি আজ তাঁর গুরু মহন্ত অবৈদ্যনাথ ও মহন্ত দিগ্বিজয়নাথের সমাধিতে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন, যা উত্তর ভারতের গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ধারাকে আরও একবার সামনে নিয়ে আসে।

গুরু পূর্ণিমা মূলত হিন্দু ধর্মে ব্যাস পূর্ণিমা নামেও পরিচিত। এটি মহর্ষি বেদব্যাসের জন্মতিথি, যিনি 'মহাভারত' রচনা করেন এবং বেদের সংকলন করেন। তাঁকে হিন্দুধর্মে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পূজিত করা হয়। হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করা হয়, গুরু শিষ্যকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যানতাঁদের জীবনকে মোক্ষ বা পরম জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন।

এই উৎসব শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মেই সীমাবদ্ধ নয়। বৌদ্ধ ধর্মে, এই দিনে গৌতম বুদ্ধ বোধিপ্রাপ্তির পর তাঁর প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন সারণাথে। জৈন ধর্মে, গুরু পূর্ণিমা পালিত হয় ভগবান মহাবীর ও তাঁর প্রধান শিষ্য গৌতম স্বামী-কে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে। শিখ ধর্মেও গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বিশেষ গুরুত্ব পায়।

আজকের দিনে সারা দেশে মন্দির, আশ্রম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলিতে নানা আচার-অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে। গুরু পূজা, প্রার্থনা, উপবাস, ধর্মীয় আলোচনা, সতঙ্গ এবং আধ্যাত্মিক বক্তৃতার মাধ্যমে শিষ্যরা তাঁদের গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। কোথাও কোথাও মিষ্টি বিতরণ, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও সমাজসেবা মূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমেও গুরু পূর্ণিমার উদযাপন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মান জানানো হচ্ছে এই দিনে।

এদিকে, দিল্লির ভাটি মাইনস, মেহরৌলি এলাকায় অবস্থিত 'গুরুজি কা আশ্রম'-এ আজ এক বিশাল ধর্মীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। দিল্লি ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রায় ১ লক্ষ ভক্ত, যার মধ্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভিআইপি উপস্থিত থাকবেন, এই আশ্রমে আসবেন বলে অনুমান করা হয়েছে। এই সমাবেশ উপলক্ষে বিশেষ ট্রাফিক নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দক্ষিণ দিল্লির বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে এসএসএন মার্গ, ভাটি মাইনস রোড, মান্ডি রোড, এমজি রোড, অনুব্রত মার্গ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সমাজ গঠনে অবদানের জন্য গুরুপূর্ণিমায় গুরুদের শ্রদ্ধা নিবেদন মেয়রের

আগরতলা, ৯ জুলাই: আজ গুরু পূর্ণিমা। মূলত এই গুরু পূর্ণিমার দিনে অনেকেই নিজের গুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন। আষাঢ় মাসের এই পূর্ণিমা তিথিতে অনেকেই গুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে করেন পুজো। গুরুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে অনেকেই ব্রতও রাখেন। এদিন বিজেপির উদ্যোগে সমাজের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে দিয়ে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমাজ গঠনে তাদের অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে মেয়র তথা রামনগরের বিধায়ক দীপক মজুমদার নিজ এলাকার গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এদিন প্রথমে তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ধনঞ্জয় গন চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করেছেন। পরবর্তীতে দ্রোণাচার্য্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীকেও সংবর্ধনা প্রদান করেন মেয়র। এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, আমাদের আশেপাশে সমাজ গঠনে যাদের অবদান রয়েছে, আজ গুরুপূর্ণিমার দিনে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রামনগরের বাসিন্দা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ

ধনঞ্জয় গন চৌধুরী এবং দ্রোণাচার্য্য কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। সমাজ গঠনে অবদানের জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মেয়র দীপক মজুমদার।

বন্যায় দুর্গতদের পাশে ৩৫ নং বিলোনীয়া মন্ডল

বিলোনিয়া, ১০ জুলাই : বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্তের নির্দেশে বিজেপি কার্যকর্তারা বিগত দুদিনের টানা বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে যে সকল মানুষ জন আশ্রয় নিয়েছে তাদের হাতে শুকনো খাবার সহ শিশুদের দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

প্রশাসনের পাশাপাশি বিজেপি ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডল এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর এক সামাজিক কাজ করে যাচ্ছেন। মন্ডল এলাকার যেকোনো মানুষ সমস্যায় পড়লে তাদের কাছে ছুটে গিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

যেমন উত্তর ভারত চন্দ্র নগর বাজারে একই রাতে একই সাথে ২৪ টি দোকান চুরি হওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ঠিক তেমনি অসুস্থ রোগী থেকে দুস্থদের সব সময় সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তিনি।

ইতিমধ্যে বিলোনিয়া শহরের রামঠাকুর পাড়া এবং মাইছড়া গাছ বাড়িয়া এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের বিভিন্ন রকমের সাহায্য সহযোগিতা সহ নগদ অর্থ তুলে দিয়েছেন মন্ডল সভাপতি সায়ন্তন দত্ত। যাতে করে পরিবার গুলি আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে সমর্পণ সভার আয়োজন আরএসএস-এর মুঙ্গিয়াকামি খণ্ডের রূপাছড়া মিলন শাখার উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুলাই: গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সমর্পণ সভার আয়োজন করল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস)-এর মুঙ্গিয়াকামি খণ্ডের রূপাছড়া মিলন শাখা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাতে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রূপাছড়া কালী মন্দির প্রাঙ্গণে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ম সেবক সংঘের রূপাছড়া মিলন শাখার কর্মী ও সমর্থকেরা। গুরু পূর্ণিমার মহতী তিথিতে সংঘের 'ধস স্থলে' (প্রতীকী কেন্দ্র) বিশেষ সমাপন অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে আরএসএস-এর ভূমিকাকে কুর্নিশ জানান। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রীয় স্বয়ম সেবক সংঘ সমাজসেবা ও দেশরক্ষার জন্য নিজেদের সর্বদা নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করে আসছে।" তিনি সংগঠনের আদর্শ ও কর্মপন্থাকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান।উপস্থিত সকলেই গুরু পূর্ণিমার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এই বিশেষ দিনে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি আরো যত্নবান হওয়ার সংকল্প গ্রহণ করেন।এই সমর্পণ সভা শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং একটি সামাজিক বার্তা কিভাবে গুরু-শ্রদ্ধা ও সংগঠনের নীতিকে বাস্তব জীবনে ধারণ করা যায়।

মণিপুরে ১৮ কোটি টাকা মূল্যের মাদক উদ্ধার; দুই মাদক বিক্রেতা আটক

ইম্ফল, ১০ জুলাই : মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনী গত ২৪ ঘণ্টায় একাধিক অভিযানে ১৮ কোটি টাকা মূল্যের মাদক জব্দ করেছে, এক মিলিট্যান্টকে আটক করেছে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে, এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ কর্মকর্তারা।

মণিপুর পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী-এর একটি যৌথ দল চুরাচাঁদপুর—কাঙপকপি সড়কের তুপুল ব্রিজে একটি গাড়ি আটক করে। ওই গাড়ি থেকে ১৯৬টি সোপ কেসে লুকানো ২.১৯৩ কেজি সন্দেহভাজন হেরোইন বা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের আনুমানিক মূল্য ১৮ কোটি টাকা। দুই ব্যক্তিগিনমিনলেন হাওকিপ (২৪) কাংপকপির এবং হলমিনলেন খংসাল (৩০) চান্দেলের বাসিন্দাআটক হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, চান্দেল জেলা মিয়ানমারের সঙ্গে একটি সুরক্ষিত সীমান্ত ভাগ করে।

আরেকটি আলাদা অভিযানে সেনাপতির মাও চেকপোস্ট থেকে পুলিশ ২২ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে, যার মূল্য প্রায় ২.১৮ লক্ষ টাকা। আটক দুই ব্যক্তি হলেনআজমির সরিফ (১৯) এবং ইলিয়াস আলী শাহ, যাদের বাড়ি থৌবাল জেলায়।

এদিকে, মণিপুর পুলিশ ইম্ফাল পশ্চিমের লামফেল সুপার মার্কেট এলাকা থেকে নিষিদ্ধ কঙ্গেলিপাক কমিউনিস্ট পার্টি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ)-এর সদস্য শ্যামচন্দ সিংহ (৩৮)কে আটক করেছে। তাকে বিষ্ণুপুর এবং থৌবাল জেলায় চাঁদাবাজি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

অপরদিকে, মণিপুর পুলিশ একটি চুরির মামলায় সন্দেহভাজন মোহাম্মদ হেফাজুদ্দিন বোবয় (২৭)-এর বাড়িতে অভিযান চালায়। যদিও হেফাজুদ্দিন পালিয়ে যায়, তবে পুলিশ একটি চুরি হওয়া হোন্ডা অ্যাকটিভা ৬জি স্কুটার উদ্ধার করেছে, যা ৫ জুলাই ইম্ফাল পূর্বের থঙজু থেকে চুরি হয়েছিল। পুলিশ তার অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে।

বিষ্ণুপুর এবং কাংপকপি জেলার একাধিক পৃথক অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি একে-৫৬ রাইফেল, একটি পয়েন্ট থ্রি নট থ্রি রাইফেল, একটি পয়েন্ট থ্রি নট থ্রি লাইট মেশিন গান, একটি ডাবল-ব্যারেল শটগান এবং দুটি সিঙ্গল-ব্যারেল গান।

নিরাপত্তা বাহিনী মণিপুরের সীমান্তবর্তী এবং সংবেদনশীল এলাকায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ জনসাধারণকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো মিথ্যা খবর এবং ভুয়া ভিডিওগুলিতে বিশ্বাস না করার আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়া, তারা অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক ফেরত দেওয়ার জন্য পুলিশ স্টেশন বা নিরাপত্তা পোস্টে আবেদন করেছে।

কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগান এলাকায় জাতীয় সড়ক মরণ ফাঁদে পরিণত, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগান এলাকায় জাতীয় সড়ক মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। দ্রুত জাতীয় সড়ক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে দাবী জানিয়েছেন যানবাহনের চালকরা। রাস্তা নয়, এ যেন পুকুর। আগরতলা উদয়পুর সড়কে কমলাসাগর বিধানসভার হরিশনগর চা বাগান এলাকায় জাতীয় সড়কে এমনটাই মনে হচ্ছে।

টানা প্রবল বর্ষণে হরিশনগর চা বাগান এলাকায় জাতীয় সড়কে বড় বড় গর্ত হয়ে জল জমে রয়েছে। মনে হচ্ছে এ যেন পুকুর। সড়কে দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে অনেকটাই বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে যানচালকদের। দু একবার যান চলাচলের ফলে তাদের গাড়ি অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। সারাদিন যে টাকা রোজগার করে সে টাকা গাড়ি মেরামতে খরচ করে দিতে হয় চালকদের। দ্রুত আগরতলা উদয়পুর সড়কের উল্লেখিত জায়গাটি সারাই করার দাবি জানিয়েছেন যানচালক থেকে শুরু করে পথচারীরা। যেকোনো মুহূর্তেই উক্ত স্থানে বিশাল দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এমনটাই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা।

উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার অভাবে ক্ষতিগ্রস্থ খোয়াই ধলাবিল পালপাড়ার কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ জুলাই: উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার অভাবে খোয়াই মহকুমার ধলাবিল পালপাড়ার কৃষকরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সেচের অভাবে সঠিকভাবে ফসল উৎপাদন করতে না পারায় তারা জীবনজীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। দীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ কৃষিজমিতে সেচের জন্য সরকারি পাম্প মেশিনের জল থেকে বঞ্চিত ধলাবিল পাল পাড়ার কৃষকরা।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ কৃষকরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, ১৯৯৭ সাল থেকে এই সরকারি জলের উৎসটি তাদের এখান থেকে সরিয়ে নেওয়র পর পাইপ লাইনের সমস্যার কারণে জল থেকে বঞ্চিত তারা। এতে করে কৃষি জমিতে জলের অভাবে কৃষিকাজ ব্যাহত হচ্ছে কৃষকদের। বৃষ্টি কিছুটা হলেই কৃষকরা কৃষি খেতে যায় চাষাবাদ করার জন্য। এই সমস্যাটির কথা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিশেষ করে ডিডাব্লিউএসএর আধিকারিকদের জানিয়েও কোন কাজের কাজ হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অবিলম্বে এই সেচ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন।

ডিএনএ ক্লাব ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলে: মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: ডিএনএ ক্লাব ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলে,বললেন মেয়র দীপক মজুমদার। বৃহস্পতিবার বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হল ডিএনএ ক্লাবের। দেশের জৈব বৈচিত্র্য, স্থানীয় জৈব-সম্পদগুলির গুরুত্ব, তাদের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর স্কুলগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ সচেতনতা ক্লাব বা ডিএনএ ক্লাব তৈরি করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

তার অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে উদ্বোধন হল ডিএনএ ক্লাবের। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র তথা রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর ভাস্বতি দেববর্মা, শিখা ব্যানার্জি সহ অন্যান্যরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন, এ ধরনের ডিএনএ ক্লাব জৈবপ্রযুক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার সুযোগ প্রদান করে, পাশাপাশি জৈব বৈচিত্র্যের মূল্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে আরও ভাল ধারণা বৃদ্ধি করে।

এ ধরনের ডিএনএ ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা হয়। এই ক্লাবগুলো বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালা, সেমিনার, এবং প্রদর্শনী আয়োজন করে থাকে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক আগ্রহ তৈরি করতে সহায়ক।

ফিশারি কলেজে ২৫তম জাতীয় মৎস্য দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: ফিশারি কলেজে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় ২৫ তম জাতীয় মৎস্য দিবস। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস সহ দপ্তরের আধিকারিকরা।

লেম্বুছড়াস্থিত ফিসারি কলেজে আজ অনুষ্ঠিত হয় ২৫ তম জাতীয় মৎস্য চাষি দিবস। এই দিবসকে সামনে রেখে ফিশারি কলেজের অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস এবং দপ্তরের অধিকর্তা সন্তোষ দাস ও ফিসারী কলেজের প্রিন্সিপাল অরুন ভাই পাটেল সহ অন্যান্যরা। এদিন এই জাতীয় মৎস্য দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্টল বসানো হয়। স্টল গুলি ঘুরে দেখেন মন্ত্রী।

৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এ কর্মসূচি পালন করা হবে। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় এবিভিপি গতিবিধি সেবার্থী বিদ্যার্থী এর পক্ষ থেকে ঋতুমতী অভিযানের মাধ্যমে কৈলাশহর ছাত্রী আবাসে সেনেটারী প্যাড বিতরণ , তেলিয়ামুড়া এবং কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিষ্টি এবং ফল বিতরণ এবং ত্রিপুরেশ্বরী ছাত্র আবাসে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খাতা কলম বিতরণ করা হয়।

এরকম আরো বিভিন্ন সেবামূলক কাজের উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন জেলায়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সমবেদনা মূলক ভাবধারায় জাগরিত করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াই সেবা বিদ্যার্থীর লক্ষ্য।

পানিসাগরে মৎস্যচাষ বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জুলাই: জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আজ পানিসাগর মৎস্যচাষ জ্ঞান কেন্দ্রে পানিসাগর মহকুমাভিত্তিক মৎস্যচাষ বিষয়ের উপর একদিবসীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করে বিধায়ক বিনয়ভূষণ দাস বলেন, মৎস্যচাষের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। সেইজন্য মাছচাষিকে আরও উৎসাহিত করার জন্য এধরণের কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।এজন্য তিনি মৎস্য দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন অনুরাধা দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন ধনঞ্জয় দেবনাথ, মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক মো: কামাল হোসেন প্রমুখ। কর্মশালায় পানিসাগর মহকুমা এলাকার ১০০ জন মৎস্যচাষি অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিহিংসামূলক ঘটনায় পুকুরের জল জমে প্লাবিত অসহায় মহিলার বসত ঘর, প্রশাসনের দ্বারস্থ মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১০ জুলাই : প্রতিহিংসামূলক পুকুরের জল যাওয়ার ডেইন বন্ধ করে, এক অসহায় মহিলার ঘর জলের মাঝখানে ডুবালো ফারুক হোসেন নামে এক ব্যক্তি, এমনটাই অভিযোগ মহিলার। ঘটনা সোনামুড়া রাঙ্গামাটিয়া এলাকায়।

চারিদিকে জল আর জল, আর মাঝখানে একটি বসতঘর জলের তলায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায় রাঙ্গামাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ড এলাকার জোসনা বেগম সরকারি ঘর পেয়ে বসত ঘরটি তৈরি করেছেন। তার এই বসতঘরের পেছনে বিরাট এক পুকুর রয়েছে। সেই পুকুরের জল পতিত হওয়ার জন্য আগে থেকে একটি ডেইন ছিল, যার ফলে সে পুকুরের অতিরিক্ত জল এ ড্রেন দিয়ে পতিত হত। ফলে কোন সমস্যা হতো না। কিন্তু এবার এ ডেইন উপর মাটি ভরাট করে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয় একই এলাকার প্রতিবেশী ফারুক হোসেন নামে এক ব্যক্তি, এমনটাই অভিযোগ।

কিন্তু গত কয়েকদিন টানা বৃষ্টির ফলে ওই পুকুরে প্রচন্ড পরিমাণে জল বাড়তে থাকে, আর এদিকে ড্রেন বন্ধ করার ফলে পুকুরের জল পতিত না হয়ে পুরো জল পুকুরে আটকে গিয়ে জোসনা বেগমের ঘরে প্রবেশ করে, ঘর লন্ডভন্ড করে দেয়। এ বিষয়ে ঘরের মালিক জোসনা বেগম রাঙ্গামাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে জানালেও ফারুক হোসেন কোন কর্ণপাত করেনি,অর্থাৎ পুকুরের অতিরিক্ত জল ডেইন বন্ধ থাকার ফলে জোসনা বেগমের বসত ঘর জলের তলায়।

এদিকে অভিযুক্ত ফারুক হোসেন সাংবাদিকদের আসার খবর শুনে তড়িঘড়ি করে কয়েকজন লোক নিয়ে বন্ধ করার ড্রেনটি পুকুরের জল পতিত হওয়ার জন্য গর্ত করতে শুরু করেন, কিন্তু তার আগে জোসনা বেগমের বসত ঘরটি জলের তলায়। এই বিষয়ে জোসনা বেগম ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানা একটি মামলা করবেন বলেও জানিয়েছেন। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয় অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রে ঝটিকা সফরে দিয়ে অবাক মন্ত্রী, চরম অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুলাই: গর্ভবতী মা ও শিশুদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং সার্বিক বিকাশে ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই প্রকল্পগুলির সফল রূপায়নে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে কিছু কেন্দ্রের কার্যকলাপ প্রশ্নের মুখে পড়ছে। সম্প্রতি এমনই এক চিত্র ধরা পড়ল ২৯ নম্বর কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চাকমাঘাট এলাকার 'তুই মধু' অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা কৃষ্ণপুরের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা হঠাৎ করে ওই কেন্দ্রটি পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনের সময়ই তাঁর নজরে আসে চাঞ্চল্যকর অনিয়ম। শিশুদের উপস্থিতির খাতায় দুইদিনের অনুপস্থিতির তথ্য থাকা সত্ত্বেও, স্টক রেজিস্টারে ভুয়া উপস্থিতি দেখিয়ে খাবার বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য জালিয়াতি করা হয়েছে। এই অবৈধতা ও গাফিলতির সরাসরি প্রমাণ পাওয়ার পর মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পুণ্য লক্ষী কপালির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজারকে বিষয়টি জানাতে বারবার ফোন করলেও সুপারভাইজার ফোন রিসিভ করেননি। এই ঘটনা নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, "শিশু ও মায়েদের স্বার্থে সরকারের প্রকল্পগুলি যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়, তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের দায়িত্ব। এই ধরনের গাফিলতি ও অব্যবস্থা একেবারেই বরদাস্ত করা হবে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"ঘটনাটি সামনে আসার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা মন্ত্রীর পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলেছেন।এদিন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আরও বেশ কয়েকটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নির্দেশ দেন, যেন শিশুরা সঠিক পরিচর্যা ও শিক্ষার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সমাজ ও দেশের জন্য একজন গুণমানসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'শৈশবের ভিত্তি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই গড়ে ওঠে। তাই এখানে অব্যবস্থা ও অবহেলা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।"

ইন্টিগ্রেটেড ইউথ অফ ত্রিপুরা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই কুঞ্জবন কুমারীটিলা এলাকায় ইন্টিগ্রেটেড ইউথ অফ ত্রিপুরা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সংঘটিত করা হয়। ইন্টিগ্রেটেড ইউথ অফ ত্রিপুরা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে কুঞ্জবন কুমারীটিলা এলাকায় প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে "এক পের মাকে নাম" বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটের জয়া ধানুক।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিকেটর ইউথ অফ ত্রিপুরা সামাজিক সংস্থার সম্পাদক সত্যজিৎ নাহা, আইনজীবী সায়ন নাহা সহ ইন্টিগ্রেটেড ইউথ অফ ত্রিপুরার সভাপতি রঞ্জিত দে সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন কুমারি টিলা এলাকায় গাছ লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বার্তাকে আরো বেশি করে জনসমাজে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান রাখলেন ইন্টিগ্রেটেড ইউথ অফ ত্রিপুরা কর্মকর্তা সহ কর্পোরেটর।

জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস উপলক্ষে কমলপুরে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মশালা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ জুলাই: জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস উপলক্ষে কমলপুরের গারদ টিলায় মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মশালা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার কমলপুর আভাঙ্গা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক উদ্যোগে 'জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস' উদযাপন উপলক্ষে কমলপুরের গারদটিলা মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাছের প্রণোদিত প্রজননের বিষয়ে একদিবসীয় কর্মশালা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা। তাছাড়া, মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী আর ডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, দুর্গা চৌমুহনী আর ডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান দেবপ্রসাদ দেববর্মা, আভাঙ্গা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক সুমেন শীল, ফিসারি অফিসার অপু দাস সহ অন্যান্যরা। একদিবসীয় কর্মশালায় মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক মৎস্য চাষী উপস্থিত ছিলেন। এরমধ্যে ২জন প্রগতিশীল মৎস্য চাষীকে এবং ১টি এস এইচ জি গ্রুপকে মেমোন্টু ও সার্টিফিকেট দিয়ে পুরষ্কৃত করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আভাঙ্গা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক সুমেন শীল। তিনি বলেন, ১৯৫৪ সালে ১০ জুলাই এই দিনে ডক্টর হীরালাল চৌধুরী ও ডক্টর কে এইচ আলীকুন্ডি মৎস্য প্রজনন আবিষ্কার করেন। সেই থেকে ১০ জুলাই দিনটি জাতীয় মৎস্য চাষী দিবস পালিত হয়ে আসছে। আজ সারা রাজ্যে মৎসচাষী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে।

াঙ্গন

নীলজ্যোতি রাখাল শীল্ড নকআউট ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে আজ বীরেন্দ্র-লালবাহাদুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। উদ্বোধন আগামীকাল (শুক্রবার)। উদ্বোধনী ম্যাচে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার খেলবে বীরেন্দ্র ক্লাবের বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত নীলজ্যোতি রাখাল শীল্ড নক আউট ফুটবল আসরে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ সন্ধ্যা ছয়টায় শুরু হবে ম্যাচটি। উদ্বোধনী ম্যাচে কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে বীরেন্দ্র ক্লাব এমনই আশা করছেন ফুটবলপ্রেমীরা। কারণ হিসেবে অনেকেই মনে করছেন স্থানীয় দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে ওই দলটি বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলার ফলে এখন অনেকটা সংঘবদ্ধ। ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়াও ভালো।

এই একটা জায়গায় কিছুটা পিছিয়ে থাকবে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। তবে যথেষ্ট লড়াকু দল করার চেষ্টা করেছে এবছর লাল-হলুদ দল লালবাহাদুর। ফলে বিনা লড়াইয়ে ১ ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ বনমালীপুরের ওই ক্লাবের ফুটবলাররা। কোচ সমরজিৎ দেববর্মা গোটা দলকে তাঁতিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলছেন। এমনিতেই দলীয় ফুটবলাররা অনুশীলন ঠিকভাবে পাননি। ফলে বোঝাপড়ার অভাব কিছুটা দেখা দিতে পারে মনে করছেন ফুটবলপ্রেমীরা। এদিকে বীরেন্দ্র কোচ ইন্দ্রজিৎ সূত্রধর আজ জয় পাওয়া নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। বলেন, দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলার সুবাদে দলীয় ফুটবলারা খেলার মধ্যেই রয়েছে। এটা আমাদের কাছে বাড়তি পাওনা। বিশ্বাস করি, ছেলেরা যদি নিজেদের খেলাটা খেলতে পারে তাহলে আমরা জয় পাবোই। প্রতিপক্ষ দল স্থানীয় এবং ভিন রাজ্যের ফুটবলারদের নিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী। তাই আমাদের সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে। লালবাহাদুরের কোচ চাইছেন, শুরু থেকেই আক্রমাত্মক ফুটবল খেলা। যাতে শুরুতেই গোল পেয়ে যাওয়া যায়। ফলে লড়াই হবে জমজমাট এমনই আশা করছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

রাখাল শীল্ড ফুটবলের প্রাইজমানি লক্ষাধিক টাকা আজ শুরু, উদ্বোধক মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকঘন্টা। শুরু হতে চলেছে নীলজ্যোতি রাখালশীল নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী দিনে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার খেলবে বীরেন্দ্র ক্লাবের বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত আসরে। আজ সন্ধ্যা ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইটে হবে ম্যাচটি। আসরের উদ্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীকে। এছাড়া বলে লাথি মেরে আসরের উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন ফুটবলার দীপঙ্কর দেব। এছাড়া উপস্থিত থাকবেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার সভাপতি প্রণব সরকার এবং সচিব অমিত চৌধুরী সহ অন্যান্যকর্তারা। আসরে খেলা দেখা গুলোর জন্য ফুটবলপ্রেমীদের কাছে টিকিট ধার্য্য করা হয়েছে ৩০ টাকা করে। এদিকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আসরে অংশ নেওয়া বিভিন্ন দলের কোচ কর্মকর্তা এবং অধিনায়কদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তারা। উপস্থিত ছিলেন নকআউট কমিটির সচিব কৃষ্ণপদ সরকার। আসরের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন ক্লাবের কর্তাদের। এ বছর আসরে অংশ নিয়েছে দশটি দল: এগিয়ে চলো সংঘ, ফরোয়ার্ড ক্লাব, লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার, রামকৃষ্ণ ক্লাব, নাইন বুলেটস ক্লাব, কল্যাণ সমিতি, টাউন ক্লাব, ব্লাড মাউথ ক্লাব, জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন এবং বীরেন্দ্র ক্লাব। আসরের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল সুদৃশ্য ট্রফি সহ প্রাইজমানি বাবদ পাবে যথাক্রমে ৬০ এবং ৪০ হাজার টাকা। এদিকে আসরে ভালো ফলাফল করতে জোড় কদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সবকটি দল। এবছর শক্তিশালী দল গড়েছে এগিয়ে চলো সংঘ, ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং ব্লাড মাউথ ক্লাব বলে ময়দান সূত্রে খবর।

উদ্বোধনী ম্যাচ থেকেই ভালো খেলা ও সাফল্যের লক্ষ্যে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাফল্যের সূচনা করতে চাইছে রাখাল শীল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ থেকেই।

সুদূর কেরালা থেকে প্রথমবার ত্রিপুরায় আসা আনান্দো বোবানের হাতে দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যাশা প্রথমত মাঠে ভালো খেলা। ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের দুর্দান্ত খেলা উপহার দেওয়া। মুখ্যত, টার্গেট রয়েছে রাখাল শীল্ডে চ্যাম্পিয়নের পর দলে আরও কয়েকজন ফুটবলারকে নিয়ে দলকে আরো সমৃদ্ধ করে প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে সাফল্য অর্জন। ঐতিহ্যবাহী লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার, একসময়ের এক মরশুমে একাধিক ট্রফি বিজয়ের গৌরব অর্জনকারী সুনাম আবারও অর্জন করতে চাইছে। আজ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের সভাকক্ষে আয়োজিত জার্সি লঞ্চিং অনুষ্ঠানে ক্লাব সম্পাদক অমল দেববর্মা ঠিক এভাবেই এবারকার ফুটবল দল সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের কথা তুলে ধরেন।

একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানান এবারকার ক্লাব দলকে সাফল্যের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা একাধিক স্পন্সরর তথা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের। একই অনুষ্ঠানে এবারকার ক্লাব টিমের খেলোয়ারদের নামের তালিকাও ঘোষণা করা হয়।

অধিনায়কের নাম ঘোষণার পর সতীর্থ খেলোয়াড়রা করতালিতে অভিনন্দন জানান। সংকেত দিয়েছে টিমের বন্ডিং এবং ব্যালান্সিংয়ের। দলের খেলোয়াররা হলেন আনান্দো বোবান (অধিনায়ক), আনসিল, ক্রিস্টিয়ান লাল থা যোয়ালা, কবীর লামা, আনমোল লামা, পেম্বা রাই, সেইটাম অঙ্গম সিং, মাইসনাম লাকি সিং, রিচার্ড ভ্যান লাল তোয়া মা, লাল রিণ লোয়া, ডিঙ্কু শর্মা, সুমন্ত দেববর্মা, জনসন দেববর্মা, জনি জমাতিয়া, সিনলাক জমাতিয়া, জগৎ হরি জমাতিয়া, মনি ত্রিপুরা।

কোচ-সমরজিৎ দেববর্মা। সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি মন্ডলী এবং স্পন্সরর নারায়ণ সাহা, পার্থ দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিলেতে ইতিহাস ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম বার টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারতের মহিলা দল। তা-ও আবার ইংল্যান্ডের মাটিতেই। বুধবার রাতে ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ ম্যাচে তারা জিতল ছয় উইকেটে। এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ পকেটে পুরল হরমনপ্রীত কৌরের দল। শনিবার শেষ ম্যাচ বার্মিংহামে।

২০০৬-এ একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারত হারিয়েছিল ইংল্যান্ডকে। তার পর থেকে দেশ বা বিদেশি, দুই মাঠেই ইংল্যান্ডের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হেরেছে ভারত। ১৯ বছর পর অবশেষে সাফল্য। বুধবারের জয় এসেছে ভারতীয় স্পিনারদের দাপটে। শ্রী চরণী (২-৩০), রাধা যাদব (২-১৫) এবং দীপ্তি শর্মা (১-২৯) ভাল বল করেন।

ভারতের স্পিনারদের কারণে ইংল্যান্ডের কোনও ব্যাটারই চালিয়ে খেলতে পারেননি। রান তুলতে বেশ সমস্যায় পড়েছেন। ভারতের ফিল্ডিংও খুব ভাল হয়েছে। ফলে ইংল্যান্ড কোনও সময়েই বিপজ্জনক হতে পারেনি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১২৬-এর বেশি তুলতে পারেনি ইংল্যান্ড।

জবাবে স্মৃতি মন্ধানা এবং শেফালি বর্মার ৫৬ রানের ওপেনিং জুটিই ভারতের ভিত তৈরি করে দেয়। স্মৃতি ৩২ এবং শেফালি ৩১ রানে ফেরার পর জেমাইমা রদ্রিগেস অপরাজিত থাকেন ২৪ রানে। হরমনপ্রীত ২৬ করেন। তিন ওভার বাকি থাকতেই ম্যাচ জেতে ভারত। ম্যাচের পর অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেন, "আমরা জিততে পেরে গর্বিত। গোটা সিরিজেই ভাল খেলেছি। ছন্দ ফিরে পাওয়া খুব দরকার ছিল। দলের প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে অবদান রেখেছে।" হরমনপ্রীত আরও বলেন, "এ দেশে আসার আগে জাতীয় শিবিরে প্রত্যেকে পরিশ্রম করেছি। নিজের পরিকল্পনা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে। এখানে এসে সেগুলো কাজে লাগাতে পেরেছি। সকলে নিজেদের ভূমিকা জানত। সে ভাবেই খেলেছি।"

রিয়ালকে ছিন্নভিন্ন করে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজি

'ও ছেড়ে গেলে আমরা আরও ভালো টিম হিসাবে খেলতে পারব।' কিলিয়ান এমবাপে যখন প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়লেন তখন জোর গলায় দাবি করেছিলেন কোচ লুইস এনরিকে। সেটা শুধু ফাঁকা বুলি ছিল না, ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিল প্যারিসের ক্লাবটি। রিয়াল মাদ্রিদকে স্রেফ ফালাফালা করে দিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠল পিএসজি।

এদিন ম্যাচের প্রথম ২৪ মিনিটেই কার্যত তছনছ হয়ে যায় রিয়াল দুর্গ। পিএসজির মুহুর্মুহু আক্রমণে ফালা ফালা হয়ে গেল রিয়াল রক্ষণ। মাত্র ৭ মিনিটের ব্যবধানে ৩ গোল হজম করে ম্যাচ থেকে কার্যত ছিটকে গেল লস ব্ল্যানকসরা। রিয়ালের ছন্নছাড়া রক্ষণ আর নড়বড়ে মাঝমাঠের ফাঁকে গলে ওই কয়েক মিনিটেই ম্যাচ বের করে নিয়ে চলে গেলেন প্যারিস ফরওয়ার্ডরা।

ম্যাচের ১৭ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ফাবিয়ান রুইজ। এর চার মিনিট পরেই ডেম্বেলের নিখুঁত ফিনিশ। খানিকক্ষণ বাদে ফের রুইজ। মাত্র ২৪ মিনিটেই স্কোরলাইন ৩-০! এর মধ্যে আবার অন্তত দুটি নিশ্চিত গোল রুখে দেন রিয়াল গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া। না হলে প্রথমার্ধের স্কোরলাইন আরও লজ্জায় ফেলত রিয়ালকে। এর পর আর রিয়ালের কামব্যাকের কোনও রাস্তাই ছিল না। তাছাড়া রিয়াল আক্রমণে ভিনিসিয়াস, এমবাপেদের মধ্যে যে একেবারেই সমন্বয় নেই, সেটাও বারবার চোখে পড়েছে। রিয়ালের লজ্জার অবশ্য আরও বাকি ছিল। ম্যাচের ৮৭ মিনিট রামোস গোল করে রিয়ালের কফিনের শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন।রিয়ালকে ওড়ানোর পর ফাইনালে ইংল্যান্ডের চেলসির মুখোমুখি হবে প্যারিস সাঁ জাঁ। সদ্যই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয় এবং তারপর ক্লাব বিশ্বকাপে যে ফর্ম ফ্যাবিয়ান রুইজ, ডেম্বেলেরা দেখাচ্ছেন তাতে পিএসজি এগিয়ে থেকেই শুরু করবে।

বিরাট নজিরের সামনে পন্থ

হেডিংলিতে দুই ইনিংসে দু'টি সেঞ্চুরি করে রেকর্ড গড়েছেন ঋষভ পন্থ। এবার এজবাস্টনেও তাঁর সামনেও নজিরের হাতছানি। ডন ব্র্যাডম্যান, রাহুল দ্রাবিড়, ব্রায়ান লারাদের সঙ্গে একই সারিতে বসে পড়ার সুযোগ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপারের সামনে।

২০২২ সালে এই এজবাস্টনেই মাত্র ১১১ বলে ১৪৬ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন পন্থ। তিনি দ্বিতীয় টেস্টে ফের একবার সেঞ্চুরি হাঁকালে ব্র্যাডম্যান, দ্রাবিড়, লারাদের পর সপ্তম বিদেশি ব্যাটার হিসাবে ইংল্যান্ডে টানা তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরি করবেন।

রাহুল দ্রাবিড়ই একমাত্র ভারতীয়, যিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ২০০২ সালের ইংল্যান্ড সিরিজে টানা তিনটি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন 'দ্য ওয়াল'। ২০২২ সালে কিউয়ি তারকা ড্যারিল মিচেল শেষবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরপর তিনটি শতরান হাঁকিয়েছিলেন ।ইংল্যান্ডে পন্থের রেকর্ড খুবই ভালো। ১৯ ইনিংসে ৪২.৫২ গড়ে ৮০৮ রান করেছেন তিনি। এর মধ্যে চারটি শতরান এবং দু'টি অর্ধশতক। ঘটনাচক্রে ২০২২ সালে এজবাস্টনে পন্থ ঝোড়ো সেঞ্চুরি করলেও টেস্ট জিততে পারেনি ভারত।

অনূর্ধ ১৭ রাজ্য আন্তঃ স্কুল দাবা শুরু ২৬শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরিবর্তন হলো সূচিতে। দু''দিনব্যাপী রাজ্য স্কুল রেটিং দলগত দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ২৬ জুলাই। অনূর্ধ ১৪ এবং ১৭ দু বিভাগে আসর হওয়ার কথা ছিল। এখন তা কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথমবর্ষ ওই আসর হবে শুধুমাত্র অনূর্ধ ১৭ বিভাগে। রাজ্য দাবা সংস্থা সূত্রে এ খবর জানা গেছে। রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ জানান, অনূর্ধ ১৭ বিভাগের তেমনভাবে কোনও স্কুল সাড়া দিচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়েই আমরা ওই আসর শুধুমাত্র অনূর্ধ ১৭ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফলে অনূর্ধ ১৪ বছরের দাবাড়ুরা অনূর্ধ ১৭ আসরে খেলতে পারবে। ফলে বঞ্চিত হবে না অনূর্ধ ১৭ বিভাগের দাবাড়ুরাও। রাজ্য দাবা সংস্থার ওই সিদ্ধান্তে খুশি বিভিন্ন স্কুলের দাবাড়ুরাও। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি স্কুল থেকে দাবাড়ুদের নাম আসছে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে প্রথম বর্ষই আসরকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে যাবতীয় উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তারা। সকলের লক্ষই একটা, আসরকে স্মরণীয় করে তোলা।

টিএফএ-র শিল্ড, লীগে বাঁশি বাজাবেন আসামের ২ রেফারি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যে এলেন আসামের ২ জন রেফারী। স্থানীয় রাখল শিল্ড এবং প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে ম্যাচ পরিচালনা করার জন্য। ক্লাব গুলো নিয়ে সভায় ঠিক হয়েছিল আসন্ন ফুটবল মরশুমের শেষ দুটি আসরের জন্য ভিন রাজ্য থেকে রেফারি আনা হবে। সেই মোতাবেক আসাম থেকে আনা হলো ২ জন রেফারীকে। বৃহস্পতিবার দুপুরের বিমানে আগরতলা আসেন রেফারী বাজু টিসো এবং ধনেশ শাহ। আগরতলা বিমানবন্দরে ২ রেফারিকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন নক আউট কমিটির সচিব কৃষ্ণপদ সরকার। আজ রাখল শিল্ড নক আউট ফুটবলরের উদ্বোধনী ম্যাচে বাঁশী বাজাতে দেখা যাবে ভিন রাজ্যের এই রেফারিদের।

আবার আইপিএলে কেলেঙ্কারি!

ভারতীয় ক্রিকেটে আবার লজ্জা। আরও একবার দুর্নীতি প্রকাশ্যে। গ্রেফতার হলেন হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এইচসিএ) সভাপতি জগন মোহন রাও। এ বারও মঞ্চ সেই আইপিএল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (এসআরএইচ) ম্যাচের টিকিট বিক্রি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ।

এ বারের আইপিএলে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সানরাইজার্সের ম্যাচের টিকিট বিক্রি নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। তার পরেই সিআইডি-র হাতে গ্রেফতার হলেন জগন।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকেই অভিযোগ করা হয় এইচসিএ-র বিরুদ্ধে। অভিযোগে বলা হয়, হায়দরাবাদের ম্যাচের কমপ্লিমেন্টারি টিকিট নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ভয় দেখানো, বলপ্রয়োগ এবং ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে। এসআরএইচ আরও অভিযোগ করেছে যে, ২৭শে মার্চ লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের ম্যাচের আগে জগন স্টেডিয়ামের এফ৩ কর্পোরেট বক্স তালাবন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই বক্স লখনউয়ের মালিক সঞ্জীব গোয়েনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

এই বিতর্কের পর তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি একটি ভিজিল্যান্স তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্তে জানা যায় যে, জগন তাঁর পদের অপব্যবহার করে

জট কাটল এশিয়া কাপের!

লন্ডন: ভারত বনাম পাকিস্তানের সীমান্ত সংঘর্ষের পর এশিয়া কাপ নিয়েও প্রশ্ন চিহ্ন উঠে গিয়েছিল। কারণ ভারত আদৌ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে কি না, সেটা অবশ্যই বড় প্রশ্নের ছিল। ভারতীয় দল এশিয়া কাপে না খেললে টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাবে, সেটা পরিষ্কার। তবে এশিয়া কাপ নিয়ে সংশয়ের মেঘ কিছুটা হলেও কাটছে।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে আরব আমিরশাহিতে এই টুর্নামেন্ট শুরু হতে পারে। সূচি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা চলছে ।যা শোনা যাচ্ছে, ৭ সেপ্টেম্বর ভারত বনাম পাকিস্তানের মেগা ক্রিকেটীয় যুদ্ধ দেখতে পারে ক্রিকেটবিশ্ব। তবে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। পুরোটাই আলোচনার স্তরে রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো আগামী ২৪ জুলাই ঢাকায় এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠক নিয়েও একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ওই নির্দিষ্ট দিনে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের বৈঠক হবে কি না, সেটাও জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে এশিয়া কাপ হওয়ার সম্ভবনা বেশ ভালোরকমই রয়েছে। যদি শেষপর্যন্ত এশিয়া কাপ বাতিল হয়ে যায়, তার বিকল্প ভেবে রাখা হচ্ছে। এশিয়া কাপের ওই উইন্ডোতে একটা ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজের আয়োজন করা হবে। এর বাইরে আরও একটা খবর রয়েছে। আগস্টে বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার কথা ছিল ভারতীয় টিমের ।কিন্তু ভারতীয় বোর্ডের তরফে সেই সফর স্থগিত করা হয়েছে ।বাংলাদেশে ওয়ান ডে আর টি-টোয়েন্টি সিরিজ ছিল। এখন ওইসিরিজের পরিবর্তে অন্য কোনও দেশের সঙ্গে সিরিজের কথা ভাবা হচ্ছে। বেশকয়েকটা ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে কথা চালাচ্ছে বিসিসিআই। এটাও শোনা গেল, শ্রীলঙ্কা বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তা নাকি অনেক দূর এগিয়েছে। কারণ আগস্টে শ্রীলঙ্কা ছাড়া অন্য কোথাও খুব একটা সিরিজ হয় না ।সেখানে টিম ইন্ডিয়া তিনটে টি-টোয়েন্টি ও তিনটে ওয়ান ডে খেলতে পারে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো সব ব্যাপারগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দেশের জার্সিতে কোহলি-রোহিতকে মাঠে ফেরাতে তৎপর ভারতীয় বোর্ড

বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে আবার কবে ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে দেখা যাবে, তা কিছু দিনের মধ্যে জানা যেতে পারে। ভারতীয় দলের বাংলাদেশ সফর ঘিরে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় শ্রীলঙ্কার সঙ্গে কথা বলছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। সাদা দলের সিরিজে মুখোমুখি হতে পারে দু'দেশ।

বাংলাদেশের পরিবর্তে শ্রীলঙ্কায় দল পাঠাতে চান বিসিসিআই কর্তারা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রিকেট শ্রীলঙ্কার কর্তাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে। দু'দেশের আন্তর্জাতিক সূচি বিঘ্নিত না করে সময় বার করার চেষ্টা হচ্ছে। অগস্টের মাঝামাঝি শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারে ভারতীয় দল। উল্লেখ্য, অগস্টের শেষে জিম্বাবোয়ে সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে শ্রীলঙ্কার।

এখনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। তাই সরকারি ঘোষণার কোনও প্রশ্ন নেই। বিসিসিআই তিনটি এক দিনের ম্যাচ এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সিরিজের প্রস্তাব দিয়েছে ক্রিকেট শ্রীলঙ্কাকে। দু'সপ্তাহের কম সময়ে সিরিজ শেষ করার কথা বলা হয়েছে। ২০২৩ সালে শেষ বার শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়েছিল ভারত। সে বার ২০ ওভারের সিরিজে জয় এলেও হারতে হয়েছিল এক দিনের সিরিজ।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ একান্তই আয়োজন করা না গেলে, সম্ভবত কোনও সিরিজ খেলবে না ভারত। সে ক্ষেত্রে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে মাঠে নামবে ভারতীয় দল। তার পর অস্ট্রেলিয়ায় সাদা বলের সিরিজ রয়েছে। তেমন হলে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই প্রথম বার দেশের জার্সি পরে নামবেন কোহলি-রোহিত।

জোকোভিচ আবার জিতলেন

উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনালেও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেলেন নোভাক জোকোভিচকে। ২২ নম্বর বাছাই ইটালির ফ্ল্যাবিয়ো কোবোল্লির বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করতে হল ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে। শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ বাছাই জোকার জিতলেন ৬-৭ (৬-৮), ৬-২, ৭-৫, ৬-৪ ব্যবধানে। এক সেট পিছিয়ে থেকেও জোকার জয় ছিনিয়ে নিলেন ৩ ঘণ্টা ১১ মিনিটে। এই নিয়ে ১৪ বার উইম্বলডনের শেষ চারে পৌঁছোলেন জোকোভিচ। পুরুষদের টেনিসে আরও একটি নজির গড়ে ফেললেন সার্ব খেলোয়াড়। এই কৃতিত্ব শুধু রজার ফেডেরারের আছে।

২৩ বছরের ইটালীয়কে হারিয়ে সেমিফাইনালে ২৩ বছরের আর এক ইটালীয়ের মুখোমুখি হবেন জোকোভিচ। শেষ চারের লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ শীর্ষ বাছাই ইয়ানিক সিনার। সেই ম্যাচের আগে নিজের খেলা আরও একটু উন্নত করতে হবে জোকোভিচকে। বুধবার সেন্টার কোর্টে যে ভাবে শুরু করেছিলেন, সে ভাবে সেমিফাইনালে শুরু করলে ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় এ বারও অধরা থেকে যেতে পারে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রতা কমেছে জোকোভিচের। সর্বোচ্চ পর্যায়ের টেনিসে লড়াই চালিয়ে গেলেও প্রতিটি পয়েন্টের জন্য আগের থেকে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কোর্টের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের আগের মতো চোখের পলকে পৌঁছে যেতে পারছেন না। বুধবার জোকারের মন্থরতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন কোবোল্লি। যতটা সম্ভব দীর্ঘ র্যালি খেলার চেষ্টা করেছেন। কোর্টের কোনাকুনি শট খেলার চেষ্টা করেছেন। জোকার পাল্টা লড়াই করেছেন অভিজ্ঞতা দিয়ে। মাঝেমাঝেই নেটে উঠে গিয়েছেন। টপ স্পিন, ভলিতে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। পাল্লা দিয়ে 'এস' সার্ভিস (১৩টি করে) করেছেন দু'জনে। তবু পার্থক্য গড়ে দিয়েছে প্রথম সার্ভিসে সাফল্যের হার এবং ব্রেক পয়েন্ট কাজে লাগানোর দক্ষতা। ম্যাচ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে পা হড়কে কোর্টে পড়েও গেলেন জোকার। কুঁচকির ব্যথা ফুটে উঠল মুখে। নেটের অন্য প্রান্ত থেকে ছুটে এসে তাঁর হাতে র্যাকেট তুলে দিলেন কোবোল্লি। তাতেও দমানো গেল না। ডিউস ভেঙে অনায়াসে জিতে নিলেন ম্যাচ।

কোয়ার্টার ফাইনালে সেরা টেনিস খেলেননি জোকোভিচ। বেশ কিছু 'আনফোর্সড এরর' করেছেন। যেগুলি জোকারসুলভ নয়। সিনারের বাধা টপকাতে হলে তাঁকে আরও তীক্ষ্ণ হতে হবে। না হলে ২৫তম মেজর খেতাবের জন্য অপেক্ষা করতে হবে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম পর্যন্ত।

কোর্টে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় জানতে চাইলে জোকোভিচ বলেছেন, "ম্যাচটা তো শেষ করে উঠেছি। অস্বস্তিকর একটা মুহূর্ত তৈরি হল পড়ে যাওয়ায়। তবে আমি এর পরেও ম্যাচটা শেষ করতে পেরেছি। আশা করি দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে।" যোগ করেছেন, "ঘাসের কোর্টে খেললে এ রকম হতেই পারে। এ বছর মনে হয় আমি এ ভাবে কোর্টে পড়ে যাইনি। যে ভাবে আমি কোর্টে নড়াচড়া করতে পারছি এ বার, এ রকম পড়ে যাওয়াটা একটু অবাক করার মতো। ফিজিয়োর সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

জ্যাভলিন থ্রোয়েও বুমরা ভাল করবেন দাবি নীরজ চোপড়ার

নয়াদিল্লি: একজন বিশ্বের এক নম্বর জ্যাভলিন থ্রোয়ার, অন্যতম মতান্তরে বর্তমান বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলার। কথা হচ্ছে যশপ্রীত বুমরা ও নীরজ চোপড়ার। দুইজনেই বিশ্বদরবারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নীরজ দাবি করেন সুযোগ পেলে যশপ্রীত বুমরা কিন্তু ভাল জ্যাভলিন থ্রোয়ার হতে পারেন।

নীরজের মতে ফাস্ট বোলিংয়ের মতোই জ্যাভলিন দূরত্বে ছোড়ার জন্য ভাল রান আপের প্রয়োজন। পাশাপাশি কাঁধ ও পায়ের জোরও জরুরি। সেইসব কথা মাথায় রেখেই তিনি বুমরাকে বাছাই করেন। স্টার স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নীরজ বলেন, "আমার মনে হয় একজন ফাস্ট বোলার (ক্রীড়াবিদ যিনি ভাল জ্যাভলিন থ্রো করতে পারবেন) করতে পারে। তাই সম্পূর্ণ ফিট যশপ্রীত বুমরা নিজের সেরা ফর্মে কিন্তু মন্দ বিকল্প হবেন না।"

৫ জুলাই থেকে নীরজকে তাঁর নামাঙ্কিত নীরজ চোপড়া ক্লাসিকসে দেখা যাবে। বেঙ্গালুরুতে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। তার আগেই নীরজকে অন্য ক্রীড়াক্ষেত্র থেকে একজনকে বেছে নিতে বলা হয় যিনি ভাল জ্যাভলিন থ্রোয়ার হতে পারবেন। সেই জবাবেই নীরজের মুখে বুমরার নাম শোনা যায়।

প্রসঙ্গত, সদ্যই পরপর দুই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান দখল করেছেন নীরজ চোপড়া। বেশ ভাল ফর্মেই রয়েছেন তিনি। এবার ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সুবাদে পুরষদের জ্যাভলিন থ্রোর ব্যাঙ্কিংয়েও (জ্ঝখন্তত্রন্দ্র ঠন্দ্রন্দ্র ন্দ্রদ্রন্নত্ম ন্থদ্রদ্ধদ্রন্ত্ব) শীর্ষস্থান পুনরায় দখল করে নিলেন নীরজ। গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্সের থেকে শীর্ষস্থান নিজের নামে করলেন ভারতীয় তারকা অ্যাথলিট।

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স এই সপ্তাহের শুরুতেই ব্যাঙ্কিং আপডেট করে। সেই ব্যাঙ্কিংয়ে নিজের রেটিং পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়ায় ১৪৪৫। সেখানে পিটার্সের সংগ্রহ ১৪৩১। নীরজের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন আরশাদ নাদিম কিন্তু প্রথম তিনেও নেই। পাক অ্যাথলিট রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। পড়শি দেশের তারকার দখলে রয়েছে ১৩৭০ পয়েন্ট। নীরজ প্যারিস অলিম্পিক্সের পরেই ব্যাঙ্কিংয়ে নিজের শীর্ষস্থান হারান। পিটার্সের কাছে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে সেই স্থান হারিয়েছিলেন। তবে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পর আবারও সেই স্থান ফিরে পেলেন নীরজ।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রামকৃষ্ণ মন্দিরের মহাপ্রভুর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে দুদেশে বিভিন্ন পাচার বাণিজ্য চালাচ্ছে রফিক, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জুলাই : বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত, ভারতের সীমান্তবর্তী তারকাটা সংলগ্ন গ্রাম আশাবাড়ি। আশাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের, হজর আলী টিলার বাসিন্দা রফিক মিয়া(২৯), পিতা মৃত ফিরোজ মিয়া,পোস্ট অফিস বক্সনগর থানা কলমচৌড়া সোনামুড়া।

রফিক মিয়া ভারত এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্থাৎ দু দেশের নাগরিকত্ব, অবৈধ টাকা পয়সার বিনিময়ে হাতিয়ে নিয়ে বাংলাদেশে বসে থেকে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম চালাচ্ছে বলে তার বিরুদ্ধে কলমচৌড়া থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। তার বিভিন্ন পরিচয় পত্রে তার নাম রফিক মিয়া। কিন্তু বাংলাদেশে তার পরিচয় পত্র আলাদা। বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় পত্রে যার আইডি নাম্বার ৮৭১১১৯৬৭৩৬, মোহাম্মদ বুলবুল আহমেদ পিতা ফিরোজ মিয়া,মাতা মোসাম্মদ রুবিনা আক্তার, বাংলাদেশের জন্ম তারিখ ৩০ নভেম্বর ১৯৯৯। বর্তমানে সে বাংলাদেশের নারায়নপুরে, হাসেম সর্দার বাড়ি, পোস্ট অফিস শশী দল, ব্রাহ্মণপাড়া থানা,কুমিল্লা জেলার এলাকার রঞ্জন মিয়া, পিতা- মৃত হিরন মিয়ার বাড়িতে অবস্থান করছে।

রঞ্জন মিয়া আশ্রয়দাতা হিসেবে পরিচিত লাভ করে, সেখান থেকেই বসে সে সমস্ত ধরনের ভারত বাংলা সীমান্তের আশাবাড়ি বিওপি রহিমপুর এলাকা তারকাটা বেড়া কেটে গরু পাচার, বাইক পাচার, রিকু ফেনসিডিল মাদক কারবারের সঙ্গে ও জড়িত বলে অভিযোগ। সে গাঁজা মানব পাচার অন্যান্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে তার ভাই আলামিন মিয়া এবং রুবেল মিয়া জানিয়েছেন। পূর্বেও গরু চুরি এবং বাইক চুরির মামলা কলমচৌড়া থানায় লিপিবদ্ধ আছে তার নামে। গত ৮-৬-২০২৫ রাতের অন্ধকারে সীমান্তে তারকাটা বেড়া ডিঙিয়ে আশা বাড়িতে প্রবেশ করে, রুবেল এবং আল আমিন মিয়ার সমস্ত ধরনের মূল্যবান কাগজপত্র চুরি করে নিয়ে যায় রফিক, এমনটাই অভিযোগ। ছোট ভাইয়ের রুবেল মিয়ার গাড়ি বিক্রি করা ৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে বাংলাদেশে। বর্তমানে সে জাল নাগরিকত্ব কার্ড বানিয়ে দু দেশে অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। আর এই অপকর্মের সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে হেনস্তা ও সমস্যা শিকার হন রুবেল এবংআলামিন। যেহেতু ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, সে প্রতিনিয়ত অপকর্ম করে পার পেয়ে যাচ্ছে। উক্ত অভিযুক্ত রফিক মিয়ার বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, আশাবাড়ি সীমান্ত এলাকায় বহুল সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি তার দেশদ্রোহী অপকর্ম সীমান্তে বাংলাদেশী সন্ত্রাসের দ্বারা ভারত ভূখণ্ডে বিশাল ক্ষতি করতে পারে। রাজ্য প্রশাসন বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করে রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে, এমনটাই আশা স্থানীয়দের।।

টাকার বিনিময়ে খুনের মামলার আসামীর নাম বদলেছে পুলিশ, অভিযোগ মৃতের পরিবারের, মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই : টাকার বিনিময়ে খুনের মামলার আসামীর নাম বদলে দিল পুলিশ। স্বজ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে এক সেনা জওয়ান গাড়ি চাপা দিয়ে একব্যক্তিকে খুন করেছে। তার নামে সুনির্দিষ্টভাবে খুনের মামলা দায়ের করা হলেও অভিযুক্তের জায়গায় অন্য আরেক জনের নাম বসিয়ে দেয় পুলিশ। মৃতের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, খুনের মামলায় টাকার বিনিময়ে মূল অভিযুক্তকে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।গত ১৯ জুন বিশালগড় থানাধীন ঘনিয়ামারা চৌমুহনীতে একটি বীভৎস ঘটনা সংগঠিত হয়। দুই পক্ষের মারামারিতে আহত হয়েছিল তোফাজ্জল হুসেন নামে এক ব্যক্তি। পরে সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্দুমার কান্ড সংগঠিত হয় সেখানে। ফারুক মিয়া নামে এক ব্যক্তি একটি গাড়ি নিয়ে এসে আহত তফাজ্জলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পথে তার টিআর০৭ -ই-০৬৮২ নাম্বারের গাড়ি দিয়ে বেশ কয়েকজনকে পিষে দেয়। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল রেজ্জাক মিয়া নামে এক ব্যক্তির। চালক তথা ঘাতক ফারুক মিয়া একজন সেনা জওয়ান। তবে সেই ঘটনা এক নাটকীয় মোড় নেয় বিশালগড় থানায়। ঘটনার কয়েকদিন নীরব থাকার পর হঠাৎ করে সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে বাঁচিয়ে দেবার ছক এবং দর কষা শুরু হয় বলে অভিযোগ মৃতের পরিবারের সদস্যদের। মূল অভিযুক্ত ফারুককে বাঁচানোর জন্য আহত তফাজ্জলকে গাড়ি চালক হিসেবে আদালতে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয় বিশালগড় থানা। বিশালগড় থানার ওসি এবং তদন্তকারী অফিসার প্রসেনজিৎ দেবনাথের তদন্তে আহত তফাজ্জলকে গাড়ি চালক হিসেবে পেশ করা হয় বলে অভিযোগ। অথচ ঘটনার দিনে গুরুতর আহত অবস্থায় তফাজ্জলকে হাসপাতালে পাঠানোর ছবি রয়েছে। মূল অভিযুক্ত সেনা জওয়ান ফারুকের চাকরি বাঁচানোর বদলে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে গোটা ঘটনার মোড় পাল্টে দেওয়া হয়। এদিকে এমন ধারায় মামলা করা হয় যাতে অনায়াসে জামিন পেয়ে যাবে তফাজ্জল। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবারের। ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত রেজ্জাক মিয়ার পরিবার মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ঘটনায়, সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

রাজ্যকে মাছ চাষে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে: মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: রাজ্যকে মাছচাষে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য রাজ্য সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। মাছচাষের জন্য পতিত জলাশয়গুলিকে যেমন কাজে লাগানো হচ্ছে তেমনি মাছচাষিদের উৎসাহিত করার জন্য নানা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। আজ কল্যাণপুরের লোটাস কমিউনিটি হলে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় মৎস্যচাষি দিবস অনুষ্ঠানের এবং লেম্বুছড়াস্থিত মৎস্য মহাবিদ্যালয়ে ২৫তম জাতীয় মৎস্যচাষি দিবসের উদ্বোধন করে মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন।

পৃথকভাবে আয়োজিত দুটি অনুষ্ঠানে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মৎস্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বছরে ১ লক্ষ ১৭ হাজার মেট্রিকটন মাছের চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে মাছের উৎপাদন হচ্ছে ৮৬ হাজার মেট্রিকটন। ঘাটতি রয়েছে ৩১ হাজার মেট্রিকটনের। পার্শ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে মাছ এনে এই ঘাটতি পূরণ করা হয়। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে মাছচাষের জায়গার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে কীভাবে কম জায়গায় বেশি করে মাছের উৎপাদন করা যায় সে বিষয়ে মৎস্য বিজ্ঞানীদের আরও বেশি করে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনায় মৎস্যচাষিদের বছরে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ ধ্বংস করার যে প্রবণতা মাঝেমধ্যে দেখা যায় তা রোধ করার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে মাছচাষিদের সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা প্রদান করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মাছচাষ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। আন্তরিকতার সঙ্গে মাছচাষে এগিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তুলনামূলকভাবে কম খরচে মাছচাষে বেশি আয় করা যায়। রাজ্য সরকারও নানা প্রকল্পে মাছচাষিদের সহায়তা করছে। এই সুবিধাগুলিকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠার জন্য তিনি মৎস্যচাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কল্যাণপুরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিধানসভায় সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায় বিজ্ঞানসম্মত মৎস্যচাষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য মৎস্যচাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, রাজ্যে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস।

শিশুদের গুণাবলী বিকশিত করার লক্ষ্যে শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে: মুখ্য সচেতক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: এস.সি.ই.আর.টি.-র অডিটোরিয়ামে আজ দু''দিনব্যাপী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায় বলেন, প্রত্যেকটি শিশুর মধ্যে জন্মগতভাবে কিছু বিশেষ গুণাবলী থাকে। শিশুদের গুণাবলী বিকশিত করার লক্ষ্যে পরিবারের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে। উৎকর্ষতার নিরিখে কিশোরীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই ২০১৮ সাল থেকে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিশোরীদের সুশিক্ষা নিশ্চিত করা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। রাজ্যের বর্তমান সরকার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির মাধ্যমে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। কারণ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে নারী পুরুষ উভয়কেই সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সুস্থ সমাজ গঠন করতে হলে গার্হস্থ্য হিংসা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি রোধ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, এস.সি.ই.আর.টি.-র সচিব এল, ডার্লং প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাজ্য সমগ্র শিক্ষার জেলা প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর পল্লব কান্তি সাহা বলেন, কিশোরীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করার লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। দু''দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে চিত্র প্রদর্শনী, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, চিত্রকলা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজিত হবে। এখান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা রাজ্যভিত্তিক কিশোরী উৎকর্ষ মঞ্চ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিষ্ণুধন দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শক্তি চক্রবর্তী, বিশিষ্ট লেখক দেবব্রত দেবরায় এবং শিক্ষিকা পারমিতা সরকারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

৫ দফা দাবিতে কদমতলায় বিদ্যুৎ দপ্তরে সিপিআইএম-এর ডেপুটেশন

আগরতলা, ১০ জুলাই : বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে আজ কদমতলা বিদ্যুৎ দপ্তরের সাব-ডিভিশন অফিসে ডেপুটেশন প্রদান করল সিপিআইএম। দলের পক্ষ থেকে সিনিয়র ম্যানেজার দিপায়ন দাসের হাতে ৫ দফা দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা-কুর্তি বিধানসভার বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জহরুল হক, হরিপদ গোস্বামী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দাবিপত্রে বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়ন, অতিরিক্ত বিলের সমস্যা নিরসন, মিটার রিডিংয়ে স্বচ্ছতা, এবং গ্রাহক পরিষেবার মানোন্নয়নের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে।নেতারা জানান,সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই দাবিগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন জরুরি। প্রশাসন যদি দাবিগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেয়, তবে দল বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশনে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জুলাই: গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজধানীর ধলেশ্বর থেত রামকৃষ্ণ মিশনে গেলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। সেখানে গিয়ে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতা রামকৃষ্ণদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তারপর মঠ চৌমুহনীস্থিত রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী অমর্তানন্দ মহারাজকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, আজ গুরু পূর্ণিমা, এই উপলক্ষে বিজেপির তরফে গুরু শিষ্যর যে সম্পর্ক সেটি আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, শুধু ক্ষমতার জন্যও রাজনীতি নয়, গুরু শিষ্যের যে ঐতিহ্যগত পরম্পরা আগামীর প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। এরই অঙ্গ হিসেবে এদিন সকালে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে রামকৃষ্ণ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তারপর আশ্রমের মহারাজ স্বামী অমর্তানন্দজীর প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই গুরুশিষ্য পরম্পরাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

দুর্গানগর থেকে লালছড়া পর্যন্ত নতুন তৈরি হওয়ার রাস্তা ভেঙ্গে চৌচির, কুম্ভনিদ্রায় প্রশাসন

আগরতলা, ১০ জুলাই : দুর্গানগর থেকে লালছড়া পর্যন্ত নতুন তৈরি হওয়ার রাস্তা ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গিয়েছে। জাতীয় সড়কের কাজ যখন হচ্ছিল তখন বড় বড় গাড়িগুলি এই রাস্তা ব্যবহার করে। যার কারনে রাস্তাটি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তীতে অনেক চড়াই উৎরাইয়ের পর রাস্তার কাজটি নতুন করে করে দেয় জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা। কিন্তু ছয় মাসও যাইনি রাস্তার বেহাল অবস্থায় পরিনত হয়েছে। ভেঙ্গে চৌচির পুরো রাস্তা। নজর নেই কারোরই। সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে যানচালক থেকে শুরু করে যাত্রী সাধারণকে।

তাছাড়া, বৃষ্টিপাত হলে আরো সমস্যা সম্মুখীন হতে হয় যানচালক থেকে পথচারীদের। অতিসত্বর সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন পথচারী এবং যানচালকরা।

২০২৬ সালের হজ যাত্রার জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু

আগরতলা, ১০ জুলাই : ২০২৬ সালের পবিত্র হজ যাত্রার জন্য আবেদন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। আবেদনকারীরা ৭ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আজ সংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন ত্রিপুরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম।

এদিন তিনি আরো বলেন, ইচ্ছুক হজযাত্রীরা হজ কমিটির অফিসিয়াল পোর্টাল https-//ajcommittee.ov.fin অথবা "HAJ SUVIDHA" মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

অ্যাপটি অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএসদুই প্ল্যাটফর্মেই উপলব্ধ। আবেদনকারীদের অবশ্যই নির্ধারিত নির্দেশিকা এবং অঙ্গীকারপত্র ভালোভাবে পড়ে তবেই আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে। তবে, হজ যাত্রার জন্য আন্তর্জাতিক ভারতীয় পাসপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক। হজ কমিটি আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ করেছে, যেন তারা আবেদন করার আগে নিজেদের মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি ভালোভাবে যাচাই করে নেন।

তাঁর কথায় , ভারতের হাজার হাজার মুসলমানদের জন্য হজ পালনের পথে একটি নতুন সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত হল। সরকারের সহায়তা ও ব্যবস্থাপনায় পবিত্র হজ পালন অনেকটাই সহজতর হয় বলে মন্তব্য করেছেন অনেক ইচ্ছুক হজযাত্রী।

মুঙ্গিয়াকামি কুমারাই পাড়া, রায় হামচা এবং নবজয় পাড়ায় ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণ ও স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আওতাধীন ৪৩ মাইল আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এলাকার অধীন কুমারাই পাড়ায় গত ৭ জুলাই ২০২৫ এক ম্যালেরিয়া স্কিনিং ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে এলাকার মোট ২৫ জনকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়। তাতে দুই জন গর্ভবতী মহিলার প্রাক প্রসবকালীন পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া এদিন শিবিরে মোট ১৬ জনের আর ডি কিটের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া স্ক্রিনিং করা হয়। তবে কারোর মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সনাক্ত হয়নি। এছাড়াও উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে সাত জনের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস মেলিটাস স্ক্রিনিং করা হয়। শিবিরে স্বাস্থ্য কর্মীরা উপস্থিত সকলকে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সচেতনতামূলক আলোচনার মাধ্যমে সচেতন করেন। এই বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ম্যালেরিয়ার সম্পূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতি, শিশুদের নিয়মিত টিকাকরণ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস ইত্যাদি। এই শিবিরটি পরিচালনা করেন এম পি ডব্লিউ বিরুশ দেববর্মা, আশাকর্মী ডেখিরুঙ রিয়াং প্রমুখ।

এছাড়াও আশাকর্মী লক্ষী দেববর্মা এদিন রায় হামচা এলাকায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আর ডি টি কিট দ্বারা মোট ২১ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেন। তাতে সবগুলি রিপোর্টই নেগেটিভ ছিল। এরমধ্যে নোনাছড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির এলাকার নবজয় পাড়াতেও এদিন একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখানেও মোট ২৩ জন এলাকাবসীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এরমধ্যে নয় জনের জ্বরের উপসর্গ থাকায় তাদের ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে রক্ত পরীক্ষা করা হয়, তাতে কারোর ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট পাওয়া যায়নি। এই শিবিরটি পরিচালনা করেন কমিউনিটি হেলথ অফিসার রিঙ্কু দেববর্মা, এম পি ডব্লিউ নৃপেন নাথ এবং আশাকর্মী মধু শান্তি কলই। স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে স্থানীয় এলাকাবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ লক্ষণীয় ছিল।

ধর্মনগরে চার বাংলাদেশি নাগরিকসহ দুই ভারতীয় দালাল আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের রাজবাড়ি এলাকার আইএসবিটি চত্বরে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আটক করা হয়েছে চার বাংলাদেশি নাগরিক ও দুই ভারতীয় দালালকে। সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসতেই স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)-কে অবহিত করেন এবং সাহসিকতার সঙ্গে অভিযুক্তদের পাকড়াও করেন। পরে বিএসএফ ঘটনাস্থলে এসে তাদের নিজেদের হেফাজতে নেয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে, আটক বাংলাদেশি নাগরিকরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত বেআইনিভাবে অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এই বেআইনি অনুপ্রবেশে সহায়তা করছিলেন দুই ভারতীয় দালাল। সীমান্ত পেরিয়ে ধর্মনগরে প্রবেশের চেষ্টাকালে তাদের আটক করা হয়। আটক বাংলাদেশি নাগরিকরা হলেন, বর্না মুলা (৩০), জিনা সেক (৩৫), রিমা আক্তার (১৮), রিয়া বেগম (৩৫)।

তারা বরিশাল ও কুমিল্লার বাসিন্দা। আটক ভারতীয় দালালরা হল, সালাম উদ্দিন (২১), শনিছড়া, ধর্মনগর, মিনাল হোসেন (৩০), বিশালগড়। তাদের বর্তমানে পানিসাগর বিএসএফ ক্যাম্পে রাখা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত লঙ্ঘন ও বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সম্প্রতি ধর্মনগর-সহ উত্তর জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ ও মানব পাচারের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়ে গেছে।

এতে জনমনে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। তবে এই ঘটনা প্রমাণ করে, নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি জনসচেতনতা ও স্থানীয় সহযোগিতা বড় ধরনের অপরাধ রুখে দিতে সক্ষম। ধর্মনগরের বাসিন্দাদের সাহসিকতা ও দায়িত্ববোধ এদিন বড়সড় অনুপ্রবেশের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়।

সীমান্ত সুরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় নাগরিক সচেতনতার এই ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যা ভবিষ্যতে এমন ঘটনা প্রতিরোধে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

বিলোনিয়ার শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১০ জুলাই: বিলোনিয়া মহকুমায় শরণার্থী শিবিরে থাকা বন্যায় দুর্গতদের পাশে থাকার বার্তা নিয়ে তাদের খোঁজখবর নিতে ছুটে গেলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। আজ প্রথমে তিনি ঋষ্যমুখ মন্ডলের অন্তর্গত আমজাদনগর শরণার্থী শিবিরে আসেন, কথা বলেন শিবিরে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত শরণার্থীদের সাথে। সাথে ছিলেন বিজেপি দক্ষিণ জেলা সভাপতি দ্বীপায়ন চৌধুরী, ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি নকুল পাল, বিজেপি নেতা অশেষ বৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও ছিলেন দক্ষিণ জেলার শাসক মোহম্মাদ সাজ্জাদ পি , মহকুমা শাসক, বিডিও সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

আমজাদনগরের পর একে একে তিনি বিলোনিয়া শহরের বিকেআই স্কুল থেকে শুরু করে বল্লামুখা সহ সমস্ত শরণার্থী শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। শরণার্থী শিবিরে থাকা শরণার্থীদের জন্য তিনি নিয়ে আসেন শুকনো খাবার। সভাপতি তথা সংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্যকে কাছে পেয়ে শরণার্থীরা তাদের বিভিন্ন দাবিগুলি তুলে ধরেন। যদিও শিবিরের ব্যবস্থাপনা নিয়ে কোন ধরনের অভিযোগ নেই তাদের। দুর্গতদের সুবিধা ও অসুবিধা জানার পর তিনি কথা বলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি এর সাথে।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, শরণার্থী সুবিধে আশ্রয় নিয়ে যারা রয়েছেন তাদের সার্বিক সুবিধার জন্য প্রশাসন প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বৃষ্টি না থাকলেও এখনো বিভিন্ন জায়গায় জল জমে আছে। ফলে শরণার্থী সুবিধে যারা রয়েছেন তাদের কোন ধরনের যেন অসুবিধা না হয় সেজন্য প্রশাসন তৎপর রয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে টিবি মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন কিশোরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই: খোয়াই জেলা কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধীন পূর্ব কল্যাণপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের বাসিন্দা আঠারো বছরের এক কিশোরী নানাবিধ শারীরিক সমস্যা নিয়ে তার অভিভাবকের সাথে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের যান।

সেখানে চিকিৎসক তার প্রাথমিক উপসর্গগুলি ও লক্ষণগুলি প্রত্যক্ষ করে হাসপাতালেই তার কফের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। উক্ত রিপোর্টে দেখা যায় সে টিবি রোগে আক্রান্ত। তখন চিকিৎসক তার অভিভাবককে টিবি রোগের কথা জানান। তাদের বলা হয় টিবি রোগ নিরাময়যোগ্য এবং তাতে কোনোরকম আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। যেহেতু টিবি রোগ সনাক্ত হয়ে গেছে, এখন তাকে ছয় মাসের পূর্ণ মেয়াদী ওষুধ খেতে হবে এবং ছয় মাস পর সে আবার সুস্থ হয়ে উঠবে। চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্রে টিবি রোগের দুই দিনের ওষুধ লিখে দেন ও বলেদেন নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী ওষুধগুলি যেন নিয়মিত ছয় মাস খান। সেই অনুযায়ী সে পূর্ব কল্যাণপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরের স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে গত ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে তার টিবি রোগের চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু হয়। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই টিবি রোগের চিকিৎসা হয়। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য কর্মীরা প্রতিমাসে নিয়মিত তার বাড়িতে গিয়ে একটি করে ফুড বাস্কেট প্রদান করেন। তাকে নিক্ষয় পোষণ যোজনার অন্তর্গত মাসে এক হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। কল্যাণপুর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এমপিএম বিপুল দেব্বর্মা, কমিউনিটি হেলথ অফিসার শিল্পী সরকার, এমপিডব্লিউ অনুপ গোস্বামী এবং আশাকর্মী ঊষা বালা সরকার, সকলের যৌথ তত্বাবধানে নিয়মিত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে ছয় মাস অতিক্রান্ত হবার পর গত ১৭ জুন ২০২৫ তার চিকিৎসার মেয়াদ শেষ হয়। বর্তমানে সে টিবি মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ। টিবি রোগে আক্রান্ত এই রোগীর চিকিৎসা চলাকালীন সময় স্বাস্থ্যকর্মীরা যেভাবে তার বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান সহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলেই সে টিবি মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই ব্যাপারে রোগী ও তার পরিবার স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas